BODHAINDU VICASA.

By The Late

Baboo Issur Chunder Goopto.

Published

by Ramchunder Goopto

Editor of the Probhakur.

বোধেন্দু বিকাস।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ।

অর্থাৎ

সুভাবানুভাবি কবির

মহাকবি ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

প্রণীত।

প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুত রামচন্দ্র গুপ্ত

কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

সিমুলিয়ার [illegible] দত্তের স্ট্রীট নং ৫৪

১২৭০ সাল

উপক্রমণিকা।

স্বর্গীয় মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবোধ ...... নাটকের রূপক প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সুললিত গদ্য পদ্য পূরিত "বোধেন্দুবিকাস" নামক যে নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ছয় অঙ্ক সমাপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণে আমি এই প্রথম ভাগে তাহার প্রথম তিন অঙ্ক সঙ্কলন করিয়া সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিলাম, এই সুধারসপরিপূর্ণ পরম-রমণীয় নাটক প্রথমত: মাসিক প্রভাকরে প্রকাশ হয়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কবিবর ইহার কোন কোন স্থানে পুনর্ব্বার সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং নূতনরূপে রচনা করেন, মূল গ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহার অপেক্ষা প্রত্যেক বিষয়ের সুচারু বর্ণনা করাতে গ্রন্থখানি অনেক বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং একভাগে সমুদায় প্রকাশ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইল না, বিশেষত: তাহাতে অনেক কালবিলম্ব হইবার সম্ভাবনা, এই নাটকের অভীষ্ট বিষয় বাহ্যিক নহে, তাহা আধ্যাত্মিক, সুতরাং অত্যন্ত কঠিন বলিতে হইবেক, যদ্যপি সেই আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান যত দূর পর্য্যন্ত সহজে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কবিবর পাঠকবৃন্দের উপকার নিমিত্ত তাহাতে প্রযত্ন প্রকাশ ও পরিশ্রম স্বীকারে ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা এই নাটকের অভিনয় প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগের কার্য্যের সমাধানার্থ প্রত্যেক চিহ্নাদি উহার শেষভাগে অতিসহজরূপে লিখিত হইয়াছে।

এই অনুবাদ-গ্রন্থ কাব্যক্ষেত্রে সর্ব্বসাধারণ পাঠক মহোদয়-
দিগের আদরণীয় হওয়ায় শ্রীযুত মহাশয় অনুমোদন করত ও
পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, এই পুস্তকের ভূমিকায়
তিনি কিরূপ অভিপ্রায় লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহারই মনে
ছিল, যাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র কবিতাপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী
আদরপূর্ব্বক এই প্রথম ভাগ গ্রহণ করিলে আমি দ্বিতীয়
ভাগ প্রকাশে সাহসিক যত্নবান হইব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক।

সূচিপত্র

বোধেন্দু বিকাস নাটক।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ।

অর্থাৎ

স্বভাবানুযায়ি বর্ণন।
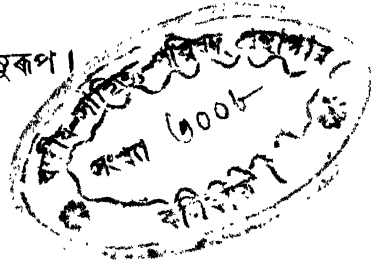
মঙ্গলাচরণ।

সংগীত।

রাগিণী কেদার! তাল তিওট।

মনরে আমার। একি ভ্রান্তি তোমার ।।
ভাবনা কেন রে? ভাব না কেন রে?
অরূপ স্বরূপ সার।
শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,
যেজন করিল এ সব সৃষ্টি,
যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি,
তাঁরে ভাব একবার।।
দিবাকর, নিশাকর, লোয়ে যার ভাস।
দিবা নিশি, করে করে, তিমির বিনাশ।
নিয়ত নিয়ম করিয়া লক্ষ,
রাশি রাশি রাশি, প্রকাশে পক্ষ,
অহরহ সহ করিয়া সখ্য,
বারবার ভ্রমে বার।। ১
(অনিত্য বিষয়ে কেন, ভ্রম ভ্রমআশে?)
ভজ নিত্য, নিত্যবিত্ত, চিত্ততীর্থবাসে॥
হৃদয়-নিলয়ে পরম-রতন,
সে ধনে তুমি হে না কর যতন,
বৃথায় করিছ শরীর পতন,
অসার ভাবিয়া সার॥ ২

তরঙ্গলহরীচ্ছন্দ।

জয় জয় জয় ব্রহ্ম, নিত্য-নিরঞ্জন।
জয় নিত্য-নিরঞ্জন॥
নির্ব্বিকার, নির্ব্বিহার, অজ্ঞানভঞ্জন।
জয় অজ্ঞানভঞ্জন॥
মিথ্যা ভব মিথ্যা সব, তাহে সত্য অনুভব,
স্বরূপ স্বরূপ তব, জানে কোন্ জন।
রবি করে যেপ্রকার, বোধ হয় নীরাকার,
নিরাকারে সে প্রকার, সাকার সাধন॥
আছে কার সার জ্ঞান, মিথ্যায় সত্যের ভান,
ভ্রমে করি অনুমান, করি নিরূপণ।
(সৃজন, পালন, লয়, তোমা হোতে সব হয়,
তুমি এই সমুদয়, কারণকারণ॥
বাক্য মন অগোচর, পরমাত্মা পরাৎপর,
করিয়াছ চরাচর, বিশ্ব-বিরচন)

স্বভাবের কিবা ধর্ম্ম, বিচিত্র তোমার কর্ম্ম,
কেমনে তাহার মর্ম্ম, করিব গ্রহণ ?॥
এই মাত্র জানি আমি, তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামি,
তুমি নিত্য সর্ব্বস্বামি, সত্য সনাতন।
কৃপাকর নাম ধর, কৃপাকর কৃপা কর,
দীন হীনে কর কর, দয়া বিতরণ॥
হোয়ে নাথ প্রভাকর, চিদাকাশে প্রভা কর,
ত্রিতাপ-তিমির রাশি, কর বিমোচন।
নিজ-জ্ঞান দান কর, মনের মালিন্য হর,
পতিতে পবিত্র কর, পতিতপাবন॥
আর কেন গুপ্ত রও, গুপ্তগৃহে ব্যক্ত হও,
গুপ্তসুতে কোলে লও, করিয়া যতন।
হরি হরি করি গান, পরিহরি অভিমান,
তোমাতেই মন প্রাণ, করি সমাপন॥
মুদিয়া যুগল আঁখি, যখন ঘুমায়ে থাকি,
তখন তোমায় যেন, করি দরশন।
ভ্রমপাশ হর হর, ত্রাণকর ত্রাণ কর,
দানকর দান কর, অভয়-চরণ॥
জয় জয় জয় ব্রহ্ম, নিত্য-নিরঞ্জন।
জয় নিত্য-নিরঞ্জন॥
নির্ব্বিকার, নির্ব্বিহার, অজ্ঞানভঞ্জন।
জয় অজ্ঞানভঞ্জন॥

প্রস্তাবনা

শুন সভ্য সমুদয়। শুন সভ্য সমুদয়॥
বলি সবিনয়।
নবরস কাব্য সুধাময়। করি মহামোহ ক্ষয়॥
বিবেকের জয়।
যেরূপে হইল, জ্ঞানচন্দ্রের উদয়॥

নান্দী পাঠ পূর্ব্বক সূত্রধারের আলাপ-বচন।

পদ্য।

কীর্ত্তিবর্ম্ম নামে রাজা, সদা কীর্ত্তিমান।
দেবলোকে দীপ্যমান, যার যশ মান॥
সর্ব্বগুণে গুণময়, তেমন কি হয়?।
দারিদ্র্যদলন-দক্ষ, দীনদয়াময়॥
তাঁর সেনাপতি দ্বিজ, শ্রীমান্ গোপাল।
সমরে অমরজয়ী, বিক্রম বিশাল॥
ভয়ে কাঁপে কলেবর, স্থির নাহি রয়।
যম সম হেরে যাঁরে, শত্রু সমুদয়॥
স্বজন সেরূপ হয়, সুখি নিরন্তর।
চাঁদ হেরে, সুখি যথা, চকোর নিকর॥
মহাযোদ্ধা, অতি বোদ্ধা, নাহি অনুরূপ।
যাঁর পদে প্রণত, নিয়ত যত ভূপ॥
বিপক্ষ লক্ষের বক্ষ, করি বিদারণ।
নরসিংহ সম প্রায়, বিখ্যাত যেজন॥
বিপক্ষ সলিলে মগ্না, বসুন্ধরা ছিল।
বরাহমূর্ত্তির ন্যায়, যেজন তুলিল॥
হরি-জ্ঞানে অরি-কুল, করী সম রহে।
প্রতাপের অনলেতে, নিরন্তর দহে॥
বীর ধীর সাধু সে, গোপাল সেনাপতি।
নৃত্য গীতে আমারে, দিলেন অনুমতি॥

সেনাপতি গোপাল।

প্রথমেতে কিছুদিন, হই নাই পরাধীন,
হরষিত ছিল তায় মন।
না মোজে বিষয় দুখে, কেবল কোরেছি সুখে
ব্রহ্মানন্দ রস-আস্বাদন॥
কীর্ত্তিবর্ম্ম নরপতি, করিলেন অনুমতি,
শত্রু-কুল সংহার কারণ।

ছাড়িয়া সে সার-রস, বীররসে হোয়ে বশ,
দিক্-দশ কোরেছি দলন ॥
শত শত রাজা যত, একেবারে বল-হত,
নত হোয়ে রবে চিরকাল।
আমাদের মহারাজ, কোরে এই মহা-কাজ,
হইলেন সম্রাট ভূপাল ॥
ঘুচিল বিপক্ষ ভয়, হইল রাজার জয়,
সমুদয় কার্য্য সমাধান।
ছেড়ে তত্ত্ব আপনার, মিছামিছি কেন আর,
বিষয়ের বিষ করি পান ? ॥
বিষের জ্বালায় জ্বলি, এ যাতনা কারে বলি,
ব্যাকুল হোয়েছে মন প্রাণ।
কে করিবে সুশীতল, কোথা পাব শান্তিজল,
কিসে হবে অনল নির্ব্বাণ ? ॥
কিছুই না করিলাম, বৃথা কাল হরিলাম,
মরিলাম হোয়ে বোধহত।
পরমপঙ্কজ ভুলে, কামনাকেতকী-ফুলে,
উড়ে গিয়া মন হয় রত ॥
বিষয় বিভব যত, সকলি হোয়েছে হত,
রিপু-চোরে কোরেছে হরণ।
পুরুষার্থ গেলে চুরি, কিসে রক্ষা পায় পুরী,
প্রতিক্ষণ ভেবে উচাটন।
রিপুদলে বপু-দলে, বলী নই জ্ঞানবলে,
কিরূপেতে করিব শাসন ? ॥
ধরিতে না পারি চোরে, পোড়েএই ভবঘোরে,
কত আর করিব রোদন ? ॥

গীত।

রাগিণী পরজ। তাল কাওয়ালি।

হায় ! আমি কি করিলাম্ এত দিন ?।
দিন যত গত তত, দিন দিন দীন ॥
বৃথায় হইল জন্ম, বৃথায় হয়েছি মনু,
অতনু শাসনে তনু, তনু অনুদিন। ১
ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছে ভাবি,
না ভাবিয়া ভবভাবি, ভেবে হই ক্ষীণ ॥ ২
অসার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সর্ব্বসার,
কত বা গণিব আর, "এক, দুই, তিন(১)"। ৩
সহজ(২) আমার ভাই, সহজে না দেখা পাই,
জলে থেকে পিপাসায়, মরে যথা মীন ॥ ৪
সহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই,
বৃথা করি হই হই, হোয়ে বোধহীন। ৫
নাহি হয় অনুভব, এ দেহ হইলে শব,
কোথা ভব, কোথা রব, কোথা হব লীন ? ॥ ৬
প্রবৃত্তির অনুরোধে, মাতিয়া বিষয়-ক্রোধে,
এখনো আপন-বোধে, হতেছি প্রবীণ। ৭
কাল-করী-হরি হরি, হরি নাম পরিহরি,
ভ্রমে কেন কাল হরি, হোয়ে পরাধীন ? ॥ ৮

হে নটরাজ ! তুমি সংগীত-বিদ্যায় অদ্বিতীয়, ইদানীং তোমার তুল্য কাহাকেই দেখিতে পাই না, সংপ্রতি শান্তিরসের সংগীত-দ্বারা আমার মনের সন্তাপ হরণ করিতে পার ?

সূত্রধার(৩)।

হাঁ মহাশয় ! প্রণাম করি। শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে অতি উত্তমরূপেই

---

(১) এক, দুই, তিন। দিন গণনা। অপিচ অবস্থা, লোক, তত্ত্ব, গুণ, তাপাদি তিন।
(২) সহজ—সহোদর, সঙ্গে যে জন্মে। এস্থলে আত্মা।
(৩) সূত্রধার—যাত্রার অধিকারী এবং নট

তৎপ্রসঙ্গ সমাধা করিতে পারি। আমি সুশ্রাব্য সুকাব্য অতি নব্য বঙ্গভাষা-ভূষিত গদ্য পদ্য-পরিপূরিত "বোধেন্দু বিকাস" নাটক অভ্যাস করিয়াছি, আজ্ঞা করিলেই এখনি প্রকাশ করি, যিনি অভিনিবেশ পুর্ব্বক সেই যাত্রা শ্রবণ করিবেন, তিনি সানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই

সেনাপতি গোপাল।

ওহে সূত্রধার! তবে, তবে, তুমি কবে তাহা অভ্যাস করিয়াছ? আমি শুনিয়াছি তাহার মত সাধু-সন্দর্ভ প্রায় আর নাই, না হবে কেন? তুমি আমারদের মহারাজের নটরাজ, তুমি সকল রসের রসিক বট। (হে অধিকারি! তোমার কল্যাণ্ হোক্, কল্যাণ্ হোক্। এইক্ষণে সেই শান্তি-সুধা-বৃষ্টি করিয়া শ্রীমন্মহারাজের চিত্ত-চকোরকে তৃপ্ত কর, তৃপ্ত কর। সকলের ক্ষুধা হর, ক্ষুধা হর। আপনার বস্ত্র পর, বস্ত্র পর। এই লও প্রসাদ ধর, প্রসাদ ধর। শীঘ্র বেশ কর, বেশ কর। অদ্যাই সমুদয় শেষ কর, শেষ কর।)

নট।

যে আজ্ঞা মহাশয়। আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে শ্রবণ করুন। এখনি আরম্ভ করি। কিন্তু গীতবিদ্যা, এ বড় কঠিন ব্যাপার, এক জনের কর্ম্ম নহে, কি জানি যদি লগ্ন না হয়, তবে কাহারো মন মগ্ন করিতে পারিবনা, সকল আমোদ ভগ্ন হইবে। যাই গৃহে গিয়ে গৃহিণীকে ডেকে আনি, স্ত্রী পুরুষে একত্র হোয়ে নাটক আরম্ভ করি।

নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি পূর্ব্বক।

(হে প্রিয়তমে নটি! চিকন শাটি পোরে পরিপাটী সজ্জায় এখানে এসো।)

নটীর প্রবেশ।

গীত।

রাগিণী লুম্‌ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

অসময়, কেন আজ্ আমারে,
ডাকো রসময় হে?।
অবলা সরলা বালা, কত জ্বালা সয় হে?।
প্রাণে কত জ্বালা সয় হে?॥
তুমি নট হোয়ে নট, অঘট-ঘটনা-ঘট,
মুখে যত কথা রট, কাজে, কি, তা হয়হে?।
সখা, কাজে, কি, তা হয় হে?॥ ১
সময়ে সকলি সাজে, অসময়ে লাঠি বাজে,
কাল-ভেদে কাজে কাজে, সুধা বিষময় হে।
সখা, সুধা বিষময় হে॥ ২

তোমার অধীনী আমি,তুমি হে প্রাণের স্বামী,
তোমা-ছাড়া হোলে আমি,আমি আমি নয়হে!
সখা, আমি আমি নয় হে॥ ৩
তুমি হে চুম্বক সম, লোহরূপ মন মম,
তব আকর্ষণে মন, স্থির কিসে রয় হে?।
সখা, স্থির কিসে রয় হে?॥ ৪

প্রাণনাথ! আমাকে কেন ডা-ক্লে? আমি ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম ফেলে আস্‌ছি।

অধিকারী।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল একতালা।

এসো, এসো প্রাণ-প্রেয়সি, প্রেমময়ই।
তোমা বিনে প্রাণপ্রিয়ে, আমি-আমি নই॥
তুমি প্রাণ, আমি দেহ,দেহে প্রাণ প্রাণ দেহ,
ভ্রমরার নাহি কেহ, কমলিনী বই।
তুমি ভাব. আমি স্বামী, তুমিলো আমার আমি,
দেহ-ভেদে তুমি আমি, আমি তুমি কই॥

বক্তৃতা।

পদ্য।

বলি তাই চাঁদমুখি, যে হয় বিধান।
প্রস্তাব শুনিয়া কর, আশু অনুষ্ঠান॥
কীর্ত্তিবর্ম্ম রাজসেনাপতি, যে গোপাল।
স্বপক্ষ-পালন-দক্ষ, বিপক্ষের কাল॥
এক মুখে আমি তাঁর, কি কব মহিমা?।
অনন্ত বচনে ক্ষান্ত, প্রকাশিতে সীমা॥
কর্ণরাজা, কীর্ত্তিবর্ম্মে, করি পরাভব।
হেলায় হরিয়াছিল, সকল বিভব॥
যে গোপাল অসি-মাত্র, মিত্র,সহকার।
বাহুবলে শক্রবল, করিল সংহার॥
পুনর্ব্বার কীর্ত্তিবর্ম্মে, দিল রাজ্যভার।
গোপালের সম বীর, কেবা আছে আর?॥
সে গোপাল কৃতকার্য্য, হইয়া এখন।
করিবেন শান্তিসুধারস, আস্বাদন॥

নটী।

হে নাথ! কি কৌতুক,কিকৌতুক,কি কৌতুক!
সখা হে. কি বোল্লে? কি বোল্লে? কি বোল্লে?॥
সভাতে কি কোল্লে? কি কোল্লে? কি কোল্লে?॥

প্রকৃতিচ্ছন্দ।

ও কথা, আর্ বোলোনা, আর্ বোলোনা,
বল্‌ছ বঁধু, কিসের ঝোঁকে?।
এ বড়, হাসির্ কথা, হাসির্ কথা,
হাস্‌বে লোকে। হাস্‌বে লোকে॥
বল হে, জ্বোল্‌বো কত, বোল্‌বো কত,
বোল্‌তে হোলো মনের্ দুখে। মনের্ দুখে।
এ বড়, অনাসৃষ্টি, বিষম্ সৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি,
সাপের্ মুখে। সাপের্ মুখে॥
কাণার্ চোখে চস্‌মা দিয়ে,কার্য্য কিবা আছে।
পতিব্রতা ধর্ম্ম কথা, বারাঙ্গনার্ কাছে॥
কালার্ কাছে কাব্য কথা,কি তোমার্ ভ্রান্তি।
চোরের্ কাছে পুণ্যকথা,বীরের্ কাছে শান্তি॥
রসের্ কথা বোল্লে ভাল, এমন্ রসিক্ চাইতো।
তোমার্ মত রসের্ সাগর্ কোনখানে নাইতো
বোঝাপড়া হবে পরে, ঘরে আগে যাইতো।
তাইতো বটে, তাইতো বটে, তাইতো,
তাইতো, তাইতো॥
জানিলাম, তুমি নাথ, সুরসিক বট হে।
ভয় আছে, পাছে প্রাণ, কথা শুনে চট হে॥
অঘট-ঘটনা-ঘট, সব ঘটে ঘট হে।
নতুবা আমায় কেন, হেন কথা রট হে?।

স্বভাব সরল অতি, তুমি নও শঠ হে।
সরলতা-তীর্থতটে, বাঁধিয়াছ মঠ হে॥
বটি আমি, নটী তব, তুমি প্রাণ নট হে।
শান্তিরূপ খাটি-দুধ, কেন কর নট হে?॥

গীত।

রাগিণী লুম্‌ঝিঁঝিট। তাল আড়খেম্‌টা

কেমনে, বল প্রবোধ- শশির, হইবে সঞ্চার হে?
মোহমেঘে ঘেরিয়াছে, অখিল সংসার হে॥
এই অখিল সংসার হে।
পাইয়ে অনিত্য-দেহ, নিত্য-ভ্রমে করে স্নেহ,
আপন স্বরূপ কেহ, না করে বিচার হে।
কেহ না করে বিচার হে।
মনেরে বুঝাব কত, মন নহে মনোমত,
অবিরত হেরি যত, মায়ারি বিকার হে।
মহামায়ারি বিকার হে॥

অধিকারী।

হে প্রিয়তমে! হে প্রাণাধিকে! হে প্রণয়িনি! এই গোপাল সামান্য পুরুষ নহেন; অতি ধার্ম্মিক-পুণ্যাত্মা, ইনি যদিও মহাবীর-পুরুষ, তথাচ শান্তিরসের রসিক হইবেন বিচিত্র কি? মহাপ্রলয় কালে যে মহাসমুদ্র অতি উচ্চ শতশত পর্ব্বত-চূড়া লঙ্ঘন পূর্ব্বক অতিশয় প্রবলতর প্রখর তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার করত আপনার অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত লহরীলীলা প্রচার করিয়াছিলেন, অধুনা সেই মহাসিন্ধু জলনিধি কি আশ্চর্য্যরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছেন! আর তিনি স্বীয় সীমার অতিক্রম পুরঃসর প্রলয় উৎপাদন করেন না। হে হৃদয়রঞ্জিনি-প্রসন্নবদনি! আর দেখ, ভগবান্ নারায়ণ ভূভার-মোচনার্থ অংশরূপে অবতার হইয়া কতবার কতপ্রকার ভীষণতর ব্যাপার ব্যূহ বিস্তার করত পরিশেষ পুনর্ব্বার স্বয়ং শান্তিরসে নিমগ্ন হইয়াছেন। হে নীল-নীরজনয়নি! আর দেখ, পরশুরাম, যিনি পূর্ব্বে অতিশয় নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এবং নির্ব্বিবেকী হইয়া স্বীয় জগদ্বিখ্যাত-কুঠার দ্বারা মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়-কুলের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক শোণিত-সমুদ্রের সলিল-দ্বারা এক বিংশতিবার পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন; বালক, বৃদ্ধ, কিছুই বিবেচনা করেন নাই, অতি দুরাত্মার ন্যায় নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক সকলকেই সংহার করিয়াছেন। সেই পরশুরাম অবনীর ভারাবতারণ করণানন্তর এককালেই ক্রোধশূন্য হইয়া পুনরায় শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। হে প্রাণ-বল্লভে! এই মহামতি সেনাপতি শ্রীগোপাল সংপ্রতি সর্ব্বতোভাবেই কৃত-

কার্য্য হইয়াছেন। শান্তিরসের আ-স্বাদনে তৃপ্ত হইয়া দেহের এবং সময়ের সার্থকতা করিবেন। (ইনি অতি তেজস্বী, কর্ণকে জয় করিয়া সেই প্রকারে কীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের উদয় করিলেন, যে প্রকারে বিবেক মহাশয় মহাবল মহামোহকে জয় করিয়া প্রবোধসুধাকরের উদয় করিয়াছেন)

গীত।

রাগিণী দেশ। তাল আড়া।

অজ্ঞানতিমির বল, কোথা রবে আর।
সুখদ সরল শশী, স্বভাবে সঞ্চার॥

ঘুচিল বিপক্ষ ভয়, রিপু-চয় পরাজয়,
আলোকে পুলকময়, অখিল সংসার॥
গগনে করিলে ঘন, শশি-শোভা-আচ্ছাদন,
নাশে যথা সমীরণ, সেই অন্ধকার॥
মেঘান্তে যামিনীকর, স্থিরতর শোভাকর,
মনোহর মৃগধর, সুধার আধার॥ ১
সেরূপ করিয়া ক্রম, বিবেক পবন সম,
মহামোহ মেঘতম, করিল সংহার।
পরিপূর্ণ জ্ঞানজ্যোতি, প্রকট প্রদীপ্ত অতি,
প্রবোধ-পীযূষপতি, প্রভাবে প্রচার॥ ২

[বিবেক কর্ত্তৃক মহামহের পরাজয়, এই শব্দ শ্রুতি-বিবরে প্রবেশ মাত্রেই নেপথ্য(১) হইতে কামদেব কোপভরে কহিতেছেন।]

অরে ও-পাপাত্মা নরাধম-নটাধম! তুই কে রে? তুই কে রে? ওরে ও মূঢ়! ও অজ্ঞান! তুই কোথা শুনেছিস্? কি সাহসে বলিতেছিস্? দুর-দুর, দুর দুরাচার। আমারদিগের বিশ্ব-বিজয়ি কুলস্বামি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অজেয় মহামোহ,অতি দুর্ব্বল অসমর্থ সহায়-শূন্য সাহস-শূন্য দীন হীন ক্ষীণ উ-পায়-বিহীন মলিন বিবেক তাঁহাকে পরাজয় করিবে? তুই যে উন্মত্ত-প্রলাপের ন্যায় কথা কহিতেছিস্।—তুই কে রে? তুই কে রে?

নট।

প্রিয়ে শুনিলেতো, ইনি ভুবন-মোহকর শ্রীমান্ কামদেব। ত্রিভুবন মত্ত করিয়া এই তত্ত্বহীন কন্দর্প দর্প করিতে করিতে আসিতেছেন। ঐ দেখ সুরা-পানে উন্মত্তচিত্ত,-তরুণ-অরুণের ন্যায় নয়ন-যুগল আরক্ত হইয়াছে। ইহাঁর বামভাগে যিনি, তিনি সর্ব্বমোহিনী অতি রূপবতী পতিপ্রাণা রতি সতী। মদনের বিকট-বদনে, প্রকট-রদনে, প্রকোপ-বচনে বোধ হয়, ইনি আমার প্রতি অত্যন্তই কুপিত হইয়াছেন। এসো আমরা এস্থান হইতে এখনিই প্রস্থান

(১) নেপথ্য—যে স্থানে নটেরা বেশ বিন্যাস করে সেই স্থান।

করি, আর এখানে থাকা নয়, থাকা নয়।

[তদনন্তর নট এবং নটী রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

[রতি, ও কামের রঙ্গভূমি প্রবেশকালে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সজ্জা-সদনে কোলাহল ধ্বনি।]

গীত।

রাগিণী আড়ানা। তাল ঝাঁপতাল।

এই বসন্ত সামন্ত লোয়ে, মদন, সাজিছে,
অতি পুলকে।
কি শোভা, কি শোভা, কি শোভা, ভুলোকে।
বামেতে কামিনী সতী, ভুবনভামিনী রতি,।
লজ্জিত যামিনীপতি, দামিনী থমকে।
হেরে দামিনী থমকে।

অন্তরা।

মিলিত উভয় অঙ্গ, স্বভাবে সভাবে সঙ্গ,
ক্ষণমাত্র নহে ভঙ্গ, একি রঙ্গ হায়।
মদমত্ত মনোভব, বুঝি ভব, পরাভব,
মোহিত হইল ভব, রূপের আলোকে।
চারু রূপের আলোকে॥ ১

ফুটিল সুরভি-ফুল, ছুটিল ভ্রমরকুল,
কুটিল কামের শূল, টুটিল হৃদয়।
খরতর স্মর-শর, ত্রিভুবন থর থর,
কলেবর জর জর, কোকিল কুহকে।
কালো কোকিল কুহকে। ২

সমীরণ ফর ফর, গুণ গুণ গর গর,
গুঞ্জরিছে মধুকর, মনোহর স্বর।
না দেখি এমন ধীর, এ রবে, কে রবে স্থির,
দহে দেহ অশরীর, ত্রিলোক চমকে।
রবে ত্রিলোক চমকে॥ ৩

সম শোভা জলে স্থলে, তরু রাজে নবদলে,
দ্বিজ নিজ দলে দলে, দলে ফুল-দল।
সুধাস্বরে করে দান, ধরে তান, হরে প্রাণ,
ছয় রাগ মূর্ত্তিমান, রাগিণী ঝলকে।
রাগে রাগিণী ঝলকে॥ ৪

কাম(১) এবং রতির(২) প্রবেশ।

কামদেব।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

এই অখিল সংসার, আমি করি অধিকার।
সুরাসুর আদি সবে, অধীন আমার॥
নাম ধরি রতিপতি. প্রিয়তমা এই রতি,
রতিরসে রতি বিনা, গতি আছে কার। ১
ত্রিভুবনে সমুদয়, আমা ছাড়া কেহ নয়,
আমার কটাক্ষে হয়, জীবের সঞ্চার। ২
আমার সৃজিত সব, আমি নই পরাভব,
কালরূপি ভব কত, করিবে সংহার। ৩
আমি করি ধারা-বৃষ্টি, না হোলে আমার দৃষ্টি,
এই সৃষ্টি করে সৃষ্টি, হেন সাধ্য কার? ৪

(১) কাম—কামিনী-বিষয়ক উৎকট অভিলাষ।
(২) রতি—কামের সহকারিণী প্রীতি। সুতরাং উভয়ের স্ত্রীপুরুষভাবে একত্র একাঙ্গ-ভাবে অবস্থান।

বক্তৃতা।

বীরবিলাসিনীচ্ছন্দ।

কোথা গেল দুরাচার, দেখিতে না পাই আর,
প্রতীকার করি তার, উচিত যা হয় রে,।
উচিত যা হয়॥
মহামোহ-নাম যথা, ত্রিভুবন কাঁপে তথা,
ছোট-মুখে বড়-কথা. প্রাণে নাহি সয় রে।
প্রাণে নাহি সয়॥
প্রভুর কিঙ্কর আমি, সবার মানসগামী,
আমাদের কুলস্বামী, ত্রিলোক-বিজয় রে।
ত্রিলোক-বিজয়॥
নরাধম কটুভাষে, যাহা তার মুখে আসে,
তাই বলে অনায়াসে, নাহি করে ভয় রে।
নাহি করে ভয়॥
ভ্রমরূপ-সুরাবশে, মত্ত বুঝি সেই রসে,
হায় হায় কি সাহসে, হেন কথা কয় রে।
হেন কথা কয়?॥
মনেতে জেনেছি এটা, ক্ষেপেছে পাগল বেটা,
নহে কেন কহে সেটা, হবার যা নয় রে।
হবার যা নয়॥
বদ্ধ হোয়ে মম-জালে, সকলেই আজ্ঞা পালে,
কোন্ যুগে কোন্ কালে, বিবেকের জয় রে।
বিবেকের জয়॥
মনোহর বাড়ী, ঘর, যুবতীর কলেবর,
অতিশয় শোভাকর, কুঞ্জলতাময় রে,
কুঞ্জলতাময়॥
করি প্রিয়-সহকার, বিকসিত-মল্লিকার,
একবার গন্ধ-ভার, বায়ু যদি বয় রে,
বায়ু যদি বয়।
মোহকর শশধর, সুশীতল যার কর,
পিকবর, মধুকর, বেঁচে যদি রয় রে,
বেঁচে যদি রয়॥
পরিচয় পেয়ে তবে, অরিচয় কোথা রবে,
কেমনে এ ভবে হবে, প্রবোধ উদয় রে,
প্রবোধ উদয়?।
একাতেই রক্ষা নাই, যত বন্ধু যত ভাই,
জড় হোলে এক ঠাঁই, ঘটাই প্রলয় রে,
ঘটাই প্রলয়॥
গীত, বাদ্য, রাগ, স্বর, অস্ত্র, বাণ, বহুতর,
নারীর-নয়ন-শর, একা বোলে নয় রে,
একা বোলে নয়।
মুখে আর কত কব, কিছু নহে অভিনব,
এই ভব, এই সব, ভোগের বিষয় রে,
ভোগের বিষয়॥
ওরে তোর একি ভ্রম? বৃথায় করিস্ শ্রম,
আমাদের পরাক্রম, দেখ্ সমুদয় রে,
দেখ্ সমুদয়।
বিবেক কোথায় বল, কোথায় তাহার বল,
দিব তারে রসাতল, নাহিক সংশয় রে,
নাহিক সংশয়॥
শম, দম, ঢোঁড়াসাপ, খগরাজে দেবে তাপ,
মর্ মর্ মর্ পাপ, দূর্ দুরাশয় রে,
দূর দুরাশয়।
কাণ্ড-বোধেহতবল, গণ্ড গবা ভণ্ড দল,
ছাই ভস্ম মুখে বল, মনে যাহা লয় রে,
মনে যাহা লয়॥
আমার প্রভাব যত, মূঢে তা জানিবে কত,
অজর অমর আমি. অজয় অক্ষয় রে,
অজয় অক্ষয়।
যত দিন এই ভবে, দেহ রবে মন রবে,
তত দিন সুখে হবে, আমার উদয় রে,
আমার উদয়॥

রতি।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল ঠুঙরি।

ওহে,ফুলশরধর স্মরহে,আমায় ধরধর, ধরহে,
দেহে দেহে যুক্ত কর, ধর পয়োধর হে।
আমার, ধর পয়োধর হে॥

ধরি কর গুণাকর, করে বাঁধো কলেবর,
দেহ প্রাণ-প্রিয়বর, অধরে অধর হে।
দেহ, অধরে অধর হে॥ ১

কুলবতী আমি সতী, প্রাণ-পতি তুমি গতি,
রতিরসে রেখে রতি, হরভয়ঃহর হে।
বঁধু, হরভয় হর হে॥

হে হৃদয়েশ জীবনবল্লভ! বিবেকের নাম শ্রবণ মাত্রেই যখন তোমার মনে এতদ্রূপ ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে, তখন আমি বিবেচনা করি, বুঝি সেই বিবেক তোমাদের মহারাজ-মহামোহের প্রবলতর-বিপক্ষ হইবেন।

কামদেব।

হে ভুবনভামিনি-প্রাণেশ্বরি! আমারদিগের উদ্রেক্ মাত্রেই বিবেক কোথায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। তুমি স্ত্রী-জাতি, স্বভাবতই ভয়শীলা, একারণ অকারণ এবম্ভূত ভয়ের কথা উল্লেখ

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া।

এই কুসুমেরি বাণ, আমি যদি করি যোগ।
এখনি করিতে পারি, বিবেক-বিয়োগ॥
এমন কে আছে সতী, রতিরসে নাহি রতি,
পতিব্রতা ছাড়ে পতি, যোগি ছাড়ে যোগ। ১
কোথা বা সামান্য জীব, পরিহরি নিজ শিব,
করে সদা, সদাশিব, বিষয়-বিভোগ॥ ২

বক্তৃতা।

রণরঙ্গিণীচ্ছন্দ।

কেন কর ভয়, প্রিয়ে, কেন কর ভয়?।
ত্রিলোকবিজয়, আমি, ত্রিলোকবিজয়॥
ফুলময় ধনু, শর, মূর্ত্তিমান পঞ্চশর(১)।
সুর, নর, থর থর, কম্পিত-হৃদয়॥
ভয়ে কম্পিত-হৃদয়।
কেন কর ভয়, প্রিয়ে, কেন কর ভয়?॥

নাম ধরি মার, আমি, নাম ধরি মার।
মার মার মার, যত, বিপক্ষেরে মার॥
আমি হই মনোভব, শত্রু সব পরাভব,
একেবারে হতরব, কথা নাই আর।
মুখে কথা নাই আর॥
নাম ধরি মার, আমি, নাম ধরি মার॥

এমন্ সন্ধান, করি, এমন্ সন্ধান।
কে পায় সন্ধান, তার, কে পায় সন্ধান?॥
হরির মোহিনী-বেশ, হেরে হর প্রমথেশ,

(১) পঞ্চশর—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ,

পাগল হইয়া শেষ, হারাইল জ্ঞান।
হর হারাইল জ্ঞান॥
এমন্ সন্ধান, করি, এমন্ সন্ধান॥

পিতামহ কয়, যারে, পিতামহ কয়॥
বিধি মহাশয়, সেই, বিধি মহাশয়॥
চাহিয়া কন্যার পানে, মোহিত মদন-বাণে,
অস্থির হইয়া প্রাণে, ব্যাকুল-হৃদয়।
বিধি ব্যাকুল-হৃদয়॥
পিতামহ কয়, যারে, পিতামহ কয়॥

স্বর্গের উপর, দেখ, স্বর্গের উপর।
দেবের ঈশ্বর, যিনি, দেবের ঈশ্বর॥
গৌতমের ভেক কোরে, অহল্যার ধর্ম্ম হোরে,
সহস্র-লোচন ধোরে, আছে পুরন্দর।
আজো আছে পুরন্দর॥
স্বর্গের উপর, দেখ, স্বর্গের উপর॥

সুধার আধার, যিনি, সুধার আধার।
মনের বিকার, তাঁর, মনের বিকার॥
গোপনেতে তারাপতি, হোয়েছিল তারাপতি
শাঁপ দিলে তারাপতি, কলঙ্ক সঞ্চার।
চাঁদে কলঙ্ক সঞ্চার॥
সুধার আধার, যিনি, সুধার আধার॥

মনে জাগি যার, আমি, মনে জাগি যার।
ধৈর্য্য যায় তার, প্রিয়ে, ধৈর্য্য যায় তার॥
এমন প্রভাব ধরি, ত্রিভুবন মুগ্ধ করি,
সকলের জ্ঞান হরি, থাকেনা বিচার।
কিছু থাকেনা বিচার॥
মনে জাগি যার, আমি, মনে জাগি যার॥

ভেবনা বিষাদ, প্রিয়ে, ভেবনা বিষাদ।
পূর্ণ কর সাধ, ধনি, পূর্ণ কর সাধ॥
প্রেমদে প্রণয়ে তব, প্রমোদে প্রমোদে রব,
প্রেমবলে জয়ী হব, হবেনা প্রমাদ।
কভু হবেনা প্রমাদ॥
ভেবনা বিষাদ, প্রিয়ে, ভেবনা বিষাদ॥

রতি।

পদ্য।

যা বলিলে প্রাণনাথ, সত্য সমুদয়।
মুখে যত বলা যায়, কাজে তত নয়॥
সহায়-সম্পন্ন-শত্রু, সদা ভয়ঙ্কর।
তারে পরাজয় করা, বড়ই দুষ্কর॥
তপ, শৌচ, দয়া, সত্য, অহিংসা প্রভৃতি।
প্রবল সহায়শীল, বিবেক ভূপতি॥
কেমনে করিবে জয়, মনে নাহি লয়।
না জানি কি ঘটে পরে, হতেছে সংশয়॥

মদন।

পদ্য।

শত্রু সব বলবান, অশেষ প্রকারে।
ছিছি, প্রিয়ে, ওকথাটি, কে বলে তোমারে?॥
কিসে তারা, বড় হবে, উপায় কি আছে?।
সব্ দিগে ছোট তারা, আমাদের কাছে॥
যম, নিয়মাদি, যত বিপক্ষের দল।
বিবেকের বটে আট, সহায় প্রবল॥
স্থির হও, বিধুমুখি, কিছু নাই ভয়।
আমার প্রতাপে তারা, কে কোথায় রয়!॥
তৃণবৎ হেরি সেই, শত্রু সমুদয়।
সর্ব্বকালে, সর্ব্বরূপে, আমাদের জয়॥
যদ্যপি ধরেন ক্রোধ, আপন স্বভাব।
অহিংসার, হবে তায়, প্রাণের অভাব

আপন অনল আমি, যদ্যপি দেখাই।
ব্রহ্মচর্য্য আদি সবে, পুড়ে হবে ছাই॥
অচৌর্য্য, অপ্রতিগ্রহ, সত্য আদি আর।
লোভের প্রভাবে সবে, হবে ছারখার॥
আসন(১), নিয়ম২, যম৩, প্রাণায়াম৪, আর।
সমাধি৫, ধারণা৬, ধ্যান৭, আর প্রত্যাহার৮॥
নির্ব্বিকার মনে হয়, যাদের প্রকাশ।
সহজেই হবে প্রিয়ে, তাদের বিনাশ॥
ধ্যান, নিয়মাদি, আর, কোথা সেই যম?।
কেবল কামিনী হয়, সকলেরি যম॥
প্রমদা প্রমোদা যত, প্রমাদকারিণী।
নিরন্তর তারা সবে, আমার অধীনী॥
বিলোকন(২), সম্ভাষণ(৩), বিহার(৪), বিলাস(৫)
প্রেমভাবে আলিঙ্গন(১), আর পরিহাস(২)॥
এ সকলে কাজ নাই, রেখে দেও দূরে।
নারীর স্মরণ মাত্রে, মুণ্ড যাবে ঘুরে॥
যত দিন এই নারী, সহায় আমার।
বিকারবিহীন মন, হোতে পারে কার?॥
আমা বিনা, আর আর, সেনাপতি যত।
তাদের বিক্রম প্রাণ, কব আর কত?॥
মদ(৩), মান১, অহঙ্কার২, দম্ভ৩, আদি বীর।
ইহারাই বিপক্ষেরে, করিবে অস্থির॥
সকলে সমরবেশে, যদি দেয় বার।
শম(৪), দম(৫), বিবেকের(৬), রক্ষা নাই আর।
রাজার প্রধান মন্ত্রী, অধর্ম্ম-সাধন।
তাহার চরণে এসে, লইবে শরণ॥
পেয়ে ভয়, পরাজয়, মানিয়া তখন।
আপনারা, করিবেক, আত্ম-সমর্পণ॥

---

(১) আসন—১। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন আদি নামে প্রসিদ্ধ।
২। নিয়ম, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদ-পাঠ, পরমেশ্বরের আরাধনা ইত্যাদি।
৩। যম, সত্যকথন, চৌর্য্যত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, বৈরাগ্য ইত্যাদি।
৪। প্রাণায়াম, পুরক কুম্ভক, বোধাত্মক, বায়ুনিগ্রহোপায়।
৫। সমাধি পরমাত্মা ও জীবাত্মাতে ঐক্য-ভাবে চিত্তবৃত্তির অবস্থান।
৬। ধারণা অদ্বিতীয় ব্রহ্মেতে মনকে স্থির করিয়া রাখা।
৭। ধ্যান পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যভাবে চিন্তা।
৮। প্রত্যাহার বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করা।
(২) বিলোকন—কটাক্ষে অবলোকন।
(৩) সম্ভাষণ—পরস্পর প্রেমালাপ।
(৪) বিহার—নানাবিধ ক্রীড়া।
(৫) বিলাস—শৃঙ্গার বিষয়ে নানাবিধ চেষ্টা, ওষ্ঠ দংশন, কর্ণকণ্ডুয়ন, স্তন প্রদর্শন ইত্যাদি।

(১) আলিঙ্গন—সম্ভোগ অর্থাৎ পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে সংযোগ।
(২) পরিহাস—ক্রীড়ার অগ্রে তদুপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ।
(৩) মদ—তিন প্রকার, বিদ্যামদ, ধনমদ, কুলমদ, অর্থাৎ বিদ্[illegible], কুল নিমিত্ত মনের মত্ততা।
১। মান, আমা হইতে উৎকৃষ্ট আর কেহ নাই, এইরূপ বুদ্ধি।
২। অহঙ্কার, আমি জ্ঞানী, আমি সুরূপ, আমি কুলীন ইত্যাদি বুদ্ধি।
৩। দম্ভ, কপট।
(৪) শম—মনের নিগ্রহ।
(৫) দম—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।
(৬) বিবেক—জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য এই-রূপ বিবেচনা।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

প্রবল প্রমাদকর, প্রভাব আমার।
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ, মজাব সংসার॥
রতিরস সার-তার, যে পেয়েছে তার তার,
সে কি কভু মানে আর, বিবেক, বিচার। ১
কামিনী কোমল-কান্তি, জগতের করে ভ্রান্তি,
কোথা-রবে ক্ষমা(১),শান্তি(২),প্রবোধ সঞ্চার॥২

রতি।

হে প্রাণবল্লভ! আমি শুনিয়াছি, তোমাদের এবং সেই শম, দম, বিবেকাদির উৎপত্তি স্থান নাকি একই।

কন্দর্প।

হে প্রাণকান্তে! হাঁ। বেদান্তমতানুসারে আমারদিগের বংশোৎপত্তির কথা ব্যক্ত করি, সদয়-মনে শ্রবণ করিয়া বক্তৃতাকে চরিতার্থ কর।

ভঙ্গত্রিপদী।

এই [illegible] মায়িক সংসার।
এ কেবল মনের বিকার।
মায়ায়(৩) মণ্ডিত ভব, মায়ায় মোহিত সব,
যত কিছু মায়ার ব্যাপার॥
অমায়িক পরমাত্মা যিনি।
মায়ার প্রেরক হন তিনি।
প্রবীণা প্রকৃতি(১) মায়া,হোয়ে ঈশ্বরের জায়া,
প্রতিদিন পতিবিরহিণী॥
গোপনেতে দুজনের বাস।
কারো কাছে না হন প্রকাশ॥
এক ঘরে একা একা, পরস্পর নাহি দেখা,
কেহ কারে না করে সম্ভাষ॥
বেদান্তের মতে এই কয়।
মায়াপতি নন মায়াময়॥
যার নামে উপবাস, তার সহ সহবাস,
কখনো কি সম্ভাবনা হয়?॥
জনকসংহিতা-মত-সার।
প্রকৃতির উক্তি এ প্রকার॥
"নির্গুণ আমার পতি, আমি সতী গুণবতী,
পতি সহ নাহি ব্যবহার॥
হায় হায়, কারে বলি আর।
কে জানিবে প্রভাব আমার?।
অরসিক সেই ভর্ত্তা, কেবল নামেতে কর্ত্তা,
ক্রিয়া, কর্ম্ম, কিছু নাই তার॥
নির্গুণের কোন কিছু নয়।
নিজ গুণে করি সমুদয়॥
না লয় আমার নাম, তারে বলে গুণধাম,
পোড়া লোকে তার কর্ম্ম কয়॥
আমাতে পতির নাহি গতি।
সম্ভোগ না করে কভু রতি॥
পতি-সঙ্গ পরিহরি, এসব প্রসব করি,
কার্ সাধ্য, কে বলে অসতী॥"
প্রকৃতিই সর্ব্ব মূলাধার।
প্রকৃতির পদে নমস্কার॥

---

(১) ক্ষমা—অপরাধ সহন।
(২) শান্তি—সর্ব্বত্র সমভাবে স্পৃহানিবৃত্তি।
(৩) মায়া—সত্ত্ব রজ তমো-গুণযুক্ত জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণীশক্তি।

(১) প্রকৃতি—সত্ত্ব রজ তমো গুণের সমতা।

প্রকৃতি প্রধানা সতী, শুন রতি রসবতি,
সবিশেষ বলি সমাচার ॥
আত্মার আরোপ সংঘটন।
আসঙ্গের ভাল প্রকরণ ॥
সেই মায়া-বিশ্বময়ী, মন নামে বিশ্বজয়ী,
করিলেন সন্তান সৃজন ।।
সে মনের মহিমা অপার।
কীর্ত্তি এই অখিল সংসার ।।
নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি, নামা, দুই নারী গুণধামা,
করিলেন দুই পরিবার ॥
প্রবৃত্তির আমরা সন্তান।
মহামোহ সবার প্রধান ॥
বিবেকাদি ভ্রাতা-চয়, নিবৃত্তির পুত্র হয়,
কভু তারা নহে বলবান ।।

রতি

সুরঞ্জিকাচ্ছন্দ।

যদি একের সন্তান, যদি একের সন্তান?।
এক বংশে, এক অংশে, সবাই প্রধান ।।
তবে, সবাই প্রধান। ১
তবে রাগে কোরে ভর, তবে রাগে কোরে ভর।
ভেয়ে ভেয়ে দ্বন্দ্ব কোরে, কেন ভাঙো ঘর? ॥
ছিছি, কেন ভাঙো ঘর? ॥ ২
এ, যে, দুখের ব্যাপার, এ, যে, দুখের ব্যাপার।
ঘরে ঘরে, দ্বেষাদ্বেষে, ভাল হয় কার ॥
কবে, ভাল হয় কার?। ৩
তবে ঐক্য হোয়ে রও, তবে ঐক্য হোয়ে রও।
এপ্রকারে, পরস্পারে, নষ্ট কেন হও? ॥
ছিছি, নষ্ট কেন হও? ॥ ৪

পঞ্চশর।

ত্রিপদী।

(ভ্রাতা আর জ্ঞাতিগণ, লইতে পৈতৃক ধন,
সবে করে সমান যতন)
যেখানে বিষয় আছে, বিবাদ তাহার কাছে,
আগে যেন করেছে গমন ॥
এক বস্তু অভিলাষে, সর্ব্ব-শেষে সর্ব্বনাশে,
সমুদায় ছারেখারে যায়।
কুরু, পাণ্ডু, দুই কুল, একেবারে হত-মূল,
কত রাজা নষ্ট হোলো তায় ।।
সুন্দ, উপসুন্দ বীর, সুরূপসী রমণীর,
রতি-রস ভোগের কারণ।
দুই ভেয়ে অস্ত্র ধরি, পরস্পর যুদ্ধ করি,
উভয়েই তেজিল জীবন ॥
প্রাণ-প্রিয়ে প্রণয়িনি, শুন শুন বিনোদিনি,
বিষয় বিবাদ ছাড়া নয়।
আমাদের মাতা সুয়ো, বিমাতা বাপের দুয়ো,
দুয়োপুত্র, প্রিয় কোথা হয়? ॥
মায়ের আদর যথা, বাপের আদর তথা,
এই কথা সকলেই কয়।
জনকের প্রিয় হই, নিয়ত নিকটে রই,
কাজে কাজে স্নেহ অতিশয় ।।
পিতার অর্জ্জিত ধন, এই দেখ ত্রিভুবন,
আমাদেরি অধিকার সব।
বিবেকাদি পাপ-সূত্র, জনকের ত্যাজ্য-পুত্র,
সম্পদের কি আছে সম্ভব? ।।
দ্বেষপাশে হোয়ে বন্ধি, করিতেছে অভিষন্ধি,
সকলেই হয়েছে গোপন।
কোনরূপ মন্ত্র ধরি, আমাদের নাশ করি,
বধিবেক পিতার জীবন ।।

রতি।

পদ্য।

আহা একি নিদারুণ, ওহে প্রাণনাথ।
শুনিয়া তোমার কথা, কাণে দিই হাত ॥
কি হয়, কি হয়, নাথ, মনে এই ডর।
পাপিদের আচরণে, গায়ে এলো জ্বর ॥
উহু উহু, মরি মরি, কাঁপিছে হৃদয়।
হায় হায় হায়! তারা, এমন্ নিদয় ॥
এমন্ নিষ্ঠুর আর, নাহি ত্রিভুবনে।
পিতৃ-হত্যা, জ্ঞাতি-হত্যা, করিবে কেমনে? ॥
যেমন করেছে আশা, ফল তার পাবে।
ভুগিতে পাপের ভোগ, অধঃপাতে যাবে ॥
জীয়ন্তে নরক-ভোগ, হবে সর্ব্বনাশ।
মুখে হবে কুড়িকুষ্ঠি, বুকে যাবে বাঁশ ॥
বিপক্ষের আশা যদি, এরূপ প্রকার।
বল বল বল বঁধু, উপায় কি তার? ॥

মুখামুখী হইয়া উভয়ের কথোপকথন।

(প্রথম চরণে কামের উক্তি)
(দ্বিতীয় চরণে রতির উক্তি)

পদ্য।

[কা] ইহার নিগূঢ় প্রাণ, বীজ এক আছে।
[র] গোপন করিছ কেন, অধীনীর কাছে? ॥
[কা] নারীজাতি স্বভাবত, ভয়শীলা হয়।
[র] আমিতো তেমন্ নই, কেন কর ভয়? ॥
[কা] প্রকাশ হইলে বীজ, মন্দ পাছে ঘটে।
[র] আমি তবে অবিশ্বাসী, বটে প্রাণ বটে? ॥
[কা] তা নয়, তা নয় ধনি, তা নয়, তা নয়।
[র] তাই বটে, তাই বটে, জেনেছি নিশ্চয় ॥
[কা] দিব্বি-কোরে বলি তবে, গায়ে দিয়ে হাত
[র] আহা মরি, কত রঙ্গ, জান প্রাণনাথ ॥
[কা] সেতো প্রাণ বলিবার, সময় এ নয়।
[র] জানিলাম প্রাণ তুমি, বড়ই নিদয় ॥
[কা] কেন কর প্রাণপ্রিয়ে, এত অভিমান?।
[র] জানা গেল তুমি যত, ভালবাসো প্রাণ ॥
[কা] এতই ব্যাকুল কেন, শুনিতে বচন?।
[র] করিছে আমার প্রাণ, কেমন্ কেমন্ ॥
[কা] এই কথা নিয়ে যেন, নাহি হয় গোল।
[র] আমি বুঝি দেশে দেশে মেরেথাকি ঢোল?
[কা] নারীলোক পেটে কথা, রাখিতে না পারে
[র] যে হয় তেমন্ মেয়ে, মানা কর তারে ॥
[কা] রমণীকে বলা নয়, নীতিশাস্ত্রে কয়।
[র] তবে বুঝি, তুমি তুমি, তুমি আমি, নয়? ॥
[কা] তুমি আমি, আমি তুমি, তাহে কি সংশয়
[র] মুখে বল, তুমি আমি, কাজে তাহা নয় ॥
[কা] সেরূপ কখনো নয়, আমার প্রকৃতি।
[র] তবে কেন ভেদ কর, পুরুষ প্রকৃতি? ॥
[কা] কিছুমাত্র ভেদ নাই, আমার অন্তরে।
[র] তবে কেন ভেদ-কথা, রাখিছ অন্তরে? ॥
[কা] বলি বলি, করি প্রাণ, নাহি ফোটে মুখ।
[র] বল বল, না বলিলে, ফেটে যায় বুক ॥

মীনকেতু।

পয়ার।

এই মাত্র জনরব, আছে সুরূপসি।
আমাদের কুলে এক, জন্মিবে রাক্ষসী ॥
"বিদ্যা(১)" নামে, সে পিচাশী, কুলসংহারিণী
জন্মমাত্রে হবে বড়, প্রমাদকারিণী ॥

---

(১) বিদ্যা—সংসার বিমোচনকারিণী অখণ্ডা-কারাকারিত চিত্তবৃত্তি।

ফলে কিছু ভয় নাই, বিপদ রবেনা।
ডাকিনীর জন্ম কভু, হবেনা হবেনা॥
কেমনে বিপক্ষগণ, হইবে প্রবল?।
হতভাগাদের, সেটা, দুরাশা কেবল॥

রতি।

মোহিনীচ্ছন্দ।

হা-ধিক্, হা-ধিক্, ধিক্, ধিক্ থাক্ তারে হে।
ধিক্ ধিক্ ধিক্, সে, বিবেক, দুরাচারে হে॥
সে রাক্ষসী, জন্ম লবে, কিরূপ প্রকারে হে?।
মেয়ে হোয়ে, কেমনেতে, সমূল সংহারে হে?
ওমা, ওমা, কোথা যাব, কব আর কারে হে?
এমন নিদয় কর্ম্ম, করিতে কি পারে হে?॥
আঙুল মট্‌কিয়া আমি, শাঁপ দিই তারে হে।
গর্ভপাত হোয়ে সেটা, যাক্ ছারেখারে হে॥
যম এসে, ঘাড়-ভেঙে, থাক্ তার মারে হে।
প্রসব করিতে যেন, কখনো না পারে হে॥

উন্মাদিনীচ্ছন্দ।

বুক্ ফেটে, রক্ত উঠে, মরুক্, মরুক্, মরুক।
মুখে, রক্ত উঠে মরুক্॥
এখনিই, ওলাউঠা, ধরুক্, ধরুক্, ধরুক্।
এসে, ওলাউঠা ধরুক্॥
মাগিদের, হাত্ থেকে, খাড়ু, সরুক্, সরুক্।
শাঁকা, খাড়ু, সরুক্, সরুক্॥
আলোচাল্, খেয়ে তারা, ঠেঁটি পরুক্, পরুক্।
তারা, ঠেঁটি পরুক্, পরুক্॥
চিরকাল, দ্বেষজ্বরে, জ্বরুক্, জ্বরুক্, জ্বরুক্।
জ্বরে, জ্বরুক্, জ্বরুক্, জ্বরুক্॥
হাড়ে মাটি, ঘাড়ে দুব্বো, ভিটে ঘুঘু চরুক্।
ভিটে ঘুঘু চরুক্ চরুক্॥

কাম।

পয়ার।

প্রজাপতি বলেছেন, এরূপ বচন।
অনর্থের মূল সেই, বিবেক রাজন॥
উপনিষদের(১) সহ, করিবে বিহার।
জন্মিবে তাহার গর্ভে, কুমারী, কুমার॥
কুলের নাশক তারা, শুনহ প্রেয়সি।
ভাই, বুন, দুটো হবে, রাক্ষস, রাক্ষসী॥
প্রবোধ নামেতে ছেলে, বিদ্যা নামে মেয়ে।
ফেলিবে দুজন তারা, দুই কুল খেয়ে॥
প্রবৃত্তির, নিবৃত্তির, না রাখিবে প্রাণ।
ভক্ষণ করিবে ধোরে, দুয়ের সন্তান॥
পিশাচ, পিশাচী, দুটো সকলি খাইবে।
আপনার পিতৃকুলে, কারে না রাখিবে॥
না রহিবে, পিণ্ড দিতে, বংশে কোন জন।
আমাদের শোকে শেষ, মরিবেন মন॥

রতি।

গীত।

রাগিণী সুহিনী। তাল কাওয়ালি।

মরি মরি, ওহে বঁধু, রাখো রাখো প্রাণ হে
অভেদে আপন দেহে, দেহ দেহ স্থান হে॥
কলেবর জরজর, ভয়ে কাঁপে থর থর,
ওহে স্মর, ধর ধর, কর কর ত্রাণ হে।১
বিষাদে মনের দুখে, অনল জ্বলিছে বুকে,
কথা নাহি স্বরে মুখে, গেল গেল প্রাণ হে॥২

(আলিঙ্গন দানে অমনি মূর্চ্ছা।)

---

(১) ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বেদভাগ।

মীনকেতু।

ক্রোড়ে করিয়া গাঢরূপে মুখচুম্বন করিতে করিতে চেতন প্রদান।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল রূপক।

ভেবনা ভেবনা প্রিয়ে, ভেবনাকো আর।
কখনো কি হোতে পারে, প্রবোধ প্রচার?॥
আমাদের সিদ্ধ-বিদ্যা, বিদ্যমানে এ অবিদ্যা(১)
প্রকাশ করিবে বিদ্যা, হেন বিদ্যা কার? ১
কেবা আছে মম সম, কোথা সেই দম শম,
কোথা সে নিয়ম, যম, যম আমি যার॥ ২
প্রাণধন তুমি ধনি, তুমি-ধনে আমি ধনি,
আমি ফণি তুমি মণি, ভূষণ আমার॥ ৩

রতি।

হে নাথ! আমায় ধর, আমায় ধর। আমার প্রাণ কেমন্ কেমন্ করিতেছে। আমার মনের(২) ভিতর আর মন নাই, বুকের ভিতরটা ধুক্ পুক্ করিতেছে। সেই বিপক্ষ শম-দম প্রভৃতির কি কাণ্ডজ্ঞান মাত্রই নাই! আপনারদিগের হিতাহিত কি কিছুই বিবেচনা করে না? কি পাপ! কি পাপ! কি ভয়ানক! এত হিংসা! এত দ্বেষ! এত রাগ? আমারদিগের অনিষ্টের নিমিত্ত আপনারা জীবনান্ত-যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়াছে? হে প্রভো! ইহার কারণ কি? আমায় ধর, আমায় ধর।

মন্মথ।

পঞ্চালচ্ছন্দ।

কি কহিব আর, প্রিয়ে, কি কহিব আর?।
হীন দুরাচার, তারা, হীন দুরাচার॥
যদ্যপি না নীচ হবে, নিজ নিজ নাশ সবে,
বল ধনি কেন তবে, করিবে স্বীকার?।
স্বভাবে অভাব, সদা, স্বভাবে অভাব।
খলের স্বভাব, এই, খলের স্বভাব॥
কিছুতেই নহে প্রীত, নাহি বুঝে হিতাহিত,
হিতে করি বিপরীত, প্রকাশে প্রভাব॥
ধূমের ব্যাপার, দেখ, ধূমের ব্যাপার।
মলিন আকার, ধরি, মলিন আকার॥
ঘন হোয়ে বৃষ্টি করে, জনকের প্রাণ হরে,
আপনারে পরে করে, আপনি সংহার॥
বিষয়ে বিরাগ, সদা, বিষয়ে বিরাগ।
ভোগে পাপ-ভাগ, দুরখ ভোগে পাপ-ভাগ॥
সহায় সম্পদ-হীন, চিরদিন অতি দীন,
নাহি হয় এক দিন, সুখে অনুরাগ॥

[এই কথা শ্রবণ মাত্রেই নেপথ্য হইতে বিবেক প্রকোপবচনে]

অরে-ও মূঢ়-অধর্ম্মচূড়-পাপারূঢ়! গূঢ় মর্ম্ম না জানিয়া কেবল রূঢ় কথা কহিতেছিস্। অরে-ও ব্যলীক, এই অলীক ঐন্দ্রজালিক বিষয়াসবে আ-সক্ত হইয়া কেবল সকলকে ছলিতে-

(১) অবিদ্যা—মুলাজ্ঞান অর্থাৎ যাহা হইতে জীবের সংসার হয়, তমোরজ প্রধানা শক্তি বিশেষ।
(২) মন—হৃদয়।

ছিস্। হাঁরে—কদাচারি অবিচারি অনর্থকারি ঘোর-বিকারি। আমরা পাপকারি? পাপাচারি? ও দুরাত্মা, হিত কথা শোন্, পূর্ব্বতন সনাতন শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতদিগের এই উক্তি।"গুরু যদি কার্য্যাকার্য্য ন্যায্যান্যায্য বিবেচনাবিহীন হন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে" আমারদিগের পিতা "মন(১)" অতি মত্ত, তত্ত্বজ্ঞান-শূন্য, অহঙ্কারের অধীন হইয়া জগতের পতি আত্মাকে বদ্ধ করিয়াছেন, তোদের জ্যেষ্ঠ দুরাত্মা মহামোহ সেই বন্ধনকে পুনঃ পুনঃ দৃঢ় করিতেছে, আমরা তাহা ছেদন করিয়া তোদের সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করিব।

কামদেব।

চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া।

হে কান্তে!

পয়ার।

চেয়ে দেখ, চাঁদমুখি, বিনোদিনি রতি।
আমাদের দাদা ওই, বিবেক ভূপতি॥
বামভাগে দেখ ওই, মলিনা যুবতী।
দাদার গৃহিণী উনি, বড়বউ মতি॥
উভয়ের এক দশা, অতিশয় ক্ষীণ।
যেন অতি দীন হীন, এমনি মলিন॥
তুষারে তুষারকর, কান্ত যে প্রকার।
নিজকান্তা কান্তি সহ, করেন বিহার॥
সেইরূপ শোভাহীন, বিপক্ষ দম্পতি।
ধন, মান,হারা হোয়ে, ফিরেছে সম্প্রতি॥
এ প্রকার কদাকার, চেনা ভার দেখে।
ভুগিছে পাপের ভোগ, শিখিলনা ঠেকে॥
সব কর্ম্ম দেখে শেখে, বুদ্ধিমান যেই।
ঠেকে শেকে সেই জন, বুদ্ধি যার নেই॥
ঠেকে, দেখে কিছুতেই, নাহি শেখে যেই।
নিতান্ত জানিবে ধনি, হতভাগা সেই॥
যাহোক্ তাহোক্ প্রিয়ে, কহিলাম সার।
এখানেতে থাকা নয়, থাকা নয় আর॥
মোহিত হয়েছে মন, মহামোহ মোহে।
দুই অঙ্গে এক হোয়ে, যাই চল দোঁহে॥

(অনন্তর কাম এবং রতি রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।)

বিবেক এবং মতির রঙ্গভূমি আগমন।

বিবেক(১)।

পরমেশ্বরের প্রতি গীত।

কি হবে,কি হবে,ভবে, কি হবে আমার হে।
কত দিনে পাব আমি, প্রবোধ-কুমার হে?॥

ধুয়া।

এসে এই মায়াপুরে, অন্ধকারে মরি ঘুরে,
এখনো গেলনা দুরে, ত্রিতাপ-আঁধার হে।
বৃথা-সুখ পরিহরি, গদগদ-ভাব ধরি,
রসনায় হরি হরি, কবে কবে আর হে?॥

(১) বিবেক—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য এইরূপ বিবেচনা।

গুণাতীত গুণধাম, তুমি নাথ দাতারাম,
দীন দয়াময় নাম, শুনেছি তোমার হে।
জ্ঞানারুণ অনুদিত, হৃদিপদ্ম অমুদিত
ভ্রান্তিমেঘে আচ্ছাদিত, নিখিল সংসার হে॥
মনের বিষম রোগ, না হয় যোগের যোগ,
কেবল করিছে ভোগ, বিষয়-বিকার হে।
বিফলে বিগত কাল, নিকট হতেছে কাল,
না হইল ক্ষণকাল, সুখের সঞ্চার হে॥
মায়ামদে হোয়ে প্রীত, ঘটাতেছে বিপরীত,
কেহ আর হিতাহিত, করেনা বিচার হে॥
যেজন যে ভাবে ভাবে, স্বভাব না পায় ভাবে,
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবনা অপার হে॥
স্বরূপ স্বভাব-মতে, ভ্রমিলে ভাবনা-পথে,
দেখা যায় এ জগতে, সকলি অসার হে।
ভূতময় যত হয়, কিছু তার সার নয়,
সদানন্দ শিবময়, তুমি মাত্র সার হে॥
কেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মানস-মন্দিরে মম, করহ বিহার হে।
সবে ভাবে অপরূপ, বিরূপ কি রূপ রূপ,
স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে॥
মনোময় রূপ দেখে, অন্তরে রাখিব লেখে,
নিরন্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে।
সকলে তোমায় কয়, নিরাকার নিরাময়,
আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে॥
কতরূপ কত রূপ, দেখিতেছি যত রূপ,
তাবতেই তব রূপ, রয়েছে প্রচার হে।
দেখে এই ভবরূপ, না দেখে যে তব রূপ,
হায় একি অপরূপ, বৃথা জন্ম তার হে॥
অচল সচল চয়, রূপ-শোভা যত হয়,
সকলেরি দয়াময়, তুমি মূলাধার হে।
তোমার বিভাস তায়, যদি না প্রকাশ পায়,
একে একে সমুদায়, হয় অন্ধকার হে॥

কেমন মনের ভুল, জীব সব বোঝে স্থূল,
ভবমূল তব মূল, বোধ আছে কার হে?।
না চিনিয়া আপনায়, তোমায় চিনিতে চায়,
সাঁতারে কি হওয়া যায়, পারাবার পার হে?॥
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ভার ধরিলাম,
কিছুই না করিলাম, নিজ উপকার হে।
ভয়ানক পরক্রোধ, অনুরোধ উপরোধ,
তাহে জনমের শোধ, হইল এবার হে॥
আমি দ্বিজ, আমি মুচি, আমি পাপী, আমি শুচি,
এ অরুচি, এই রুচি, দেশ-ব্যবহার হে।
মতে মতে দিয়া মত, সময় হইল গত,
এখন রাখিব কত, আর দেশাচার হে?॥
কেবা বিপ্র, কেবা মুচি, কে অশুচি-কেবা শুচি,
দেখিতেছি মিছামিছি, এ সব ব্যাপার হে।
বৃথা করি পরিশ্রম, তোমার কৃপার ক্রম,
বিনা এই ঘোর ভ্রম, হবেনা সংহার হে॥
অবিদ্যার ঘোর জোর, রজনী না হয় ভোর,
কেবল করিছে শোর, চোর অহঙ্কার হে।
যত দিন শত্রু সবে, প্রবল হইয়া রবে,
তত দিন এই ভবে, না দেখি নিস্তার হে॥
বপুবাসে রিপু-দল, প্রকাশ করিছে বল,
ক্রমে সেই দল বল, হতেছে বিস্তার হে।
থাকিতে সহজ সোঝা, না হইল সার বোঝা,
ক্রমেই ভ্রমের বোঝা, হইতেছে ভার হে॥
এ ভার বিষম ভারি, আমি নিজে নই ভারি,
এ নহে তোমার ভারি, হর এই ভার হে।
ভারি হোয়ে ভার ধর, ভারি ভার হর হর,
কৃপাকর কর কর, আশার সুসার হে॥
দয়া কর দয়ারাশি, অবিদ্যার বল নাশি,
করুক বৈরাগ্য আসি, দেহ অধিকার হে।
এরূপ হইলে তবে, আর কি হে ভয় রবে,
শম, দম, সবে হবে, অনুচর তার হে॥

প্রবোধের অবয়ব, হেরে হোয়ে পরাভব,
ছেড়ে যাবে শত্রু সব, মনের আগার হে।
রাগ, দ্বেষ, নাহি রবে, আমার মানস তবে,
সহজে পবিত্র হবে, হবে পরিষ্কার হে॥
হইলে সত্যের জয়, সমুদয় শিবময়,
বিপক্ষের যত ভয়, হবে ছারখার হে।
আমায় দেখিয়া দীন, এমন সুদিন দিন,
তবে জানি ভক্তাধীন, করুণা অপার হে॥
গত যত হয় ভাবি, ততই ভাবেতে ভাবি,
তোমার ভাবের ভাবি, হব কবে আর হে?।
গুপ্ত কথা নাহি কোয়ে,হাসিতেছ গুপ্ত রোয়ে,
আমি কেন গুপ্ত হোয়ে, ভুগি কারাগার হে?॥
তুমি নাথ আত্মারাম, গুনাতীত গুণধাম,
সাধে কি তোমার নাম, করিয়াছি সার হে।
কি করিব নাম নিয়া, তুষিলেনা ধাম দিয়া,
নামে ধামে এক করা, বিহিত বিচার হে।
বিবেচনা সুখালয়, ক্রিয়া সব শুভময়,
সকলেই যেন কয়, ঈশ্বর তোমার হে॥

গীত।

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল ধামাল।

কি কর অবোধ মন, লহ সুবিধান।
আত্মানদী, জ্ঞাননীরে, সুখে কর স্নান॥
কি কহিব শোভা তার, করুণা-তরঙ্গ-হার,
শীলতা হোয়েছে যার, সুচারু সোপান॥

অন্তরা।

বিষয় সলিলে মন, কেন কর নিমজ্জন,
ইথে-পাপ-হুতাশন, বাড়ব সমান।
স্পর্শমাত্রে জ্ঞান-জল, হবে তুমি সুশীতল,
যাবে তৃষ্ণা, ক্ষুধানল, পাবে পরিত্রাণ॥ ১

সভ্যগণের প্রতি।

হে মনুষ্য সকল! উপদেশ ধর, কুসঙ্গ পরিহার কর, সাধুসঙ্গে পরম-সুখে কাল হর, সত্যের কাননে চর, বৈরাগ্যের বস্ত্র পর, পরমেশ্বরকে স্মর, মানব-জন্ম সফল কর। আর কেন ভ্রান্ত হও? ভ্রান্ত হও? শান্ত হও, শান্ত হও। বিষয়ালাপে ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। সত্যের অধীন হও, অধীন হও। সত্যের শরণ লও, শরণ লও। সত্যের ভার মাথায় বও, মাথায় বও। সদা সত্য কথা কও, সত্য কথা কও। সত্যসাগরে ডুবে রও, ডুবে রও। সদা সত্য কথা বল, সদা সত্য-পথে চল, মিথ্যা কথা কেন বল? মিথ্যা-পথে কেন চল? মিথ্যা-মতে কেন ঢল? মিথ্যা-রসে কেন গল? মিথ্যা-ছলে কেন ছল? মিথ্যা-মদে কেন টল?।

সুধাতরঙ্গিণীচ্ছন্দ।

কিছু, ভাবনা মনে মনে, দেখনা ক্ষণে ক্ষণে,
দিন দিন, হোতেছে দিনান্ত।
গত, হোতেছে যত দিন, হোতেছ তত দীন,
দিন পেয়ে, ধরিবে কৃতান্ত॥
গিছে, প্রবৃত্তি পরিহর, নিবৃত্তি-কর ধর,
প্রেমরসে, স্থির কর স্বান্ত।
কেন, অনিত্য ভব-ঘুরে, হোতেছ ভবঘুরে,
ভবঘোরে, কেন হও ভ্রান্ত?॥
হোয়ে, প্রমত্ত ভ্রমমদে, ভ্রমিয়া পদে পদে,
চারিদিকে দেখিতেছ ধ্বান্ত।

দেহ, পতন নাহি হবে, রতন সম রবে,
মনে বুঝি, জেনেছ নিতান্ত॥
এই, প্রবল রিপু-দল, সবল হোয়ে দল,
বল করি, নিজে হও শান্ত।
মিছে, আলস্য পরিহর, পবিত্র-ভাব ধর,
ভাবভরে, ভাব ভবকান্ত॥

মতি(১)।

পরমেশ্বরের প্রতি।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

কেহ নাহি আর, ভবে কেহ নাহি আর।
সর্ব্বগত তুমি বিভু, তুমি সর্ব্ব সার॥
কোথা হে করুণাকর, কাতরে করুণা কর,
কৃপাময় নাম ধর, করুণা-অপার॥
দুখানলে সদা জ্বলি, কার বলে হব বলী,
তোমা বিনা কারে বলি, কে আছে আমার॥
ভবক্ষুধা করে কৃশ, করহে পরম-ঈশ,
বিষয়-বাসনা-বিষ, বারিনিধি পার।
হরহর তাপ হর, জগতের পাপ হর,
তবে বুঝি মহেশ্বর, মহিমা অপার॥ ২
কেমনেতে স্থির থাকি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
যে দিগে ফিরাই আঁখি, দেখি অন্ধকার।
হৃদয়-আকাশে আসি, রবি ছবি ভাস ভাসি,
অজ্ঞান-তিমির রাশি, করহ সংহার॥ ৩
এই দেখি এই সব, পরে এই সব শব,
বুঝিতে না পারি তব, এ ভব ব্যাপার।
ভ্রম যেন নাহি হয়, মোহ যেন নাহি রয়,
দূর কর সমুদয়, মায়ার-বিকার॥ ৪
নিজ দেহ দেখে স্থূল, মনের হইল ভুল,
নাহি ভাবে সর্ব্বমূল, তুমি মূলাধার।
আত্মভাব রেখে দূরে, না গিয়ে সন্তোষপুরে,
কামনাকাননে ঘুরে, করে হাহাকার॥ ৫
প্রকাশিয়া নিজ স্নেহ, অধিকার করি দেহ,
মনেরে প্রবোধ দেহ, এসে একবার।
পেলে তব শ্রীচরণ, মোহিত হইবে মন,
আশারোগ নিবারণ, তবে হবে তার॥ ৬
মনেতে বিরাজ কর, মনের মালিন্য হর,
এই মন কলেবর, বিভব তোমার।
স্বরূপ স্বভাব ধরি, দরশন দেহ হরি,
জনম সফল করি, হেরে সে আকার॥ ৭
তব রূপ ধ্যানে ধরি, জ্ঞানেতে তোমায় স্মরি,
আর যেন নাহি করি, আমার আমার,
অসার সংসার এই, সার ইথে কিছু নেই,
মন যেন ভাবে এই, তুমি মাত্র সার॥ ৮

সভ্যগণের প্রতি।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

এই আছে, এই নাই, এইতো শরীর।
তবে কিসে এ জীবনে, জানিয়াছ স্থির?॥
দেহেতে লাবণ্য শোভা, ক্ষণমাত্র মনোলোভা,
যেমন কমলদলে, টলটল নীর॥ ১
জলে দেখ বিম্ব যত, দেহে প্রাণ সেই মত,
আকাশে প্রকাশে প্রভা, যেমন অচির॥ ২

---

(১) মতি—শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্তা বুদ্ধি। যাহার এরূপ বুদ্ধি তাহার মনে বিবেকের উদয় সহজেই হয়। একারণ বিবেক ও মতি পরস্পর স্ত্রী-পুরুষ-ভাব, সুতরাং একের অভাবে একের অবস্থান হইতে পারেনা। বিবেক থাকিলেই মতি থাকিবে, মতি থাকিলেই বিবেক থাকিবে।

অনিত্য বিষয়াসবে, মত্ত হও কেন সবে,
সত্য-সুধা পান কর, হোয়ে অতি ধীর ॥ ৩

বিবেক।

বক্তৃতা।

দুরাচার কন্দর্পের কি দর্প ! সর্প রূপে ফোঁস ফাঁস পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, এই সর্প কিসের মূল ? বিষের মূল, মহান্ধ মহামোহ জানেনা, যে, আমি ঈশের মূল টা-নিয়া তাহার প্রেরিত কুটিল ক্রুর কন্দর্প সর্পের সকল দর্প এখনিই চূর্ণ করিব।

মালতীলতাচ্ছন্দ।

প্রিয়ে, শুন্‌লে, তো, শুন্‌লে, তো
শুন্‌লে।

হ্যাদে বটু, পাপে পটু, কত কটু, বল্‌ছে।
কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে ॥
অনাচারে, একেবারে, অহঙ্কারে, জ্বল্‌ছে।
ঐ জ্বল্‌ছে, ঐ জ্বল্‌ছে, ঐ জ্বল্‌ছে ॥
অনুভাবে, বুঝি ভাবে, নিজভাবে, ঢল্‌ছে।
ঐ ঢল্‌ছে, ঐ ঢল্‌ছে, ঐ ঢল্‌ছে ॥
খেয়ে মদ, গদগদ, দুটি পদ, টল্‌ছে।
ঐ টলছে, ঐ টল্‌ছে, ঐ টল্‌ছে ॥
মিথ্যা-রথে, মিথ্যা-পথে, মিথ্যা-মতে চল্‌ছে।
ঐ চল্‌ছে, ঐ চল্‌ছে, ঐ চল্‌ছে ॥
স্নেহ-ধন্ধে, দেহ-বন্ধে, চিদানন্দে, ছল্‌ছে।
ঐ ছলছে, ঐ ছল্‌ছে, ঐ ছল্‌ছে ॥
জায়া-বশে, এনে দশে, মায়ারসে, গল্‌ছে।
ঐ গল্‌ছে, ঐ গল্‌ছে, ঐ গল্‌ছে ॥
জানেনা, যে, সত্যতরু, গোপনেতে, ফল্‌ছে।
ঐ ফল্‌ছে, ঐ ফল্‌ছে, ঐ ফল্‌ছে ॥

প্রিয়ে, দেখ্‌লে, তো, দেখ্‌লে, তো,
দেখ্‌লে।

হ্যাদে বটু(১), পাপে পটু, কত কটু, বল্‌ছে।
কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে ॥

প্রিয়ে, শুন্‌লে, তো, শুন্‌লে, তো,
শুন্‌লে।

মতি।

হে নাথ ! কন্দর্পের দর্প। ও কি-সের দর্প ? ও কীশের দর্প, ছি ছি, ও কথায় কর্ণপাত করা উচিত হয় না।

বক্তৃতা।

চপলামালাচ্ছন্দ।

সখাহে, পাপি বটু, কথা কটু, বলেতো,
বলুক্, বলুক্, বলুক্, যত, বল্‌তে পারে।
বল্‌তে পারে।
যাবেহে, ছারেখারে, অহঙ্কারে, জ্বলেতো,
জ্বলুক্, জ্বলুক্, জ্বলুক্, যত, জ্বল্‌তে পারে।
জ্বল্‌তে পারে ॥
স্বভাবে, তত্ত্ব-ভুলে, মত্ত হোয়ে, ঢলেতো,
ঢলুক্ ঢলুক্, ঢলুক্, যত, ঢল্‌তে পারে।
ঢল্‌তে পারে।

---

(১) বটু।—বিপ্রনন্দন। ব্রহ্মচারী এবং বা-লক, এই স্থলে বালক শব্দ হইবে।

সখাহে, অভিমানে, সুরাপানে, টলেতো,
টলুক্, টলুক্, টলুক্, যত, টল্‌তে পারে।
টল্‌তে পারে॥
পাতকী, ইচ্ছামতে, ভ্রান্তিপথে, চলেতো,
চলুক্, চলুক্, চলুক্, যত, চল্‌তে পারে।
চল্‌তে পারে।
এসে এ, ধরাতলে, মিছে ছলে, ছলেতো,
ছলুক্, ছলুক্ ছলুক্, যত, ছল্‌তে পারে।
ছল্‌তে পারে॥
নাগিনী, রতিবশে, মোহরসে, গলেতো,
গলুক্, গলুক্, গলুক্, যত, গল্‌তে পারে।
গল্‌তে পারে।
পাবেহে, প্রতিফল, কর্ম্মফল, ফলেতো,
ফলুক্, ফলুক, ফলুক্, যত, ফল্‌তে পারে।
ফলতে পারে॥

বিবেক।

হে প্রেমময়, প্রাণাধিকে! কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! এমন আশ্চর্য্য কথাও কি কোথা কেউ শুনিয়াছে? দাম্ভিক দুরাত্মাদিগের কি ভয়ঙ্কর ভাবের ভঙ্গি? কি আস্পর্দ্ধা? কি বিপরীত উক্তি? আহা! দুরাচার অহঙ্কারাদি আপনারাই পাশ-রূপি হইয়া নির্ব্বিকার—নির্ব্বিহার—নিরাধার—নিরাকার—নিত্য-নিরঞ্জন--নিখিলরঞ্জন—নিরাময় বিশুদ্ধ—বিশ্বপতি—চিদানন্দময়—-পরম--পরাৎপর —পরমাত্মাকে দৃঢ়-বন্ধন করত আপনারদিগের অধীন করিয়া দিন দিন দীনদশায় মলিন করিতেছে, ইহাতেও ঐ দুর্জ্জনেরা আপনাদিগ্যে পুণ্যাত্মা বলিয়া শ্লাঘা করে? আমরা সেই গুণ ছেদন করিয়া নির্গুণকে নির্গুণ করণে উদ্যত হওয়াতেই পাপাত্মা হইলাম? কি চমৎকার! কি চমৎকার! নারায়ণ, নারায়ণ, হরিবোল হরি। হরে রাম, হরে রাম। হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর! হা ধর্ম্ম! হা ধর্ম্ম! গুরুহে নিস্তার কর! নিস্তার কর। হে প্রিয়ে! যদি ইহার উচিত প্রতীকার করিতে পারি, তবেই কর্ম্ম, তবেই ধর্ম্ম, তবেই জন্ম সফল হইবে।

মতি।

হে কুলেশ্বর সুশান্ত! জীবনকান্ত! শান্ত হও, কটুভাষি কুকর্ম্মান্বিত, কদাশয় কুটিল কদম্বের কটুকথায় কি হয়? দাম্ভিকদিগের দম্ভই বল, মিথ্যাবাদির মিথ্যাই বল, এবং ধূর্ত্ত, শঠ, বাচালবর্গের বাক্‌জাল ভিন্ন অন্য বল আর কিছুই নাই।

পয়ার।

জ্ঞানহীন মূঢ় যেই, মৌন বল তার।
তস্করের বল শুধু, মিথ্যা-ব্যবহার॥
ভূপতি তাহার বল, অবল যে জন।

বালকের বল হয়, কেবল রোদন ॥
ভিক্ষুকের ভিক্ষা বল, প্রাণের সম্বল।
অস্ত্র আর যুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়ের বল ॥
ব্যাপার তাহার বল, বৈশ্য যেই জন।
শূদ্রের কেবল বল, ব্রাহ্মণ-সেবন ॥
হিংসা বিনা হিংসকের, অন্য নাই বল।
নিন্দকের বল শুধু, নিন্দা আর ছল ॥
মীন, শস্য, সমুদ্রের, বল হয় জল।
তরুদের বল শুধু, ফুল আর ফল ॥
শশী আর তপনের, বল হয় কর।
দেবতার বল শুধু, শাঁপ আর বর ॥
গৃহস্থের ধর্ম্ম-বল, স্তাবকের স্তব।
শুচির অঋণ বল, ধনির বিভব ॥
যিনি হন ব্রহ্মচারী, ব্রহ্ম-বল তাঁর।
যতিদের বল হয়, সদা সদাচার ॥
তারা ধরে পুণ্যবল, পুণ্যশীল যত।
পাপ হয় বল তার, পাপে যেই রত ॥
সুশীলতা বল তার, গুণি যেই জন।
খলের কুটিল কথা, এখন তখন ॥
সত্য-বল, বল তার, সৎ যেই হয়।
অসত্যই তার বল, সৎ যেই নয় ॥
সুকর্ম্মশালির বল, ধীরতা-সাহস।
মানির কেবল বল, মান আর যশ ॥
সন্ন্যাসির ন্যাস বল, যোগিদের যোগ।
ভৃত্যের ভপাল-সেবা, ভোগিদের ভোগ ॥
সতী-বল পতিসেবা, প্রজা-বল ভূপ।
শিষ্য-বল গুরুসেবা, ভেক-বল কূপ ॥
বিবেক তাহার বল, শান্ত সেই জন।
সঞ্চয় তাহার বল, অল্প যার ধন ॥
শক্তি বল শাক্তের, শৈবের শিব-নাম।
বৈষ্ণবের বল হরি, রামাতের রাম ॥
শান্তিবল বিপ্রের, ব্রাহ্মের উপাসনা।
সাধকের বল হয়, কেবল সাধনা ॥
ভক্তি বল ভক্তের, অন্যথা নাই তায়।
ভক্তাধীন, ভগবান, ভক্তের সহায় ॥
রাজার প্রতাপ বল, বলের প্রধান।
যাহার অভাবে যায়, রাজ্য আর মান ॥
সেই রাজা, শান্তিবলে, বলী যদি হয়।
তার চেয়ে কোন বল, বলবান নয় ॥
বল বল, বণিকের, বাণিজ্যই বল।
বিদ্যাবলে বল ধরে, পণ্ডিত সকল ॥
কেশ আর বেশ হয়, বেশ্যাদের বল।
বঞ্চনা তাদের বল, যারা হয় খল ॥
যুবতী নারীর বল, যৌবন রতন।
বাচালের বল শুধু, মুখের বচন ॥
দাম্ভিকের দম্ভ বিনা, বল কিবা আছে।
বাকজাল, বিনা শঠ, কেমনেতে বাঁচে? ॥

বিবেক এবং মতির কথোপকথন।

[এক চরণে প্রশ্ন, এক চরণে উত্তর]

প্রশ্নকারিণী মতি। উত্তরদাতা বিবেক।

পয়ার।

ম] বল নাথ, এ জগতে, ধার্ম্মিক কে হয়?।
বি] সর্ব্ব-জীবে দয়া যার, ধার্ম্মিক সে হয় ॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, সুখী বলি কারে?।
বি] মনরোগে রোগী নয়, সুখী বলি তারে ॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, প্রেমী বলি কারে?।
বি] সভাবে সদ্ভাব যার, প্রেমী বলি তারে ॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, বিজ্ঞ বলি কারে?।
বি] হিতাহিত বোধ যার, বিজ্ঞ বলি তারে ॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, ধীর বলি কারে?।
বি] বিপদে যে স্থির থাকে, ধীর বলি তারে ॥

ম] বল নাথ, এ জগতে, মূর্খ বলি কারে।
বি] নিজ-কার্য্য নষ্ট করে, মূর্খ বলি তারে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, খল বলি কারে?।
বি] পরের যে মন্দ করে, খল বলি তারে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, সাধু বলি কারে।
বি] পরের যে ভাল করে, সাধু বলি তারে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, বীর বলি কারে?।
বি] জিতেন্দ্রিয় যেই জন, বীর বলি তারে।
ম] বল নাথ, এ জগতে, বদ্ধ বলি কারে?
বি] আশার অধীন যেই, বদ্ধ বলি তারে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, মুক্ত বলি কারে?
বি] মায়ায় যে, মুগ্ধ নয়, মুক্ত বলি তারে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, সার বলি কারে?
বি] ঈশ্বরের ভক্ত যেই, সার বলি তারে॥

বিবেক।

ললিত চৌপদীছন্দ।

জাননা কি হবে শেষ, হিত বাক্যে কর দ্বেষ,
নাহি লহ উপদেশ, একি ঘোর দায়রে।
কার ভাবে ভাব বঞ্চ, পঞ্চ ধীন হোলে পঞ্চ,
তখন এ সব প্রপঞ্চ, রহিবে কোথায় রে॥
প্রপঞ্চ ভূতের রাজ্য, কর তায় যত কার্য্য,
কিছু তার নহে ধার্য্য, সকলি বৃথায় রে।
তুমি ক্ষীণ, বোধহীন, স্বভাবেতে সদা দীন,
বিফলে সুখের দিন, যায় যায় যায় রে॥
না করিলে নিজ কর্ম্ম, সম বোধ ধর্ম্মাধর্ম্ম,
না বুঝিলে সার মর্ম্ম, হায় হায় হায় রে।
কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর,
যত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় রে॥
আত্মার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্ম কই কায় রে।
ইন্দ্রিয় যাহার বশ, ছোটে যশ দিগ্ দশ,
পরম পীযূষ রস, সুখে সেই খায় রে॥
নিজ নাভি পদ্ম গন্ধে, মৃগকুল ঘোর দ্বন্দ্বে,
যেমন মনের ধন্দে, নানা দিগে ধায় রে।
সেইরূপ অমুদ্দেশ, করে রত্ন তাহে দ্বেষ,
ভ্রমিতেছ দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে॥
কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন ভ্রম,
করিছ যে পরিক্রম, ফল নাহি তায় রে।
আর কেন কর হেলা, ভাঙিল দেহের খেলা,
অতএব এই বেলা, ভাবহ উপায় রে॥
সংসার বিস্তার হাট, দেখিতে সুন্দর ঠাট,
নাটুয়ার ঘোর নাট, সদাই নাচায় রে।
ঠাট নাট বুঝে যারা, নেচে নাহি হয় সারা,
পুতুল নাচায় তারা, পুতুল না চায় রে॥
এ ব্রহ্মাণ্ড যার ভাণ্ড, কে বুঝে তাহার কাণ্ড,
হাটেতে ভাঙ্গিয়া ভাণ্ড, কি খেলা খেলায় রে।
করিয়া কামনা কল্প, কাঁদিলে লোভের গল্প,
সেই গল্প নহে অল্প, নাহি তার সায় রে॥
বার বার ফিরে আসা, আসায় বাড়ায় আশা,
বাঁধিলে ভোগের বাসা, কর্ম্মভোগ তায় রে।
বিষ ভেবে মকরন্দ, বিষয়ে করিছ দ্বন্দ্ব,
দীপধারী নিজে অন্ধ, দেখিতে না পায় রে।
না জানিয়া আপনারে, আপন ভাবিছ কারে,
জাননা যে এসংসারে, শত্রু পায় পায় রে।
অতি খল, অবিমল, মহাবল, রিপুদল,
দেবে শেষ রসাতল, ছল যদি পায় রে॥
কার বলে তুমি চল, কার বলে তুমি বল,
বিশ্বাস কি আছে বল, মেঘের ছায়ায় রে।
না রহিলে নিজ পদে, ঢুলিলে অজ্ঞান মদে,
উলিলে পাপের হ্রদে, ভুলিলে মায়ায় রে।
আমি যাহা ভাল কই, তুমি তাহা কর কই,
মিছা মিছি হই হই, শেষ লাগে গায় রে॥

গায়ের জ্বালায় জ্বলি, ডাক্ ছেড়ে তাই বলি,
ভাই ভেয়ে দলাদলি, তোমায় আমায় রে ॥
আমি বলি ঘরে, চল, বনে যাই তুমি বল,
শিখালে এমন ছল, বল কে তোমায় রে ? ।
আমার বচন লও, আমার নিকটে রও,
নিরুপায় কেন হও, থাকিতে উপায় রে ॥
যত্ন করি প্রাণ পণে, সুখ ফল অন্বেষণে,
বিষয় বাসনা বনে, ভ্রমিচ বৃথায় রে।
ভয়ানক এই বন, সঙ্গে নাই লোক জন,
ফিরে যাই ওরে মন, আয় আয় আয় রে ॥ •

মতি।

হে নাথ ! জিজ্ঞাসা করি, আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর, যদি সেই আত্মা স্বয়ং পরমেশ্বর, নিত্য সত্য, নির্লেপ, যাঁহার প্রভাব মাত্রেই এই অখিল-সংসার বিস্তাররূপে প্রচার হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তবে পাপিষ্ঠ কামাদি কি প্রকারে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মহামোহ-সাগরে নিক্ষেপ করিতেছে ? ।

বিবেক।

ত্রিপদী

পুরুষ যদ্যপি হয়, ধীর শান্ত অতিশয়,
ন্যায়শীল নীতিজ্ঞ পণ্ডিত ।
সমুদয় গুণাধার, যার সম নাহি আর,
নিজ-গুণে ভুবন-বিদিত ॥
তার মন কোন ছাদে, ললনা-ছলনা-ফাঁদে,
যদি গিয়া পড়ে একবার।
বুদ্ধি তার লোপ পায়, ধৈর্য্য যায় জ্ঞান যায়,
নাহি থাকে শান্তির সঞ্চার ॥
কামিনী কুহক জাল, কপট কটাক্ষ কাল,
হয় অতি অনর্থের মূল।
ভিতরের সার যত, একেবারে করে হত,
স্থূলে মূলে কোরে দেয় ভুল ॥
আপনার মনোমত, বিড়ম্বনা করে কত,
কতরূপে প্রমাদ ঘটায়।
কখনো মধুর স্বরে, মন হরে মুগ্ধ করে,
কত ছলে, হাসায় কাঁদায় ॥
বারবধূ বঞ্চনায়, কামুকের ঘটে দায়,
যে প্রকার হয় ব্যতিক্রম।
মায়াবশে সেইরূপ, হেরিয়া অসৎ রূপ,
আত্মার হয়েছে আত্মভ্রম ॥
যেমন সহস্রকর, ধ্বান্তহর দিনকর,
আচ্ছাদিত হন অন্ধকারে।
এই আত্মা সেই মত, প্রকাশে প্রভাব হত,
জ্যোতিহীন মায়ার বিকারে ॥
যদি তিনি অবিনাশ, প্রভাব না হয় হ্রাস,
তবু দেখ মায়ার কৌশল।
মন-রূপ রজ্জু ছাঁদে, ফেলিয়া শরীর ফাঁদে,
চিদানন্দে করেছে চঞ্চল ॥
যেমন কুসুম জবা, আপন লোহিত প্রভা,
স্ফটিকেরে করে বিতরণ।
সেরূপ আপন রসে, আনিয়া আপন বশে,
আত্মরূপ করিয়াছে মন ॥
মনের নির্ম্মিত ঘর, নবদ্বার কলেবর,
ভূতের ভবন এই বাস।
সর্ব্বসার বলি যাঁরে, রত তিনি অহঙ্কারে,
এই বাসে করিছেন বাস ॥
এক ব্রহ্ম সর্ব্বঘটে, সম্ভাবনা কিসে ঘটে,

যদি প্রিয়ে কহ এই কথা।
সেই এক সর্ব্বগত, সর্ব্বঘটে সেই মত,
জলে স্থলে সূর্য্যছায়া যথা॥
এ ভব মায়ার মেলা, এ সব মায়ার খেলা,
ভেলা ভেলা মায়ার কৌতুক।
মন-সুত-অহঙ্কার, পিতামহ আত্মা যার,
তার বশে পেতেছেন দুখ॥
হোয়ে মূল এত ভুল, কল্পনায় যেন স্থূল,
অবিদ্যা-নিদ্রায় অচেতন।
হায় হায় কব কায়, অভিভূত হোয়ে তায়,
দেখিছেন কতই স্বপন॥
এই আমি, এই দেহ, এই যে আমার গেহ,
এই এই সকলি আমার।
এই পিতা, এই মাতা, এই পুত্র, এই ভ্রাতা,
এইতো আমার পরিবার॥
এই ভূমি, এই ধন, এই সেনা, এই জন,
আমার বান্ধব এই সব।
এ সবার কর্ত্তা আমি, কুলীন কুলের স্বামী,
ধনে মানে আমার গৌরব॥
আপনি স্বভাব* তিনি, স্বভাবের কর্ত্তা যিনি,
তাঁর এই স্বভাবে অভাব।
প্রকৃতির† হেন ক্রম, প্রকৃতির‡ করে ভ্রম,
প্রকৃতির প্রবল স্বভাব॥
যাঁর নাই অন্ত, আদি, জনম, মরণ আদি,
তাঁর হয় যাতনা সম্ভোগ।
দৃঢ়পাশ করি ছেদ, ঘুচাই এসব খেদ,
কিসে তার হইবে সুযোগ?॥

মতি।

মোহিনীচ্ছন্দ।

মায়া-মাগী, বড় ঘাগী, বুঝিলাম প্রাণ হে।
কোরেছে কেমন দেখ, বিষম বন্ধান হে॥
গোপনে পিশাচী করে এমন সন্ধান হে।
ভিতরের ভাব তার, না হয় সন্ধান হে॥
মায়ার কি মায়া§ নাই, এমনি পাষাণ হে?।
পতিরে বঞ্চনা করে, বেশ্যার সমান হে॥
কেমনে পাবেন আত্মা, পাশে পরিত্রাণ হে?।
কে এসে করিবে তাঁরে, প্রবোধ প্রদান হে?॥

বিবেক।

লজ্জায় অমনি অধোবদন।

মতি।

হে নাথ! এ কি? এ কি? এ কি? অকস্মাৎ কেন এমন হোলে, তোমার ভাব দেখে কেমন কেমন বোধ হচ্ছে। আহা! আহা! প্রসন্ন-বদন কেন বিষণ্ন হোলো? কেন মুখখানি হেঁট কোরে রাখলে? কেন হাত-দিয়া চক্ষু দুটি ঢাকলে? এত লজ্জা কেন? লজ্জা কেন? বলি, এ কি? এ কি?

বিবেক।

বলি এমন কিছু নয়-এমন কিছু নয়, হরিবোল হরি, হরিবোল হরি, আত্মার বন্ধন মোচন! তা হোতে

---

* ব্রহ্মানন্দরূপ।
† মায়া।
‡ স্বভাব।
§ কৃপা।

পাবে হোতে পারে? এমন্ কিছু নয়, এমন্ কিছু নয়. হরে রাম-হরে রাম. তা হোতে পারে, তা হোতে পারে।

আরো অধোমুখ।

মতি।

পদ্য।

আহা কেন হেঁট হোয়ে, চোখে দিলে হাত।
যেন কত অপরাধ. করিয়াছ নাথ॥
কাঁচুমাচু মুখখানি, আমা-পানে চেয়ে।
কথা যেন কহিতেছ, থতমত খেয়ে॥
আচম্বিতে কেন হেন, ভাবের সঞ্চার?।
কি ভাব. কি ভাব, মনে, কি ভাব তোমার?॥
বিশেষ নিগূঢ় ভাব, কি আছে এমন?।
অধীনী দাসীর কাছে, করিছ গোপন?॥
এ বড় হাসির কথা, ওহে গুণরাশি।
অধরে বঞ্চনা করে, কোরে থাকে হাসি?॥
সাগরে বঞ্চনা যদি, কোরে থাকে জল।
স্বাদেরে বঞ্চনা যদি, করে সুধাফল॥
নাসারে বঞ্চনা যদি, কোরে থাকে বাস।
কোরোনা আমায় তবে, স্বভাব প্রকাশ॥

বিবেক।

তবে বলি, তবে বলি। তুমি কিছু তেমন নও, তুমি কিছু তেমন নও। তা জানি, তা জানি, তবে বলি. কিন্তু বল্‌তে বড় ভয় ভয় করে, কি জানি, যদি কপাল-দোষে হিতে বল্লে বিপরীত হয়, ফলে তুমি কিছু তেমন নও. প্রিয়ে বল্‌তে বড় ভয় করে, ভয় করে. কিন্তু না বল্লেও নয় তবে বলি, তবে বলি. বলি সেই উপনিষদ্দেবী প্রিয় তুমি আমার হৃদয়ের রতন, তবু সেই উপনিষদ্দেবী উপনিষদ্দেবী।

মতি।

হে নাথ! হে শিরোভূষণ! বলি এমন কেন কর? এত লজ্জাই কেন? তোমার ভয়ের বিষয় কি আছে? তুমি আমার ভর্ত্তা, সকল বিষয়ের কর্ত্তা, সর্ব্বস্ব ধন. তোমা ভিন্ন এ অধীনীর আর কে আছে? আমি তোমার দাসীর দাসী. আমাকে যাহা মনে কর তাহাই করিতে পার। আমার দেহ, প্রাণ, ধন মন, সকলি তোমার শ্রীচরণে। আর এ প্রকারে এ দুঃখিনীরে কেন ব্যাকুল কর, আমারে আর কাতর করা উচিত হয় না। তুমি নির্ভয়ে আমার নিকট মনের গুপ্ত কথা ব্যক্ত কর, কুলগুরু তোমার মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন। তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক্, পূর্ণ হোক্।

বিবেক।

হে প্রিয়ে! তুমি যদি সদয় হৃদয়ে প্রসন্ন হইয়া আমাকে সাহস প্রদান করিলে, তবে আমি কৃতকার্য্য

হইবই হইব, তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই, তবে শুন। প্রফুল্ল চিত্তে নিগূঢ় কথা বলি, অভিমান* এবং ঈর্ষা† প্রভৃতি দোষ সকল পরিহার পূর্ব্বক যদিস্যাৎ কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যকে অন্তঃকরণের আসনে স্থান প্রদান কর, তবে এখনি চিরবিরহিণী মানিনী উপনিষদ্দেবীর সহিত আমার সঙ্গম হয়। সেই সাধ্বী এক্ষণে অসূয়াতে ব্যাঙ্গনা, অতি দুঃখিনী অনাথার ন্যায় মলিন দশায় কালযাপন করিতেছেন, তাঁহার অঙ্গ সঙ্গ মাত্রেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অভাব হেতু প্রবোধচন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম লাভ হইবে, এ বিষয়ে তোমার স্বপত্নী শান্তি প্রভৃতির বিশেষ অভিমত আছে, হে প্রিয়ে পাছে তুমি অভিমান কর, মনে বেদনা পাও, এই আশঙ্কায় আমি এতক্ষণ ভীত ছিলাম, লজ্জিত ছিলাম, ঐ প্রবোধচন্দ্র স্বরূপ কুমারের কল্যাণে চির-বিপক্ষ মহামোহ ও তাহার দল বল, অনুচর সহচর সকলকেই সংহার পূর্ব্বক জগতের আদিকর্ত্তা; সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম পরমাত্মাকে বিষয়ানুরাগাদিরূপ দৃঢ়রজ্জু বন্ধনের যাতনা হইতে মুক্ত করিতে পারিবই পারিব।

মতি।

বলি ঐতো? বলি ঐতো? বলি ঐতো? আমি তেমন মেয়ে নইতো। বলি ঐতো? হে প্রিয়, যে নারী স্বেচ্ছাচারিণী অনর্থকারিণী প্রমাদিনী হয়, সেই নারীই ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসাহী স্বামির অভিমত ব্রতের বিরুদ্ধাচরণ করে। সৎকার্য্য সাধন বিষয়ে কেন অমন কর, অমন কর?। যদি শক্রকুল ক্ষয় হয়, তবে উপনিষদ্দেবীকে চিরকাল রমণ কর, রমণ কর। যদি কুলপ্রভুর উদ্ধার হয়, তবে তুমি অবিচ্ছেদ তাহাতে গমন কর, গমন কর। বঁধু হে, যেরূপে হয় বিপক্ষদের দমন কর, দমন কর।

স্বামির মঙ্গলেই দাসীর মঙ্গল! স্বামির সুখেই দাসীর সুখ, তুমি যাহা করিবে আমার হৃদয় তাহাতেই সন্তুষ্ট।

বিবেক।

হে প্রিয়ে, যদি অনুকূলা হইয়া অনুমতি করিলে, তবে আমি উপনি-

* অভিমান,—প্রণয়কোপ

† ঈর্ষা—অসহন।

যন্দেবী অঙ্গ সঙ্গ করণ কারণ ইন্দ্রিয়াদির বশীকরণার্থ প্রথমে শমদমাদিকে নিযুক্ত করি।

(এই রূপ কথোপকথোন করিয়া দুই জনে রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।)

প্রথম অঙ্ক।

বিবেক মহারাজের এতদ্রূপ যুদ্ধের অনুষ্ঠান এবং সূচনা শ্রবণ পূর্ব্বক মহারাজ মহামোহ দেশ, কাল, পাত্র-বিচার করত স্বপক্ষরক্ষণ এবং বিপক্ষ বিনাশন নিমিত্ত দম্ভাদিকে কার্য্যে উদ্যুক্ত করিলেন।

দম্ভ।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

আমার তুলনা কি হয়। আমি অতুল্য অজয়
তমোগুণে তমোরূপী, মম সম নয়॥
সর্ব্বোপরি করি গর্ব্ব, ইন্দ্র, চন্দ্র, অতি খর্ব্ব,
তুচ্ছ বিধি, হরি শর্ব্ব, আমি সর্ব্বময়॥
আমার সহিত তুলে, তুলনা করিল ভুলে,
লঘু হোয়ে রবি, শশী, গগনেতে রয়॥

অরে ও মূঢ় লোক সকল! তোরা সকলে আমার চরণতলে প্রণত হ। আমি ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছি, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার তুল্য মহাপুরুষ আর কেহই নাই, আমার পদধূলি যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র হইবে।

সাক্ষাৎ জগীশ্বর মহারাজ মহামোহ এই মাত্র আমাকে আজ্ঞা করিলেন, 'হে প্রাণাধিক দম্ভ! বাপু, তোমার কুশল হোক, কুশল হোক। হিতাহিত বিবেচনা বিহীন দুর্ভাগ্য বিবেক আমার দলের কুলনাশের নিমিত্ত অম তোর সহিত স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রবোধচন্দ্রের উদয়ের জন্য সমুদয় তীর্থবাসে শম দম প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়াছে। অতএব তুমি এই দণ্ডেই কামাদি সেনাপতি এবং আর আর মহাবল যোদ্ধাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া বারাণসী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, এবং সেতুবন্ধরামেশ্বর প্রভৃতি সকল তীর্থে গমন ও ভ্রমণ পূর্ব্বক শত্রুদলের সংহার কর। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থ এবং যতি, এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমি-গণের আশ্রমে ধর্ম্মকর্ম্মাদির বিঘ্ন কর। শীঘ্র গিয়া ধর্ম্মের ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মের মর্ম্ম বিষমতর বেদনা প্রদান

কর, তোমার গাত্রের চর্ম্মের ঘর্ম্মে যেন ধর্ম্মের দল তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়।, আমি সেই আজ্ঞা শিরো ধার্য্য করিয়া সংপ্রতি কাশী-বাসী হইয়া এখানকার সমস্ত লোককে অধীন করিয়াছি, তাবতেই আমার বশ হইয়াছে।

চপলাগতিচ্ছন্দ।

কাঁহা শম, কাঁহা দম,
পাখড়া, পাখড়া, পাখড়া।
ওনকো, পাখড়া, পাখড়া পাখড়া॥
নৈ ছোড়েগা, হাড় তোড়েগা,
হাম বড়া হ্যায় বাঁকড়া।
বাবা হাম বড়া হ্যায়, বাঁকড়া॥
আবি যাকে, মারো তাকে,
ঢোঁড় ঢোঁড় কে, আখড়া।
বাবা, ঢোঁড় ঢোঁড় কে আখড়া॥
কাঁহা যাগা, কাঁহা ভাগা,
মারা যাগা, মাকড়া।
বাবা, মারা যাগা মাকড়া॥

অন্যদিগে মুখ করিয়া।

মালিনীচ্ছন্দ।

কোথা সে বিবেক বুড়ো, কোথা গেল বোকড়া,
কাথা গেল মতি রাঁড়ী, কাঁকে কোরে খোকড়া,
আমারে দেখিলে তারা, ভয়ে হবে কোঁকড়া।
কারাগারে ভোরে শেষে, খেতে দেব ওকড়া॥

আর একদিগে চাহিয়া।

বাপ, মার, আশীর্ব্বাদে, আমি কিসে হার্ব্ব?
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নখে তুলে, ফেলে দিতে পার্ব্ব।
শত্রু দলে ধর্ব্ব বলে, একে একে সার্ব্ব।
মার্ব্ব মার্ব্ব, মার্ব্ব প্রাণে, একেবারে মার্ব্ব॥

কার হেন সাধ্য আছে, আমার কি কর্ব্বে?।
মাথার উপরে কেটা, দুটো মাথা ধর্ব্বে?
আমাদের অধিকার, শক্তি কার হর্ব্বে।
আপনার দোষে তারা, আপনারা মর্ব্বে॥
চিরকাল সমভাবে, দ্বেষ জ্বরে জ্বর্ব্বে।
নিয়ত মনের দুখে, চোখে জল ঝর্ব্বে॥
মায়াক্ষেত্র ছেড়ে তারা, কোথা গিয়ে চর্ব্বে।
চারিদিগে ছাঁকাজাল, কোন দিগে ভর্ব্বে॥
চোর সম বন্দি হোয়ে, পায়ে বেড়ী পর্ব্বে।
পড়েছে যমের হাতে, কেমনেতে সর্ব্বে?॥

আবার অপরদিগে চাহিয়া।

আয় রৌদ্র হেনে, ছাগ দেব মেনে, ছন্দ।

এই হাত ছাড়্যে। গোঁপ বুক চাড়্যে॥
মৃত্যুবাড় বাড়্যে। খেয়ে কোক ভাঁড়্যে॥
ফণি ফণা নাড়্যে। কোথা যাবে আড়্যে॥
ধরাতলে পাড়্যে। কাটফাঁড়া ফাঁড়্যে॥
কোসে কোসে কাঁড়্যে। একগাড়ে গাড়্যে॥
বুকে পিটে দাঁড়্যে। দুই পায়ে মাড়্যে॥
দেশ থেকে তাড়্যে। দেব ভুত ঝাড়্যে॥
কোপ তোপ ছুঁড়বে। গুলি গোলা জুড়বে॥
ত্রিভুবন কুঁড়বে। ধুমে দিক মুড়বে॥
ধর্ম্মকর্ম্ম পুড়বে। ধুলো হোয়ে উড়বে॥
মাথা মুড় খুঁড়বে। বিপক্ষেরে তুড়বে॥
ঝাড়ে ঝোড়ে ঝড়বে। ঝাড়ে ঝাড়ে ঝড়বে॥

তিমতাধিন পাকালেনো ছন্দ।

নেড়বনা তো, লোড়বো সুখে।
পোড়বো রুকে, চোড়বো বুকে॥
শত্রু যদি, আসে ঝুঁকে।
থাবড়া কোসে, মার্ব্ব বুকে॥
জোমকে আমি, বোসবো যবে।
চোমকে যাবে, দেবতা সবে॥
ধোমকে দেব, উচ্চ রবে।
সূর্য্য, শশী, থোমকে রবে॥
তুচ্ছ লোকে উচ্চ ছলে।
পুচ্ছ ধরে, কুচ্ছ ছলে॥
রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে।
দণ্ড দেব, ভণ্ড দলে॥
মেলবো আঁখি, ভঙ্গি ঠেরে।
ঠেলবো পায়ে, মেরে মেরে॥
খেলবো খেলা, শত্রু ঘেরে।
হেলবোনাতো, ফেলবো মেরে॥

পুনর্ব্বার আরএকদিকে মুখকরিয়া।

চৌপদীচ্ছন্দ।

বিবেকের দল যারা, সুমুখে আসুক তারা,
এখনি করিব সারা, বুকে মেরে দোড়কে।
কারে আমি লক্ষ্য করি, কার তরে অস্ত্র ধরি,
কেঁপে যাবে থরহরি, কোসে নিলে কোড়কে
প্রকাশ করিলে বল, ধরা যায় রসাতল,
তখুনিই টলমল, [illegible] পড়ে হোড়কে।
দেখিলে আমার ভুর, [illegible] তিন-পুর,
যক্ষ, রক্ষ, সুরাসুর, ভয়ে যায় জোড়কে॥
কোথা মাগী, বিষ্ণুভক্তি, আমার স্বভাবশক্তি,
হেরে তার হরিভক্তি, উড়ে যাবে ফোড়কে।
আছে ধর্ম্ম কোন দেশে, মারা-যাবে অবশেষে,
এখনি দাঁড়াক এসে, দাঁতে কোরে খোড়কে।

আহা! কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ! আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি. সকল প্রকার লোকেরাই আমার অভিমত ব্রতে ব্রতী হইয়াছে. কর্ম্মচারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ধর্ম্মচারী জনেরা ছলনা দ্বারা নিরন্তর কেবল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রতারণা করিতেছে, তাবতেরি "মুখে এক খানা পেটে একখানা,, কপটতা করিয়া লোকের নিকট কহে, "আমি ব্রহ্মজ্ঞানী আমি অগ্নিহোত্রী আমি তপস্বী,,। কিন্তু মনে মনে কিছুই করে না। "আমিই ব্রহ্ম, আমার পাপ কোথা? আমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা স্বেচ্ছা তাহাই করিব এই বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানির রমণী দিগের সাক্ষাৎ ব্রহ্ম তৎ সুখ-সম্ভোগকে পরম ব্রহ্মচর্য্য এবং বারবধূ মুখমধু পানের আনন্দকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান করিতেছে। অগ্নিহোত্রি দিগের হৃদয়ে প্রতিক্ষণেই কেবল মদনাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, এবং তপস্বিরা তপস্যা না করিতে করিতেই আগে-

ভাগে এই বর মাগিতেছে,যে, আমি যেন শীঘ্রই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লইয়া শচী প্রভৃতি স্বর্গবিদ্যাধরীগণের রতিরস সম্ভোগ করিতে পারি, ইত্যাদি।

[দূর হইতে অহঙ্কারকে দৃষ্টি করিয়া বিতর্ক।]

গঙ্গার ওপার হোতে এপারে ঐ কে আস্‌ছে? গায়ে যেন রবি ছবি ভাস্ ভাস্‌ছে। সকলকে তুচ্ছজ্ঞানে উচ্চরবে ভাষ্ ভাষ্‌ছে! বাহু নেড়ে ধরা যেন শাস্‌ছে! ঐ-যে-দেখি ভণ্ড-দলের ভণ্ডামি সব্ নাশ্‌ছে? নৈলে কেন নিজভাবে উপহাসে হাস্ হাস্‌ছে? হ্যাদে, ঐ কে আস্‌ছে? কে আস্‌ছে! বোধ হয়, ইনি দক্ষিণরাঢ়দেশ হইতে আগমন করিতেছেন। ইঁহারি নিকট আমার পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদটা পাওয়া যাইতে পারে।

[পূজার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নাকে হাত।]

অহঙ্কার।

[সভা প্রবেশ পূর্ব্বক নিজ গরিমা।]

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

আমি সহজ-ত নয়। জীবের সহজতনয়॥
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, আমার প্রভাবেতে হয়।
সবার প্রধান আমি, কুলীন-কুলের স্বামী,
কে আছে, কাহার কাছে, দিব পরিচয়?॥
আমার যে কত মান, নাহি তার পরিমাণ,
অভিমানে অনুমান, ম্রিয়মাণ হয়।
কে বুঝিবে ফলিতার্থ, মম অর্থ পরমার্থ,
অপদার্থ অযথার্থ, হেরি সমুদয়॥
মায়াময় এ সংসারে, দয়া নাহি করি যারে,
সেই জীব একেবারে, মাটি হোয়ে রয়।
কথা নাহি স্বরে মুখে, নিয়ত মনের দুখে,
বঞ্চিত সঞ্চিত-সুখে, থাকিতে বিষয়॥
বিধি, হরি, হর, কেবা, আর যত দেবী-দেবা,
না কোরে আমার সেবা, স্থির কেবা রয়?।
জলচর, স্থলচর, ভূচর, পবনচর,
যত সব চরাচর, আমা ছাড়া নয়॥
আমার চেতনে ভাই, অচেতন কেহ নাই,
সচেতন সব ঠাঁই, দেখ বিশ্বময়।
প্রভাহীন হোলে আমি,কাম নাহি হয় কামী,
তবে আর, আমি আমি, মুখে কেবা কয়?॥
না থাকিলে অহঙ্কার, তবে বল অহং কার,
সহজে, প্রবৃত্তি, পায়, নিবৃত্তিতে লয়।
প্রকৃতি প্রধানা স্থূল, জগতের আমি মূল,
আমা হোতে যত কুল, হতেছে উদয়॥
করি ক্রম, পরিক্রম, ক্রমে আমি করি ক্রম,
এ ক্রমের ব্যতিক্রম, কখনো কি হয়?।
করিয়া কারণ-বৃষ্টি, প্রত্যক্ষ করাই দৃষ্টি,
মূঢ়-জনে এই সৃষ্টি, মিছে তবু কয়?॥

বক্তৃতা।

[সভ্যগণের প্রতি।

লঘুত্রিপদী।

রূপে, গুণে, মানে, ধন-পরিমাণে,
আমার সমান কেবা?।

দেখ শত শত, দাস দাসী কত,
সতত করিছে সেবা॥
দারা, সুত, ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা,
কুলীন কুটুম্ব কত॥
টাকা দিয়া পালি, কত দিই গালি,
কখনো করেনা রাগ।
মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হোয়ে থাকে নাগ॥
জনক আমার, গুণের আধার,
ভূষিত-ভুবনধাম।
কেমন সুকৃতি, আমি হোয়ে কৃতী,
ঢেকেছি তাঁহার নাম॥
কুলের প্রতাপে, ছোট করি বাপে,
বড় হই অনুরাগে।
কুটুম্ব-ভোজনে, বসিলে দুজনে,
ভাত পাই আমি আগে॥
গৃহের গৃহিণী, আমার জননী,
হাঁড়ি নাহি ছুঁতে পারে।
দারা তার চেয়ে, কুলীনের মেয়ে,
ভাত বেড়ে দেয় তারে॥
কত বলে বলী, কত ছলে ছলি,
কত কলে আনি চাকি।
যথায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাকি॥
দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমারে কেবা না জানে।
আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে॥
সকলেই বশ, ভয়ভরা-যশ,
দশদিকে আছে গাঁথা।
হুকুমে হাজির, উজির-নাজির,
বাদশার কাটি মাথা॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলপুরোহিত
আর যত দ্বিজ আছে।
পেলে পরে সাড়া, দূরে হয় খাড়া,
ভয়েতে আসেনা কাছে॥
ঘুরালে নয়ন, কাঁপে ত্রিভুবন,
সকলি আমাতে সাজে।
আমি লোক গুরু, আমা হোতে গুরু
কে আছে ভুবন মাঝে?॥
আমার সমান, পণ্ডিত প্রধান,
আর কি কখনো হবে?॥
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি,
একাকী রয়েছি ভবে॥
নিজ বল বল, নিজ দল দল,
আপনা আপনি জানি।
কেমন ঈশ্বর, আমি সর্ব্বেশ্বর,
মানি বোলে কারে মানি?॥
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হোতে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সব্দিগে দড়,
কিসে হব পরাভব?॥
মনে যদি করি, স্বর্গবিদ্যাধরী,
এইখানে আনি বোসে।
যদ্যপি পাছাড়ি, গগনে আছাড়ি,
রবি, শশী পড়ে খোসে॥
কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ
গোঁপে যদি দিই চাড়া?॥
সহিত অমর, করি জোড়-
এখনি হইবে খাড়া॥

অসাধ্য আমার, কিছু নাই আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধ পূরে,
ক্ষীরোদসাগর-বারি ॥
দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি শরা।
দেখো দিয়ে কর, আমার উদর,
চারি পোয়া, গুণে ভরা ॥
গুণ আছে জাই, প্রকাশিয়া তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।
সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয় ধ্বনি ॥
এই দেখ নাম এই দেখ থাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মখমলে ঢাকা,
কারিগুরি তায় নানা ॥
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।
এই দেখ সাজ, এই দেখ কাজ,
এই দেখ জামা জোড়া ॥
এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপ্ মোড়া।
এই দেখ জন, এই দেখ ধন,
সব আছে ঘরজোড়া ॥
কেমন্ পুকুর, কেমন্ কুকুর,
কেমন্ হাতের কোড়া।
কেমন্ এ ঘড়ি, কেমন্ এ ছড়ি,
কেমন্ ফুলের তোড়া ॥
দেখনা কেমন্, চিকন-বসন,
পেয়েছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন,
আর কি কাহারো হবে? ॥
সবে আঁখি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা।
আলো দেখে ঝাড়ে, কটু যদি ঝাড়ে,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥

[তীর্থবাসি সর্ব্ব সাধারণের প্রতি।]

আমোদিনীচ্ছন্দ।

আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্ ॥

যত সব দুরাচার, করিতেছে অনাচার,
অতিশয় কদাচার, কেহ নহে নর।
ভূত, প্রেত, সমুদয়, মানুষ কাহারে কয়,
কাজেতে মানুষ নয়, মিছে কলেবর ॥
কারে করি সম্বোধন, অপবিত্র সর্ব্বজন,
ঘোরপাপি, অভাজন, নরকের চর।
ঘৃণা হয় গাত্র-বাসে, উকি উঠে, বমি আসে,
বাতাসে ছুটেছে গন্ধ, ভর্ ভর্ ভর্ ভর্ ॥
পচা, ভর্ ভর্ ভর্ ভর্ ॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্ ॥

[অপরদিগে মুখ করিয়া।]

জুটিয়াছে হট্ট যত, খট্ট মট্ট বকে কত,
নাহি জানে ভট্ট-মত, শাস্ত্র সুধাকর।
বৃহস্পতি কৃত আহা!, মধ্যম-আগম যাহা,
কেহ কি কর্‌েনি তাহা, চক্ষের গোচর? ॥

মীমাংসা শাস্ত্রের সার, অধিকার তাহে কার,
সামুদ্রিক, আর আর, মত-স্থিরতর।
প্রভাকর-মত যত, কেহ নোস্ অবগত,
দূর্ দূর্ দূর্, দূর্ পশু, মর্ মর্ মর্ মর্॥
তোরা, মর্ মর্ মর্ মর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্॥

আবার অন্য দিগে মুখ করিয়া বিকট ভঙ্গিতে।

যে দিগেতে ফিরে চাই, নরপশু দেখি ভাই,
কারো কিছু বিদ্যা নাই, পেটের ভিতর।
কার কাছে করি খেদ? নাহি ছেদ, নাহি ভেদ,
ঘাটিয়া অলীক বেদ, ব্যস্ত পরস্পর॥
যত ধূর্ত্ত পাপভাগি, উদরের অনুরাগি,
কেবল ধনের লাগি, ব্যাকুল-অন্তর।
বিফল বেদান্ত পোড়ে মিছেমিছি মত গোড়ে,
ঘুরিতেছে নোড়ে চোড়ে, ফর্ ফর্ ফর্ ফর্॥
মুখে, ফর্ ফর্ ফর্ ফর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্॥

অন্য দিগে মুখ করিয়া পুনর্ব্বার হাস্য পূর্ব্বক

হ্যাদে এটা, ব্রহ্মচারী, করেছে আসর জারি,
শঠতা শিখেছে ভারি, বিষম বর্ব্বর।
কেরে যণ্ড, এ পাষণ্ড? অতি পণ্ড, অতি ভণ্ড,
শাস্ত্র করে লণ্ড ভণ্ড, হোয়ে দণ্ডধর॥
এটা কেটা, জ্ঞান-চাসা, বিড় বিড় মুখে ভাষা,
আঙুলেতে যুক্ত-নাসা, হাঁসা-দিগম্বর।
উর্দ্ধদিগে বাহুনেড়ে, চেঁচাতেছে ডাক্‌ছেড়ে,
হ্যাদে ধেড়ে, কেরে দেড়ে, তেড়ে গিয়ে ধর?।
ওরে, ধর্ ধর্ ধর্ ধর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্।

অন্য দিগে মুখ করিয়া উপহাস পূর্ব্বক

হ্যাদে পোড়া, কেরে গোঁড়া? তীলোক কপাল-
জোড়া, নিয়ে যত নুড়ীনোড়া, ভরিয়াছে ঘর।
ধর্ম্মশীল যেন বক, মালা করি ঠক্ ঠক্,
ঠকাতেছে যত ঠক্, বোলে হরি হর॥
কেন করি দরশন?, এখানেতে যত-জন,
নরকের নিকেতন, পাপের আকর।
কপট কুহকী খল, কেমন্ করিয়া ছল,
ফেলিছে নয়ন জল, দর্ দর্ দর্ দর্।
ফেলে, দর্ দর্ দর্ দর্॥
আমায় ছুঁসনে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্, তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্

[ক্ষণকাল পরে অজ্ঞাত-দম্ভের আশ্রম দর্শন করিয়া বিতর্ক]

উত্তরবাহিনী-গঙ্গাতীরে ঐ কোন্ ব্যক্তির আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে? সু-দৃশ্য উচ্চ বংশদণ্ডের উপর সুচিকন নির্ম্মল ধবল বস্ত্র সকল উড়িতেছে। আহা! কি মনোহর উপবন! আশ্র-মকে বেষ্টন করিয়া বিচিত্র শোভা

বিস্তার করিতেছে। প্রফুল্ল-ফুলের সুসৌরভ মৃদু-মন্দ মলয়ানিলে সঞ্চালিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। ঐ, যে, দেখি, সুখের সামগ্রী সকলি রহিয়াছে। এ স্থান পবিত্র বটে, দুই তিন দিন এখানে বাস করিলেও করা যাইতে পারে।

[পরে আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক বকুল-বৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া বাম কটিতে বাম-হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ-হস্তের দুটি অঙ্গুলিতে গোঁপ বিন্যাস করিতে করিতে চিন্তা।]

হাঁ ঐ যুবা-পুরুষটি, যে সাক্ষাৎ দম্ভের ন্যায় মূর্ত্তিমান, বিলক্ষণ সুলক্ষণ-যুক্ত সুপুরুষ বটে। শরীরে সুঁচিহ্ন সকলি দেখিতেছি, ব্রহ্মানুষ্ঠানেরো ক্রটি নাই, পায়ে পায়ে আস্তে আস্তে নিকটে যাই।

[পরে কিঞ্চিৎ নিকটে গিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা।]

কেমন্ তোমার মঙ্গল্‌তো ?

দম্ভ।

নাসিকা হইতে অঙ্গুলি চালিয়া ভঙ্গিমা-দ্বারা হুঁঙ্কার শব্দে নিবারণ। হুঁ হুঁ হুঁ-ও দিগে।

দম্ভের ভৃত্য।

ভিতরে কেন? ভিতরে কেন ? বাহিরে যাও, বাহিরে যাও। (তোমার সকল শরীরে ময়লা, ঐ ধূলো। স্নান করনি, পা ধোওনি, আমার প্রভুর এ পবিত্র আশ্রম। এখানে কি এমন্ কোরে আস্‌তে আছে ? তোমার গায়ের ঘাম যদি উড়ে প্রভুর গায়ে লাগে তবে তিনি কোপ-দৃষ্টে চাইলে পরেই তুমি এখনি পুড়ে ভস্ম হবে)

অহঙ্কার।

কি, এত আস্পর্দ্ধা ! এত অভিমান ? এত সাহস ! আমি ভস্ম হব ! আমি অপবিত্র ? কি! ওরে, এটা কি ম্লেচ্ছের দেশ ? এরা অতি ব্যলীক, অধার্ম্মিক, আমি বিশ্বপূজ্য, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, মহাকুলীন চূড়ামণি, আমার আগমন, আমার পদার্পণ যাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ভাগ্য বোলে স্বীকার করে।—এরা কি নরাধম ; কি মহাপাপি ; নিতান্তই ভাগ্যের দোষ, আমার চরণ-পূজা না কোরে দম্ভ করে ! অমান্য করে ! আমাকে বলে বাহিরে যা।—আমাকে বলে অপ-

বিত্র। কি! কি? যত দূর্ মুখ্, তত দূর্ কথা!

দম্ভ।

সেফালিকাচ্ছন্দ।

বুড়া হোলে বুদ্ধি যায়, মিছে কিছু নয়।
কি সাহসে, কাছে আসে, নাহি করে ভয়?॥
নাহি জানে আমাদের, কুলপরিচয়।
এর্ কথা, কাণ্‌পেতে, শোনা ভাল নয়॥
নিতান্ত অজ্ঞান এটা, জ্ঞান নাই ঘটে।
ঘোর অহঙ্কারে অন্ধ, তাই বটে বটে॥
স্বকীয়-স্বভাব-দোষ, অনলেতে জ্বলে।
আমার্ আশ্রমে এসে, ম্লেচ্ছদেশ বলে?॥
রাগেতে শরীর পোড়ে, মূর্ত্তিখানা হেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে?॥
কদাকার আগা, মুড়ো,এ কোন্ হরির্ খুড়ো,
কোথা থেকে এসে বুড়ো, কথা কয় ঠেরে?।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে?॥

নিজ মুখে বলা নয়, আপন মহিমা।
কত দূর বড় আমি, কে জানিবে সীমা॥
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা, ভাবে গদগদ।
স্বর্গ হোতে জল এনে, ধুয়ে দেয় পদ॥
মস্তকের চুল দিয়া, পুঁছায় চরণ।
বুকের উপরে করি গোময় লেপন॥
আপনার সুপবিত্র হৃদয় আসনে।
মাথা খাও, খাও বোলে, বসায় যতনে॥
বুড়োটার্ কাছে এই, পরিচয় দেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে॥
কথাগুলো কড়া কড়া, স্বভাব বিষম্-চড়া,
গঙ্গার ঘাটের মড়া, ছুঁস্‌নেকো এরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে?॥

আমাদের কুলে যত, গুরুজন আছে।
সমভাবে প্রিয় আমি, সকলের কাছে॥
সকলের সার ধন, মন বলে যারে।
সে মম আমায় ছেড়ে, থাকিতে কি পারে?॥
যার মনে নাহি হয়, আমার উদয়।
বৃথায় শরীর তার, শব সম হয়॥
বৃষকাট কাঁকে ঝোলে, আজ্, কাল্ মরে।
আমার নিকটে এসে,আস্ফালন্ করে?॥
ফের্ যদি চেড়ে উঠে, দেব তবে সেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে?॥
নাহি জানে যোগ যাগ, নাহি কোন অনুরাগ
নাকের আগায় রাগ, ফেরে কত ফেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে?॥

আমার হুমের ধুমে, ধুমের ব্যাপার।
আকাশে হয়েছে তায়, মেঘের সঞ্চার॥
ভ্রমে লোক গগনেতে, বজ্রনাদ কয়।
আমার হুঙ্কার সেটা, বজ্রনাদ নয়।
লোকেতে রটনা করে, চপলা বলিয়া।
আমার নিশ্বাস ছোটে, অনল হইয়া॥
মুনি, ঋষি, তেজ ধরে, আমার প্রকাশে।
তুচ্ছ জনে, উচ্চ করি, গায়ের বাতাসে॥
বাহিরে দাঁড়াতে বল্, গিয়ে এক্ টেরে?।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে?॥
বুড়ো বোলে হয় দয়া, নতুবা দিতেম্ গয়া,
যদ্যপি যাচিঞা করে, ভিক্ষা কিছু দেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে?॥

অহঙ্কার।

শাসকচ্ছন্দ।

[ক্রোধ অথচ উপহাস পূর্ব্বক।]

কোথাকার্ কেটা তুই, কেটা তুই, কেটা ?।
কি তোর্ বাপের্ নাম্, তুই কার্ বেটা ?॥
বল্ বল্ বল্ ছোঁড়া, কেটা তুই কেটা ?।

কটু কথা যত থাকে, বোলে সাধ্ সেটা।
ঘেঁটিবনা, পারিস্, ঘেঁটাতে, যত ঘেঁটা॥
অভিমানে ফেটে-মরে, বেঁধে এক ফেটা।
লক্ষ টাকা স্বপ্নে দেখে, পেতে ছেঁড়া চেটা॥
মরি কি মুখের্ ছাঁদ, দেহখানি গেঁটা।
ব্যাভারে গাদার মত, হাঁদা নাদাপেটা॥
কেটা ব্রহ্মা, কেটা বিষ্ণু, মহেশ্বর কেটা ?।
আমার সৃজিত সব, জানেনাকো সেটা ?॥
মুখ্ ফুটে বলা নয়, নিজ গুণ যেটা।
জেনেছি চালাক্ বটে, বস্তুহীন এটা॥
বাপ্ বাপ্, একি পাপ্! কচিছেলে জ্যাটা।
এঁচোড়ে পেকেছে ছোঁড়া, এ, যে, বড় ল্যাটা॥
বয়সেতে দেখি নাই, এর্ মত ঠেঁটা।
কোথাকার্ কেটা তুই, কেটা তুই কেটা ?॥
কি তোর্ বাপের নাম্, তুই কার বেটা ?।
বল্ বল্ বল্ ছোঁড়া, কেটা তুই কেটা ?॥

দম্ভ।

স্থিররূপে অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিয়া।

ওরে—কি ভাগ্য, কি ভাগ্য, কি ভাগ্য! সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত! ওরে—ইনি আমার পরমপুজ্য মাথারমণি। বাবার বাবা-পিতামহ স্বয়ং কুলদেব অহঙ্কার ঠাকুর। ওরে—আসন্ দে, আসন্ দে, অর্ঘ্য দে, অর্ঘ্য দে। ফুল আন্, ফুল আন্। জল আন্, জল আন্। আমি চরণ-যুগল পুজা করি, পূজা করি।

গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম।

হে পিতামহ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি বালক, অজ্ঞান, দুর্ভাগ্য-বশতঃ এতক্ষণ আপনাকে চিনিতে পারি নাই, প্রণাম করি, প্রসন্ন হইয়া সদয়চিত্তে আমার মস্তকে চরণাঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করুন। আমি লোভের পুত্র দম্ভ, আপনার দাসানুদাস।

অহঙ্কার

[আহ্লাদে গদ গদ হইয়া।]

ওরে তুই দম্ভ? তুই দম্ভ? আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবি হ, চিরজীবি হ। দ্বাপরযুগের শেষভাগে তোকে এতটুকু ছেলেমানুষ দেখেছিলাম্, এখন্ তোর বয়স হয়েছে, গোঁপ

উঠেছে, যুবা হয়েছিস্। আমি বুড়ো হয়েছি, চোখে আর তেমন্ তেজ্ নাই, সর্ব্বদাই ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখে থাকি, বয়সের ধর্ম্মে জ্ঞানেরো কিছু বৈলক্ষণ্য হয়েছে। (হাঁরে ভাই! "অসত্য" নামে তোর, যে, একটি দুধের্ ছেলে, সেটিতো ভাল আছে?)

দম্ভ।

হাঁ ঠাকুরদাদা! সে আমার এই বুকের উপরেই রয়েছে, (আমি তারে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তকালো প্রাণ-ধারণ করিতে পারিনে, এই ছেলেটি আমার বড় "নেয়োট্" কোনো-মতেই কোল্ ছাড়া হয়না) আপ-নার পদার্পণে অদ্য সে বড় সন্তুষ্ট হয়েছে।

অহঙ্কার।

ও নাতি, ও ভাই। (হাঁরে তোর পিতা "লোভ" ও মাতা "তৃষ্ণা" তাহারাও কি এখানে আছে?)

দম্ভ।

হাঁ ঠাকুরদাদা! মহারাজ মহা-মোহের আজ্ঞাক্রমে তাঁহারা সকলেই এখানে অবস্থান করিতেছেন।

অহঙ্কার।

হে ভাই! ব্যাপার-খানা কি? মহামোহের নাকি অতিশয় অমঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা হইতেছে? আমি তাহা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্ধান লইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। মহারাজ এখন কোথায়! কিরূপ অবস্থায় আছেন? কি কি অনুষ্ঠান করিতেছেন?

দম্ভ।

দাদা মহাশয়! আমারদিগের কুলসংহারে-উদ্যত-বিবেক এই বারা-ণসীতেই বাস করিয়া বিদ্যা এবং প্রবোধের জন্ম-প্রদান করিবে, তা-হার অনুষ্ঠান করিতেছে, সে এরূপ নিশ্চয় করিয়াছে, এই স্থান কাম-ক্রোধাদির প্রাদুর্ভাব-রহিত, ব্রহ্ম-পুরী, এইখানেই বাস করিয়া কৃত-কার্য্য হইব। এই সমাচার শ্রবণ ক-রিয়া অস্মদাদির কুলস্বামি মহামোহ ইন্দ্রলোক পরিত্যাগ পুরঃসর কাশী-ধামে আসিয়া সর্ব্বারম্ভে বাস করি-বেন। প্রভু এখানে রাজত্ব করিলে বিবেক কখনই প্রবল হইয়া তিষ্ঠিতে পারিবেনা, আমরা যুদ্ধ করিয়া তাহার দল বলকে বিনাশ করিব,

তাহা হইলেই বিদ্যা ও প্রবোধের জন্ম হইতে পারিবেনা। ফলে একটা ঘোরতর-ভয়ঙ্কর যুদ্ধদ্বারা অনেক কষ্ট-ভোগ করিতে হইবে।

অহঙ্কার।

[আসনে বসিয়া গালে হাত দিয়া]

পদ্য।

ওরে ভাই, ভাবি তাই, বিষম বিষয়।
এ, যে, বিষম বিষয়।
সহজ-তো নয়, বড়, সহজ-তো নয়॥
মনে হোলো ভয়, বড়, মনে হোলো ভয়।
কি হয়, কি হয়, রণে, কি হয়, কি হয়॥

বিদ্যা, আর, প্রবোধের, জন্ম যদি হয়।
তবেইতো একেবারে আমাদের ক্ষয়॥
স্থানগুণে, মনে মনে, হোতেছে সংশয়।
বিপক্ষ বিনাশ করা, শক্ত অতিশয়॥
কেমনে বারণ করি, জ্ঞানের উদয়?।
এত দিনে বুঝি আর, কুল নাহি রয়॥
অতি পাপি, মহাপাপি, পাপি সমুদয়।
কাশীতে মরিলে কেহ, জন্ম নাহি লয়॥
ভবের বন্ধন তার, কাটিবে নিশ্চয়।
একেবারে মুক্ত হোয়ে, পায় জীব লয়॥
ভবভয়হর হর, ভব যারে কয়।
মনোভব যার নামে, ভয়ে পরাজয়॥
সেই ভব কাশীনাথ, সদানন্দময়।
পাপি তাপি মূঢ়জনে, সদাই সদয়॥
আপনি জীবের হোয়ে, হৃদয়ে উদয়।
"তত্ত্বমসী" মন্ত্র দেন, মরণ সময়॥
এখানে কেমনে তবে, শত্রু করি জয়?।
ওরে ভাই, ভাবি তাই, বিষম বিষয়॥
এ, যে, বিষম বিষয়।
সহজ-তো নয়, বড়, সহজ-তো নয়।
মনে হোলো ভয়, বড় মনে হোলো ভয়।
কি হয়, কি হয়, রণে, কি হয়, কি হয়॥

দম্ভ।

পদ্য।

কি ভয়, কি ভয়, দাদা, কি ভয়, কি ভয়?।
কেটা পাবে তত্ত্বমসী, মন্ত্র সমুদয়?॥
সকলেই প্রতিগ্রহ, করেছে স্বীকার।
বেশ্যার ভবনে করে, দিবসে বিহার॥
কামের অধীন হোয়ে, মাতিয়াছে ভোগে।
যতি করে রতি-কেলি, সুরাপান যোগে॥
লোভের অধীনে সবে, মিছে কথা কয়।
হবেনা হবেনা, কভু, জ্ঞানের উদয়॥

[এমত সময়ে সভাসদনে কলকল কলরব]

মহামোহের কোন সেনা।

ওহে পুরবাসিগণ! তোমরা সাবধান হও, সাবধান হও। রাজপথ সকল পবিত্র কর, মঙ্গলাচরণ কর, আনন্দধ্বনি কর। রত্নরাজী-রাজিত-রাজসিংহাসন সকল সুগন্ধি কুসুমে ও ঘৃষ্টচন্দনে সুবাসিত কর। সমস্ত নগর সুন্দর শোভায় সুশোভিত কর, জলপ্রণালী-পুঞ্জের দ্বার সমুদয় মুক্ত কর, ভাগীরথী, অসী এবং বরুণাদি নদী হইতে সুশীতল নির্ম্মল-জল সকল গৃহেই পতিত হউক, সিংহদ্বার মনোহর মণির-দ্বারা খচিত কর।

অট্টালিকার উপরিভাগে অতি উচ্চ জয়পতাকা সকল উড্ডীয়মান কর, পূজ্যপাদ ভুবনেশ্বর শ্রীমন্মহামোহ আগত প্রায়, ঐ আসিতেছেন।

দম্ভ।

ঠাকুরদাদা মহাশয়! মহারাজ নিকটবর্ত্তী হইলেন, চলুন্ আমরা উভয়ে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্মান পূর্ব্বক আহ্বান করি!

অহঙ্কার।

চল ভাই শীঘ্রই চল।

[তদনন্তর অহঙ্কার এবং দম্ভ উভয়েই রঙ্গভূমি হইতে নির্গত হইলেন।]

[ইতিমধ্যে মহামোহের একজন অগ্রগামী প্রবেশক উপস্থিত।]

এই আমাদের মহারাজ আসিতেছেন।

[মহারাজ মহামোহের স্বকীয় সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সমুদয় রাজসম্পত্তি সহকারে সপরিবারে রঙ্গভূমিতে আগমন]

মহামোহ*।

[সভা প্রবেশ পূর্ব্বক সভ্যগণের প্রতি।]

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা।

[মুহুমুহু হাস্যবদনে]

রাগিণী সুহিনীবাহার। তাল মধ্যমান।

এই অখিল সংসার, ভাবিয়া অসার,
বল কি ভেবেছ সার?।
জাননা যে জীব তুমি, সব্ নিরাকার॥

ধূয়া।

একাকারে ব্যাপ্ত ভব, একাকারে লুপ্ত সব,
একাকারে আমি রব, হব একাকার।
না মানিয়া একাকার, যদি মানো একাকার,
একাকারে, সে আকারে, না রহে আকার॥ ১
রূপ, রস, আদি পঞ্চ, তাহাতে করিয়া তঞ্চ,
মানিছ উপাস্য-পঞ্চ*, প্রভেদ-প্রকার।
এত নহে ভ্রম অল্প, শাস্ত্রে শুনি মিছে গল্প,
মনেতে করিয়া কল্প, পূজিছ সাকার॥ ২
অজমুণ্ড, গজমুণ্ড, চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড,
না বুঝিয়া মাথামুণ্ড, গড়িছ আকার।
মাটি, জল, সহকারে, স্বহস্তে গড়েছি যারে,
কেমনে করিব তারে, অনাদি স্বীকার?॥ ৩
ভ্রান্ত যত পাপি-নরে, স্বভাবে অভাব ধরে,
মাটিতে নিক্ষেপ করে, নানা উপচার।
কেবলি হতেছে ভ্রষ্ট, দেখে পষ্ট যত নষ্ট,
নিজ দেহে দেয় কষ্ট, থেকে অনাহার॥ ৪
বঞ্চনাবৃক্ষের বীজ, প্রতারক যত দ্বিজ,
কেবল শিখেছে নিজ, আহার বিহার।

---

* মহামোহ।—মনের অত্যন্ত ভ্রম।

* উপাস্যপঞ্চ।—গণেশ, দিনেশ, রমেশ, উমেশ, আদ্যাশক্তি ভগবতী।

ইঁহারদিগের উপাসক পঞ্চপ্রকার।—যাঁহারা গণেশের উপাসক, তাঁহারা "গাণপত্য" যাঁহারা সূর্য্যের উপাসক, তাঁহারা "সৌর" যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক, তাঁহারা "বৈষ্ণব" যাঁহারা শিবের উপাসক, তাঁহারা "শৈব" এবং যাঁহারা শক্তির উপাসক, তাঁহারা "শাক্ত-শব্দে" বাচ্য হয়েন।—ইঁহারদিগেই পঞ্চপ্রকার সাকারবাদি উপাসক কহে।

নিজতত্ত্বে বোধশূন্য, স্বভাবত অতি ক্ষুণ্ণ,
উপবাসে কোথা পুণ্য, ওরে দুরাচার? ॥ ৫
হোয়ে তুমি ভ্রমলব্ধ, কখনো, বা, রহ স্তব্ধ,
কখনো বা মানো শব্দ, কভু বর্ণাকার।
কোথা শব্দ*,কোথা কর্ণ,কোথা চক্ষু,কোথা বর্ণ†,
সে বর্ণ বিবর্ণ শুধু, মনেরি বিকার ॥ ৬
যদি বল বিভু "বীজ," বল কোথা তার বীজ,
সে বীজে কি হয় নিজ, ফলের সঞ্চার?।
বর্ণেযোগ মিছে ইন্দু,মিছে নাদ‡ মিছে বিন্দু§
সন্তরণে মহাসিন্ধু, কিসে হবে পার? ॥ ৭
যদি বল সত্য "বেদ," তাহে কি ঘুচিবে খেদ,
করে বেদ, ব্রহ্ম-ভেদ, লিখিয়া ওঁকার॥।
অকার¶ বেদের উক্তি, সাধনে কি হয় মুক্তি,
কেমনে মানিব যুক্তি, উকার(১) মকার(২)? ॥ ৮
প্রকৃতি প্রকৃত জানি, সেই জ্ঞানে হই জ্ঞানি,
কিরূপে তাহারে মানি,দৃশ্য নাহি যার?।
অদৃশ্য বলিব যারে, মনে কি মানিব তারে,
একাকারে নিরাকারে, হেরি নীরাকার ॥ ৯
মেনে শাস্ত্র অনুরোধ, হিতবাক্যে করে ক্রোধ,
কিছুমাত্র নাহি বোধ, আধেয় আধার।

স্বভাবের একি রিষ্টি, কার প্রতি কর দৃষ্টি,
সে কি করে এই সৃষ্টি, হোয়ে নিরাকার? ॥ ১০
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব, মূল তায় অনুভব,
নাহি এক ভবধব, বিফল বিচার।
সদা অন্ধ সহকারে, রহে অন্ধকারাগারে,
অন্ধ কি জানিতে পারে, কোথা অন্ধকার? ॥ ১১
স্নান কর গঙ্গানীরে, মর নানা দেশ ফিরে,
মিছে মিছি কেন শিরে, বহ ভ্রান্তি-ভার।
পতিতপাবনী যদি, হয় এই গঙ্গানদী,
তোমা চেয়ে কুম্ভীরাদি, বহুপুণ্যাধার? ॥ ১২
কিসে তুমি কর ভয়, কিসে তুমি হবে লয়,
কিসে বা আচার রয়, কিসে অনাচার?।
এই যে শরীর তব, অপবিত্র কিসে কব,
মনেতে সঞ্চিত সব, মন মূলাধার ॥ ১৩
অতি ঢোঁসা,পত্রচোসা, মণ্ডালোসা,যত ফোঁসা,
ধোরে পুষ্প, কুশী কোশা, করে কি আচার?।
মনে মনে কি বাসনা, পূজা করে শবাসনা,
বৃথা এই উপাসনা, নিজ-অপকার ॥ ১৪
এই সব ভণ্ডগণ, কেবল পাবার মন,
করে শাস্ত্র বিরচন, অশেষ প্রকার।
এটা পুণ্য, এটা পাপ, বোলে দেয় নানা তাপ,
হায় ই কি মনস্তাপ, কব কারে আর? ॥ ১৫
ইহকাল ভোগসূত্র, ভোগ ছাড়া নাহি কুত্র,
ভোগ-হেতু দারা পুত্র, যত পরিবার।
যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন নাহি ফাকি,
মুদিলে যুগল আঁখি, কেহ নহে কার ॥ ৬
অতএব বাক্য ধর, দুখে কেন কাল হর,
সকলেই হবে পর, হোলে শবাকার।
যোগে দেহ অনুযোগ, সুখে কর সুখভোগ,
জীবনান্তে ভোগাভোগ, কিছু নাই আর ॥ ১৭

---

* "শব্দ।—ব্রহ্ম"।
† "বর্ণ।—ব্রহ্ম"।
শব্দকে ও বর্ণ অর্থাৎ অক্ষরকে বেদে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
‡ নাদ।—শক্তি।
§ বিন্দু।—ব্রহ্ম।
॥ ওঁ।—প্রণব। ব্রহ্ম।
ভগবান। শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যেতে বাহুল্যরূপ বর্ণনা করত পরিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।
¶ অ।—সত্বগুণি বিষ্ণু।
(১) উ।—তমগুণি রুদ্র।
(২) ম।—রজগুণি ব্রহ্মা।

[অন্যদিগে মুখ করিয়া কিঞ্চিৎ
গাম্ভীর্য্য পূর্ব্বক]

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা

রাগিণী আলেয়া। তাল মধ্যমান।

এই শরীর-রতন, হইবে পতন।
নিজভাবে ভাবী হোয়ে, কররে যতন॥
এই শরীর রতন, হইবে পতন।
না হইল সুখ লাভ, মনের মতন॥

ধূয়া।

আপন আপন-রব, নিশির-স্বপন সব,
গোপন কি আছে তব, ভব-প্রকরণ।
পেয়েছ ভোগের দেহ, তার প্রতি কর স্নেহ,
পরে আর নাহি কেহ, মুদিলে নয়ন॥
প্রকৃত প্রকৃতি-গুণ, বিকৃতি কি তাহে পুন,
আকৃতি দেখিয়া কর, সুকৃতি-সাধন।
দেহ ছাড়া আত্মা এক, নাই নাই, মিছে ভেক,
দৃষ্টিহীনে অভিষেক, কোরোনারে মন॥
পেয়েছ উজ্জ্বল আঁখি,তার কাছে কোথা ফাকি,
বুঝিতে কি আছে বাকী, সার বিবরণ?।
স্বভাবে রাখিয়া দৃষ্টি, দেখ দেখি এই সৃষ্টি,
সৃষ্টিছাড়া অনাসৃষ্টি, সৃষ্টির কারণ॥
গ্রহ, তারা, তিথি, রাশি, কাল, দণ্ড, রাশি রাশি,
রীতিমত আসে যায়, করিয়া ভ্রমণ।
স্বভাবের এই ধারা, স্বভাবেতে বদ্ধ তারা,
স্বভাবে অভাব-ভাব, হয় কি কখন?॥
এতো-নহে ভার বোঝা, সহজেই যায় বোঝা,
সোজাপথ ছেড়ে করে, কুপথে গমন।
পরলোকে স্বর্গভোগ, ভ্রমে ভোগে কর্ম্মভোগ
করিতেছে মিছে যোগ, যত মূঢগণ॥
শোন্ শোন্ নরলোক, কোথা তোর পরলোক
অজ্ঞান-মদের ঝোঁক, প্রলাপ-বচন?।
পরকালে কর্ম্মফল; কেবল ধূর্ত্তের ছল,
আকাশ-তরুর ফল, অলীক যেমন॥
গগনের নাহি মূল, তাতে নাহি ফোটে ফুল,
পুরাণের লেখা-ভুল, মিছে দরশন*।
সাধে আমি বলি রূঢ়, বল্ বল্ ওরে মূঢ়,
কোথা পেলি মর্ম্ম গূঢ়, আত্মনিরূপণ?॥
যাহা নাই, তাই আছে, শুনেছিস্ কার কাছে,
মিছে কাচে, কাচ কাচে, মূর্খ যত জন।
কোথা তোর দিব্যজ্ঞান, ধ্যান নয়,এ, যে, ধ্যান
নয়নে না হয় কেন, আত্মা-দরশন?॥
ভ্রমে যত হরে কাল, আপনার করে কাল,
জীবনান্তে পরকাল, অলীক-কথন।
পদ্মপাতে যথা জল, নাহি পায় বাসস্থল,
সেইরূপ ভাবি-ফল, কর্ম্মেতে ঘটন॥
প্রকৃতির কিবে লীলে, দুগ্ধেতে অম্বল দিলে,
পরিণামে হয় যথা, দধির সৃজন।
বায়ু, বহ্নি, ধরা, জলে, পরস্পর যোগ-বলে,
স্বভাবে সেরূপ সদা, হতেছে চেতন॥
অজ্ঞান মানব চয়, এই দেহ জড় কয়,
জড় নয়, জড় নয়, দেহ সচেতন।
বৃহস্পতি করি যুক্তি, করেছেন এই উক্তি,
অন্য আর নাই মুক্তি, মুক্তিই মরণ॥
আকার প্রকার রব, সম সব, অবয়ব,
সমান জনম মৃত্যু, সমান গঠন।
সম ছেদ, সম ভেদ, কিছু নাই, ভেদাভেদ,
সম সুখ, সম দুখ, রমণ গমন॥
তবে কেন ভণ্ড নরে, মিছে ভেদাভেদ ধরে,
কল্পনা করিয়ে করে, বর্ণ নিরূপণ?।

---

* দরশন।—দর্শন।—ন্যায়, সাংখ্য, পাতাঞ্জলাদি ষড় দর্শন।

এই বড়, এই ক্ষুদ্র, এই দ্বিজ, এই শূদ্র,
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওরে, ও হয় যবন॥
সাধে আমি হই ক্রুদ্ধ, বোধেরে করিয়া রুদ্ধ,
এ অশুদ্ধ, আমি শুদ্ধ, এ ভেদ কেমন ?।
কত দূর অভিমান, অজ্ঞানের এই ভান,
কেমন পাষাণ প্রাণ, প্রেমহীন-মন॥
অরসিক হোয়ে রসে, দ্বেষ-বশে বোলে বসে,
এ হয় পাপের অন্ন, কোরোনা ভোজন।
না খেলেতো নাহি ত্রাণ, খেলে পরে থাকে প্রাণ,
দেহে করি বল দান, বাঁচায় জীবন॥
নরাধম কর্ম্মচেটো, হেন "অন্ন" বলে এঁটো,
ব্রহ্মরূপে করে যেই, জীবের পালন।
দুঃখে বহে চক্ষে ধারা, হোয়ে সবে ভেদহারা,
বলে এই পরদারা, কোরোনা হরণ॥
পর-বোধ আছে যার, সেই ভাবে পরদার,
পর নহে কেহ কার, সকলি আপন।
সকলেরি এক গতি, সকলেরি এক মতি,
সকলেরি মনে রতি, সহিত মদন॥
পরস্পর নহে পর, স্বভাবের অনুচর,
স্বভাবে অভাব যার, সে করে বারণ।
ভোগে ভেদ যদি রবে, পশু, পাখি, সবে ভবে,
স্বেচ্ছাগত কেন তবে, করিবে গমন?॥
খাটি নহে কারো মন, প্রেম-অন্ধ যত জন,
বলে এই পরধন, কোরোনা গ্রহণ।
পাগলেরা এই কথা, বলিতেছে যথা তথা,
বাচাল হইয়া করে, শাস্ত্র-আলাপন॥
প্রাণে আর নাহি সয়, দিলে সত্য পরিচয়,
পাগলে পাগল কয়, একি কুলক্ষণ?।
নাস্তিকে নাস্তিক ভাষে, শুনিয়া প্রকৃতি হাসে,
তাহারা আস্তিক যদি, নাস্তিক কেমন?॥
জয় জয় বৃহস্পতি, চার্ব্বাক-চরণে নতি,
বৌদ্ধমত সত্য অতি, শাস্ত্র-সনাতন।
অদৃশ্য পদার্থবাদী, প্রতারক মিথ্যাবাদী,
হেরিবনা হেরিবনা, তাদের বদন॥

[আর একদিগে মুখ করিয়া খল্ খল্ শব্দে হাসিতে হাসিতে ভঙ্গিমা দ্বারা]

হাঃ—হাঃ—হাঃ—এরা কে গঙ্গার্ ধারে? এতো বড় হাসির ব্যাপার্! হাঁরে ও আঙুল্ নেড়ে কি ভেঙাচ্ছে? বিড়ির্ বিড়ির্ কি ঘেঙাচ্ছে। আরে ঐ ফুলের বাড়ী কি ঠেঙাচ্ছে? এই বিট্‌লে মাটি নিয়ে কি গোড়চ্ছে? ওখানে ও কি পোড়্চ্ছে! ভিড়িং ভিড়িং, ধিড়িং ধিড়িং, পিড়িং পিড়িং, এরা কি সেতার বাজাচ্ছে?

রোহিণী পয়ার।

হায় হায়, হায়, এরা, ঘোর পাপযুক্ত।
ভ্রান্তিরূপ পাশ হোতে, কিসে হবে মুক্ত?॥
হতবুদ্ধি যত জন্তু একদল ভুক্ত।
নাহি জানে সার শাস্ত্র, বৃহস্পতি উক্ত॥
হায় আমি বেণাবনে, কেন ফেলি মুক্ত?।
থাকিতে পায়স, পিঠে, খেয়ে মরে সুক্ত॥
[আর একদিগে নিরীক্ষণ করিয়া শ্লাঘাপূর্ব্বক]

মোহিনীচ্ছন্দ।

অকাট্য আমার কথা, কার্ সাধ্য কাটে রে?।
আমার নিকটে কার, জারিজুরি খাটে রে?॥
সম্মুখ-বিচার-যুদ্ধে, কে আমারে আঁটে রে?।
প্রমাণের বাণ দেখে, সকলেই ঘাঁটে রে॥

মিছে ধর্ম্ম, মিছে মর্ম্ম, কর্ম্মফেন চাটে রে?।
কথনো কি ফল হয়, রসহীন কাটে রে?॥
বঞ্চক বামুন-গুলা, ফেরে কত ঠাটে রে।
দিয়েছে ভোগের ভাগ, ভোগারূপ হাটে রে॥
বাচালতা কোরে শুধু, ফেরে মালসাটে রে!।
সকলে সেজেছে শণ্ড, নাটুয়ার নাটে রে॥
সত্যপথে কেহ আর, ভ্রমে নাহি হাঁটে রে।
তৃষ্ণাদোষে নাবিয়াছে, মিথ্যানদী ঘাটে রে॥
মরুক্, চরুক্, গরু, আশারূপ মাটে রে।
সুখে আমি রাজ্য করি,বোসে রাজপাটে রে॥

[কলি এবং শিষ্যের সহিত চার্ব্বাকের রঙ্গভূমিতে আগমন]

চার্ব্বাক*।

[সভামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সকলকে তুচ্ছ করিয়া অতি উচ্চরবে বক্তৃতা]

হিল্লোলচ্ছন্দ।

ধর্ম্মপথে হোয়ে চোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর,
নয়নের অগোচর, নাই কিছু, নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই যোগে দেহ যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ, নাই কিছু, নাই কিছু॥
শরীরের মাঝে শূন্য, ইথে কেন হও ক্ষুণ্ন,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য,নাই কিছু,নাই কিছু।
ভ্রমে কর কার সেবা, তোমার উপাস্য কেবা,
শাস্ত্রমতে দেবী দেবা, নাই কিছু, নাই কিছু॥
ধর্ম্ম বল কিসে বল, কর্ম্মবীজে শর্ম্মফল,
পরে আর ফলাফল, নাই কিছু, নাই কিছু।
তন্ত্র নিজে পাপ-তন্ত্র, মূল মাত্র নিজ-যন্ত্র,
জপ, হোম, পূজা, মন্ত্র, নাই কিছু, নাই কিছু॥

*চার্ব্বাক—নাস্তিকবিশেষঃ।

মনে কেন রাখ খেদ, ভণ্ড লোকে মানে বেদ,
আত্মমতে ভেদাভেদ, নাই কিছু, নাই কিছু॥

বীরবিলাসিনীচ্ছন্দ।

সমুদয় এই বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদয় হে,
বস্তু সমুদয়।
এই ভব ভোগ্য তব, ভোগে কেন পরাভব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে,
স্বভাবেই হয়॥
সকলি স্বভাব-অংশ, স্বভাবে সকলি ধ্বংস,
সমুদ্রের বিম্ব যথা, সমুদ্রেই লয় হে,
সমুদ্রেই লয়।
ঋতু, মাস, তিথি, বার, আসে যায় বারবার,
স্বভাবের পরিবার, স্বভাবে উদয় হে,
স্বভাবে উদয়॥
রবি আর শশধর, স্বভাবত নিরন্তর,
স্বভাবের চক্ষু হোয়ে, করে আলোময় হে,
করে আলোময়।
বহ্নি,বারি, ধরা, জল, শস্য, বীজ, বৃক্ষ,ফল,
ভোগের কারণ সব, সুখের আলয় হে,
সুখের আলয়॥
নয়নের অগোচর, আছে এক সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য, ছাড়া বিশ্ব, বল কোথা রয় হে,
বল কোথা রয়?।
কিকহিব আহা আহা,কেমনে মানিব তাহা,
আঁখির অদৃশ্য যাহা, কিছু কিছু নয় হে,
কিছু কিছু নয়॥
কলেবর মনোহর, কেবল ভোগের ঘর,
সেই কর্ম্ম সদা কর, যাহে সুখোদয় হে,
যাহে সুখোদয়।

পদে পদে পরিতাপ্, প্রাণ যায় বাপ্‌বাপ্,
আহার-বিহারে পাপ্, পাপিলোকে কয় হে,
পাপিলোকে কয়॥
যত সব বুদ্ধিমোটা, কপাল জুড়িয়া ফোঁটা,
সুখপথে মেরে খোঁটা, দুঃখবোঝা-বয় হে,
দুঃখ বোঝা বয়।
ইন্দ্রিয়ের রেখে মর্ম্ম, সাধন করিব কর্ম্ম,
দূর্ দূর্ দূর্ ধর্ম্ম, তারে কিসে ভয় হে, i
তারে কিসে ভয় i॥
শাস্ত্রকার ভাঁড় যত, লিখিয়াছে নানামত,
তাদের অলীক-মত, প্রাণে নাহি সয় হে,
প্রাণে নাহি সয়।
করি যোগ গাত্রে গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে,
যুগ্মভাবে পাত্রে পাত্রে, পূর্ণানন্দময় হে,
পূর্ণানন্দময়॥
সমভাব সব অঙ্গে, সমভাব সব সঙ্গে,
রসাভাস রস-রঙ্গে, কর কালক্ষয় হে,
কর কালক্ষয়।
চুরি নয়, হত্যা নয়, অধিকন্তু, সুখ হয়,
ইথে যারা পাপ কয়, তারা দুরাশয় হে,
তারা দুরাশয়।
ভেদজ্ঞান মহারোগ, কেবলি পাপের ভোগ,
ইচ্ছামতে কর ভোগ, মনে যাহা লয় হে,
মনে যাহা লয়॥
বিবেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদি,
ছেড়ে রব, ক্রমে সব, কর পরাজয় হে,
কর পরাজয়।
ফুটিল মানসকলি, মোহিত আনন্দ-অলি,
কলিযুগে মহাবলী, মহামোহ জয় হে,
মহামোহ জয়॥

চার্ব্বাকের শিষ্য।

[সংশয়চ্ছেদনার্থ গুরুর প্রতি প্রস্তাব]

হে গুরো! যথার্থ শাস্ত্র বলিয়া কাহাকে মান্য করিব? এবং কিরূপ আচার করিয়া জীবনযাত্রা যাপন করিব? যদি অভিলষিত-দ্রব্য ভোজন ও পান এবং স্বেচ্ছানুরূপ-কর্ম্ম-দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করাই পরমার্থ হয়, তবে এই সমস্ত তীর্থবাসি জনেরা কেন এতকাল সাংসারিক-সুখ পরিহার-পুরঃসর শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুদিগের ঘোরতর যাতনা সহ্য করত পরাকাদি* ব্রত-দ্বারা এত কষ্টে এত দুঃখে সময়, দেহ, এবং আয়ু-ক্ষয় করিতেছে? ইহারা ভাবতেই কহিতেছে, এই সংসার কেবল অসার, দুঃখের আধার, ইহাতে সুখমাত্রই নাই।—এই সাংসারিক সুখ সর্ব্বতোভাবেই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সংসারাসক্ত জীব ইন্দ্রিয়ের অধীন, বিষয়-ভোগানুরাগ-বশতঃ পাপ সঞ্চয় করে, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান-লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেনা,

* পরাক—প্রায়শ্চিত্তবিশেষ, যাহাতে দ্বাদশ দিন উপবাস করিতে হয়।

মরণান্তে নারকী হইয়া পাপের দণ্ড ভোগ করে ইত্যাদি।

চার্ব্বাক।

হে বাপু! তুমি কি জাননা, অর্থশাস্ত্রই যথার্থ শাস্ত্র, অর্থকরী-বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা, ইতিহাসাদি যে শাস্ত্র, সে তাহারি অনুরূপ-অন্তর্গত মাত্র। বেদাদি শাস্ত্র সকল শাস্ত্রই নহে। শুদ্ধ প্রবঞ্চনা, ছলনা, চাতুর্য্য ও মিথ্যাবাক্যে পরিপূর্ণ, প্রলাপিদিগের প্রলাপ মাত্র। দুর্জ্জন বঞ্চকেরা আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপন ও প্রবঞ্চনা-পূর্ব্বক অর্থ-সংগ্রহ করণ কারণ কতকগুলীন অর্থহীন প্রমাণ-হীন আকাশভেদি বচন রচন করিয়া নিরন্তর অবোধ-লোকদিগ্যে বঞ্চনা করিতেছে, এবং আপনারা আত্ম-দোষে প্রত্যহই প্রত্যক্ষ-সুখে বঞ্চিত হইতেছে। হে বৎস! দেখ, ইহার-দিগের একখানি দোষ নহে, ইহারা বঞ্চক, মিথ্যাবাদি, ভ্রান্ত এবং মূর্খ। মুক্তি কাহাকে বলে তাহা জানেনা, মৃত্যুর নামি মুক্তি, মুক্তি আর একটা স্বতন্ত্র গাছের ফল নহে। কি ভ্রান্তি! কি চাতুরী! ইহারা মিথ্যারূপে মৃত-ব্যক্তির প্রেতত্ব কল্পনা করে। এক মুখে দুই কথা কয়, একবার বলে কাশীতে মরিলেই মুক্তি হয়, গঙ্গায় মরিলেই মুক্তি হয়, আবার চমৎকার দেখ, যাহারা এই বারাণসীধামে প্রাণত্যাগ করিতেছে, গঙ্গার-তীরে নীরে দেহ পরিহার করিতেছে, তাহা-রদিগেরি প্রেত বলিতেছে, শ্রাদ্ধ তর্পণ বিধান করিতেছে। ধূর্ত্তেরা এক বিষয়েই দুই প্রকার প্রমাদের কথা উল্লেখ করে, অতএব ইহারদের কথা কি শুনিতে আছে? এই মিথ্যা কথায় কি কাণ দিতে আছে?

পয়ার।

যাগ করে, ব্রত করে, ক্রিয়া করে যত।
মিছে ভ্রমে, মিছে শ্রমে, আয়ু করে গত॥
কর্ত্তা, ক্রিয়া, দ্রব্যের, হইলে পরে নাশ।
যাগকারকের যদি, হয় স্বর্গবাস॥
দাবানলে দগ্ধ হয়, তরু যে সকল।
সে সকল গাছে তবে, হোতে পারে ফল॥
পোড়া গাছে ফল যদি, সম্ভাবনা হয়।
এদের কথায় তবে, করিব প্রত্যয়॥
মৃতজনে জল দেয়, দেয় অন্ন গ্রাস।
মরা গরু কখনো কি, খেয়ে থাকে ঘাস?॥
মৃতনর তৃপ্ত হয়, তর্পণের জলে।
তেল পেলে নেবা দীপ, কেন নাহি জ্বলে?॥
কুহকী জনের মনে, কি কুহক আছে।
একেবারে জগতেরে, অন্ধ করিয়াছে॥
যে বিদ্যায় নাহি হয়, অর্থ উপার্জ্জন।
যে বিদ্যায় নাহি হয়, সুখের সাধন॥

যে শাস্ত্রের কথা নহে, বিশ্বাসের স্থল।
যুক্তি সহ যোগ করি, নাহি দেখি ফল॥
এলোমেলো লিখিয়াছে, যা এসেছে মনে।
সে লেখা প্রমাণ আমি, করিব কেমনে?॥
ওরে বাপু প্রাণাধিক, স্থির জেনো এই।
শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র নয়, বিদ্যা নয়, সেই॥
বঞ্চকেরা বাঁধিয়াছে, বঞ্চনার গুণে।
ভ্রান্ত লোকে ভুলিয়াছে, ফলশ্রুতি শুনে॥
ভুলিয়া মিষ্টের লোভে, শিশু যে প্রকার।
আশার অধীনে হয়, অধীন পিতার॥
ভাবি-স্বর্গভোগ-রূপ, সন্দেসের লোভে।
যত সব মূর্খ লোক, মরিতেছে ক্ষোভে॥
ক্রিয়াকাণ্ড-রত যত, সার-বস্তুহীন।
আশায় হতেছে সবে, শঠের অধীন॥
সংসারেতে দুঃখ আছে, করিব স্বীকার।
বিনা দুখে সুখভোগ, হোয়ে থাকে কার?॥
আপনার হিতবোধ, মনে আছে যার।
সে কি কভু ছেড়ে থাকে, সুখের সংসার?॥
জগতের গূঢ়ভাব, কে জানিবে স্থির।
সুখ ধনে ভরা আছে, ভিতর বাহির॥
সমুদ্রের জল দেখ, স্বভাবে লবণ।
মথন করিলে হয়, অমৃত সৃজন॥
"টক" বোলে দধি কেন, ফেলে দিতে যাবে?।
এখনি মথন কর, ননী, ঘৃত, পাবে॥
ধান নিয়ে দেখ বাবা, হাতের উপরে।
তণ্ডুল রয়েছে তার, তুষের ভিতরে॥
তুষ বোলে কেন তারে, ফেলে দিতে যাবে?।
ধান-ভেনে, চাল লও, কত সুখ পাবে॥
চিরকাল প্রিয় যেই, প্রিয় সেই রয়।
ক্ষুদ্র-দোষে কখনো কি, অপ্রিয় সে হয়?॥
নানা দোষে দেহ হোলে, দোষের আধার।
এই দেহ কবে বল, প্রিয় নয় কার?॥

রসনারে করে সদা, দশন আঘাত।
নোড়া দিয়ে কোন্‌কালে, কে ভেঙেছে দাঁত?॥
ছারখার করে অগ্নি, পোড়াইয়া ঘর।
সে আগুণে, কবে কেবা, করে অনাদর?॥
ভূমি নাশ করে জল, বিস্তারিয়া ঢেউ।
সে জলের অনাদর, নাহি করে কেউ॥
কিছু দুঃখ আছে বোলে, শুন ওরে বাবা!
যেজন সংসার ছাড়ে, হাবা, সেই হাবা॥
ইচ্ছামত সুখভোগ, আহার বিহার।
তার চেয়ে পরমার্থ, কিছু নাই আর॥
বোধহীন মূঢ় যারা, বদ্ধ ভ্রমজালে।
এ সুখ কি ভোগ হয়, তাদের কপালে?॥
শরীর শোষণ করে, রবির কিরণে।
ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে, পেটের কারণে॥
উপবাসে ভোগ করে, কঠোর যাতনা।
মোক্ষের সাধনা নয়, দুঃখের সাধনা॥
তপস্যায় জ্বোলে পুড়ে, পাপে ভোগে দুখ।
মোরে গেলে ফুরাইল, কবে পাবে সুখ?॥
বাপুরে প্রত্যক্ষ দেখ, তপস্যার ফল।
আত্মঘাতি হোয়ে মরে, পাষণ্ডের দল॥
স্বেচ্ছামত ভোগ করি, আমরা সকলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ, কারে আর বলে?॥

[সন্ন্যাসী দেখিয়া।]

বল-হে সন্ন্যাসি, তুমি, কি কাজ করেছ?।
বগলে ভিক্ষার ঝুলি, কি হেতু ধরেছ?॥
ঘরে ঘরে ফেরো যদি, ঘর-ছাড়া হোয়ে।
ঘর ছেড়ে, কিবা ফল, থাকো ঘর লোয়ে?॥
পেট্ নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি গুণো হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর, কাজ্ কিরে বাপু?॥
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে, ফিরিতে না হয়।
অনাহারে, দেহ যদি, সমভাবে রয়॥

তবেতো তপস্যা জানি, মানি ভোর ক্রিয়া।
সকলেই ঘুরিতেছে, পোড়া পেট নিয়া॥
সেই যদি খেতে হোলো, অন্ন আর জল।
বল্ বল্ বল্ তবে, সন্ন্যাসে কি ফল?॥
দেহ আছে খেটে খেয়ে, ভোগ কর ক্রিয়া।
কারো কাছে চেঁচায়োনা, পেটে হাত দিয়া॥

(দণ্ডিদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।)

ওরে ভণ্ড, হাতে দণ্ড, এ কেমন রোগ?।
দণ্ডে দণ্ডে, নিজ দণ্ডে, দণ্ড কর ভোগ?॥
নিজ হাতে, নিজ পিণ্ড, করিয়া গ্রহণ।
লণ্ডভণ্ড হোয়ে মরো, কাণ্ড এ কেমন?॥
মুক্তি মুক্তি, করিতেছ, যত নারী নরে।
কথায় বসায়ে হাট, বেচা, কেনা করে॥
কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাই কাণ॥
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি, কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ।
ভূতে ভূত মিশাইয়ে, হয় অপ্রকাশ॥
অবিনাশী, শূন্য এই, স্বভাবেই রয়।
বল তবে, এ জগতে, মুক্তি কার হয়?॥
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ, আর সব শূন্য।
বল্ বল্, কোথা পাপ, কোথা ভবে পুণ্য?॥

মহামোহ।

[আত্ম-মনোগত বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক।]

আহা, আহা! এখানে কোন্ সাধু ব্যক্তির আগমন হইয়াছে? সাধু সাধু, ধন্য ধন্য, এ মহাত্মা কে-রে? চিরকালের-পর অদ্য আমি যথার্থরূপে সুখী হইলাম। ওরে এমন্ সত্যবাদী, সুধাভাষী-পবিত্র-চিত্ত সদানন্দময় সংশয়চ্ছেদক মহা-পুরুষ কি আছে রে? মরি মরি! আহা আহা! ওহে কে তুমি? কে তুমি? আমার মনের অন্ধকারকে হরণ করিলে। আহা, আমার কর্ণ-পথে কি সুমধুর অমৃত-বৃষ্টি হইতে-ছে! কি আনন্দ, কি আনন্দ!

(আহ্লাদে গদগদ হইয়া দৃষ্টি পূর্ব্বক।)

আরে, এই যে, দেখি।—ইনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম-পরম-সুহৃৎ চার্ব্বাক। না হবে কেন? ওরে চার্ব্বাক-রে—চার্ব্বাক।

চার্ব্বাক।

[অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে।]

হাঁ—ইনি বিশ্বপূজ্য মহারাজ মহামোহ। ভাল ভাল, বড় সুখের দিন, যাই তবে নিকটে যাই।

[নিকটে গিয়া।]

মহারাজের জয় হউক্, জয় হ-উক্, শত্রু সব ক্ষয় হউক্, ক্ষয় হউ-ক্। তাদের মনে ভয় হউক্, ভয় হ-উক্, ভয় হউক্, কালের কোলে লয় হউক্, লয় হউক্। এই সমুদয়,

একাকারময় হউক, একাকারময় হউক।

[ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করণে উদ্যত।]

মহামোহ।

এসো এসো, চার্ব্বাক এসো, প্রাণের ভাই এসো. এই আসনে বোসো বোসো, এত ব্যস্ত কেন? রোসো রোসো, আগে কোলাকুলিটি করি।

কোলাকুলি।

মহামোহ।

বোসো ভাই বোসো,—কেমন্ তোমার মঙ্গল্তো।

চার্ব্বাক।

শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল। মহারাজ আপনার শিষ্যানুশিষ্য, দাসানুদাস কালশ্রেষ্ঠ কালরাজ কলি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এবং আপনার ভুবনপুজ্য শ্রীপাদপদ্মে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পবিত্র হইবার জন্য এই আমার সঙ্গেই আসিয়াছেন।

মহামোহ।

কই কলি, কই? এসো এসো, এসো বাপু, এসো এসো, কল্যাণ্ হোক, কল্যাণ হোক্, দেখি বাপু, মুখ্ খানি দেখি,—এই, যে, বড় হয়েছ, তোমাকে আমি "হামাগুড়ি,, দিতে দেখে ছিলাম, তখন এক একবার হাঁটি হাঁটি পা-পা করিতে। এখন তোমার গোঁপের রেখা দিয়েছে। ভাল ভাল, তবে এ দিগের কি পর্য্যন্ত হয়েছে, বল দেখি। তীর্থের সংবাদ কি? এখনো কি বেদ-বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মে লোকের বিশ্বাস আছে?

কলি।

প্রভু। প্রণাম করি, অদ্য শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম! মহাশয় আমার কার্য্য ও পরাক্রম প্রত্যহই প্রতিক্ষণে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন। হে মহারাজ! আমরা কেবল উপলক্ষ মাত্র, সকলি আপনার কটাক্ষের প্রভাব। পদযুগের মহিমাতেই সকলি হইতেছে। আর কি নিবেদন করিব?

[মহারাজের মঙ্গল প্রার্থনা।]

যে স্বভাব পৃথিবী-উজ্জ্বলকারি-গগনবিহারি—ধ্বান্তহারি-সূর্য্যদেবকে দীপ্তমান করিতেছেন।—যে স্বভাব রজনীতে নক্ষত্র-মণ্ডলমণ্ডিত অতি চিত্র চিত্র-মণ্ডলে চন্দ্রের উদয় করি-

য়া আমারদিগের হৃদয়-কুমুদ প্রফুল্ল করিতেছেন।—যে স্বভাব গ্রীষ্ম,বর্ষা, শরদ, হিম, শিশির, বসন্ত, এই সুখময় ছয় ঋতুকে আমাদিগের ভোগের নিমিত্ত সৃজন করিতেছেন।—যে স্বভাব বহুবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য-পানীয় প্রদান পূর্ব্বক অস্মদাদিকে সমুহ সুখে সুখি করিতেছেন, আর যে স্বভাব পুরুষের কামকেলি-সুখ-সম্ভোগার্থে সর্ব্ব-দুঃখসংহারিণী সাক্ষাৎ-মোক্ষবিধায়িনী--সর্ব্বমনোমোহিনী--রতিরসবিলাসিনী--কোমলাঙ্গী কুটিলাক্ষী--কামিনী-কদম্বের সৃষ্টি করিয়া তাহারদিগের বিমল-বদনে কেশাবলী প্রদান করেন নাই, সেই স্বভাব অনুকূল হইয়া সততই মহারাজের মঙ্গল বিধান করন।

আমাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ বিবেচনা করিবেননা, আমি বয়সে বালক বটি, কিন্তু কার্য্যে অত্যন্তই প্রবীণ।

[সভাস্থ সকলের প্রতি]

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

স্বেচ্ছাময়-মন তুমি, জগতের ভূপ।
আপন স্বরূপ তুমি, আপন স্বরূপ॥
লোক সব গিছে ভ্রমে, সংসার-কাননে ভ্রমে,
নাহি দেখে কোনোক্রমে, নিজ নিজ রূপ।
নানা-ভাবে ভাব হরে, অভাবের ভাব ধরে,
বিরূপ স্বভাবে করে, স্বভাবে বিরূপ॥
সুখে নাহি কাল বঞ্চে, পড়িয়া বিষম-তঞ্চে,
রূপ, রস, আদি পঞ্চে, ভাবে নানা রূপ।
আত্মহিতে যত কর্ম্ম, সেই মাত্র মূল-ধর্ম্ম,
কি কব তাহার মর্ম্ম, অতি অপরূপ॥
হোয়ে মন অনুকূল, ঘুচাও মনের ভুল,
দেখাও সহজ ভাব, স্বভাব অনুপ।
আর কত দিনে সবে, এক রবে এক কবে,
এক ভাবে এই ভবে, হবে এক-রূপ॥
আত্মহিতে হবে রত, সবে মাত্র এক মত,
না থাকিবে মতামত, ইচ্ছা-অনুরূপ।
ভিন্ন-ভাব যারা ধরে, নানা পথে ঘুরে মরে,
আপন নাশের তরে, নিজে খোঁড়ে কূপ।
না চিনিয়া ভাল মন্দ, যত অন্ধ করে দ্বন্দ্ব,
নাশিতে তাদের ধন্ধ, বুঝাব কিরূপ?॥
কাশীবাসি ওরে জীব, শিবময় মনোশিব,
শিবরূপে না পূজিয়ে, পূজিস্ কিরূপ?॥
বঞ্চনা-মদের ঘোর, বাড়িয়াছে বড় জোর,
করিস্ কি মিছে শোর, চুপ চুপ চুপ॥

ষষ্ঠপদীচ্ছন্দ।

প্রকাশ করিয়া মর্ম্ম, কারে বলি নিজ-কর্ম্ম,
কোথায় সে খোঁড়া ধর্ম্ম, শুকায়েছে অস্থিচর্ম্ম,
সকলেই পেয়ে শর্ম্ম, মম বশ হয়েছে।
কোথা বেদ, কোথা তন্ত্র, আমার স্বতন্ত্র তন্ত্র,
কুহক-কলের যন্ত্র, গূঢ়-বীজ মহামন্ত্র,
ছেড়ে সবে গুরুমন্ত্র, মম মন্ত্র লয়েছে॥
বাঁকি কিছু নাহি আর, করিয়াছি একাকার,
আমারিতো অধিকার, পলায়েছে দেশাচার,

পাপ-বোধ আছে কার, ক্রমে সব সয়েছে।
লইয়া বিষম ওজা, মারিয়া কালের গোঁজা,
বাঁকারে করেছি সোজা, নাহি আর ভারবোঝা,
সকলেই হোয়ে সোজা, শিরে বোঝা বয়েছে॥
যে কিঞ্চিৎ আছে বাঁকি, আর কি অপেক্ষা রাখি
ঘরে ঘরে বাঁকাবাঁকী-কোথায় রহিবে ফাকি,
ওড়াবে সত্যের চাকি, ছোঁড়া-গুলো কয়েছে।
অগতির আমি গতি, আজ্ঞাধীন কাম, রতি,
কেহ আর নাহি সতী, বিধবা পেয়েছে পতি,
মাচ মাংস খেতে আর, বাঁকি নাহি রয়েছে॥

ঈশ্বরতো আর নেই, কেটেছি ভ্রমের খেই,
নাস্তিকের রাজ্য যেই, কলির ঈশ্বর সেই,
আমার প্রভাবে সবে, নব-মত ধরেছে।
নাহি ভেদ পাত্রাপাত্র, জাতি, ধর্ম্ম, এক-মাত্র,
পবিত্র সবার গাত্র, একমতে শিষ্য-ছাত্র,
ছেড়ে গোত্র যত্রতত্র, একছত্র করেছে॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কত, অধ্যাপক শত শত,
হোয়ে অতি অনুরত, এ মতে দিয়েছে মত,
জনমের মত তারা, পূর্ব্বমত হরেছে।
মিছে ধর্ম্মে নাহি খাটে, নাহি নাচে মিছেনাটে,
মিছেপথে নাহি হাটে, জল খায় এক-ঘাটে,
এক ঠাটে এক পাটে, এক মাঠে চরেছে॥
সবাই টাকার বশ, টাকাতেই যত রস,
টাকা যার তার যশ, ব্যাপ্ত হয় দিক্‌দশ,
ধনরূপ-মদ-গন্ধে, ত্রিভুবন ভরেছে।
পদ গেলে বাঁচা ভার, টাকা কোথা পাবে আর,
মারা যাবে পরিবার, হাহাকার হবে সার,
সাধে কি পণ্ডিত-গুলো, লোভজ্বরে জ্বরেছে॥
গোটা কত মোটা গুঁড়ি, যেন কাঁঠালের গুঁড়ি,
নাহি আর বলে থুড়ি, কেবল মারিছে তুড়ি,
কত বুড়ী, কত ছুঁড়ী, শাঁকা চুড়ী পরেছে।
জাতি, কুল পরিচ্ছেদ, কিঞ্চিৎ যা ছিল, ভেদ,
সে ভেদ করেছি ছেদ, কারো মনে নাহি খেদ,
নিজ নিজ ইচ্ছামত, মত সবে ধরেছে॥
শুঁড়ি, হাড়ি, ডোম মুচি, অশুচি হয়েছে শুচি,
পাইলে রূপার-কুচি, অন্নেতে সবার রুচি,
পাতের প্রসাদ খেয়ে, কত লোক তরেছে।
কুল, শীল, জাতি মানে, যাদের সবাই মানে,
মত্ত ছিল অভিমানে, এখন ধনির স্থানে,
পদানত হোয়ে কত, চোখে জল ঝরেছে॥
দেখ দেখ, মহারাজ, আমার কেমন কাজ,
করিয়া সমর সাজ, মেরেছি এমন বাজ,
সকাম নিষ্কাম কর্ম্ম, সেই বাজে মরেছে।
তোমার বিপক্ষ যারা, আমার প্রতাপে তারা,
সকলেই বলহারা, ভয়েতে হতেছে সারা,
বিবেক, বৈরাগ্য, আদি, কোন্ দেশে সরেছে॥

এমন্ কি হবে কুত্র, কেমন তুলেছি সূত্র,
চাঁড়ালে ধরিয়ে সূত্র, হয়েছে ব্রাহ্মণপুত্র,
কিরূপ সাহস দেখ, কত বাড়্ বেড়েছে।
নিজ বল প্রকাশিয়া, করিছে অদ্ভুত ক্রিয়া,
বাজারের বেশ্যা নিয়া, দারা-পরিচয় দিয়া,
জারজাত ছেলে মেয়ে, ঘরকান্না কেড়েছে॥
সঙ্গ-দোষে পরস্পর, মজিতেছে কত ঘর,
যে সব আমার চর, তাহারাই সাধু নর,
জেতের বিপক্ষে সবে, কোসে বাড়্ ঝেড়েছে।
হাটে ভাঁড়্ ভেঙে ভাঁড়্ হতেছে ধর্ম্মের ষাঁড়্,
গৃহিণী হয়েছে রাঁড়্, কার সাধ্য করে আড়্,
নিজ নিজ মতে এনে, অনেকেরে পেড়েছে॥
আগে যারা ছিল খাটি, ক্রমে তারা হয় মাটি,
যত করে আঁটাআঁটি, তত হয় কাটাকাটি,

ফাটাফাটি কোরে সবে,এক গাডে গেড়েছে।
হয়েছে সকল শেষ, নির্ম্মল করেছি দেশ,
প্রায় নাই দ্বেষাদ্বেষ, যাহা আছে অবশেষ,
পালাই পালাই ডাক্, তারা সব ছেড়েছে॥

বিনোদিনীচ্ছন্দ।

দেখ-হে কেমন মজা, কেমন তুলেছি ধ্বজা,
যত সব কর্ত্তাভজা, একছত্রে খেতেছে।
সকলেরি মন-শাদা, পরস্পর, দিদী, দাদা,
মেলায় ঢুকিয়া দেখি, মেয়ে, মদ্দে, মেতেছে॥
মেলা-মাঝে মেলামেলি,লুকাচুরি,খেলাখেলি
গায় গায় ঠেলাঠেলি, কলাপাত পেতেছে।
যবনান্ন যারা খায়, তাহারাই পুনরায়,
শ্রাদ্ধ-বাড়ী খেয়ে লাড়ু,থালা গাড়ু পেতেছে॥
আমার সুভক্ত যারা, প্রবল হইয়া তারা,
কার্য্য-বলে শত্রুদলে, ঘাঁতে ঘাঁতে ঘেঁতেছে।
আগে যারা ছিল বোড়া,এখন হয়েছে ঢোঁড়া,
পোড়ামুখ পুড়িয়াছে, সকলেই চেতেছে॥

অবোধ হিঁদুর নারী, ব্রত ধর্ম্মে ভক্তি ভারি,
কেমনে করিব বশ, সেই ভয় টুটেছে।
শিখিছে বিলিতি ভাষা, বালিকার বাড়ে আশা,
বই হাতে, উঠে প্রাতে, বিদ্যালয়ে ছুটেছে॥
তত আর নহে কুনো, সাহস বেড়েছে দুনো,
পুরুষের স্বাধীনতা, সুখ, তারা লুটেছে।
ভূগল পড়েছে যারা, জেনেছে সৃষ্টির ধারা,
ভেঙেছে মনের ভ্রম, সূর্য্য অর্ঘ্য উঠেছে॥
বিধবারা আগে যারা, ধরিয়া প্রাচীন ধারা,
শিব গোড়ে,পূজা কোরে,কত মাথা কুটেছে।
এখন আমার ডরে, সিঁতেয় সিন্দুর পরে,
শাঁকা খাড়ু হাতে নিয়ে, এক দলে জুটেছে॥
প্রথমেত্তে কাণাকাণি,কিছু কিছু জানাজানি,
শেষে কোরে থানাথানি,সাত দেশ ঘুঁটেছে।
এইতো কলির সন্ধ্যা, পুত্রবতী হবে বন্ধ্যা,
ফলাবো অশেষ ফল, ফুল সবে ফুটেছে॥

ছুঁড়ীগুলো ছেলে-বেলা,নাহি করে ছেলেখেলা,
পাকা পাকা কথা কয়, মন সব খুলেছে।
দেখিলাম ঘরে ঘরে, পূর্ব্ব ভাব নাহি ধরে,
সাঁজ্ সেঁজোতির্ ব্রত, সকলেই ভুলেছে॥
বেঁকেবেঁকে পথ হাঁটে,তেড়াকোরে সিঁতি কাটে,
গরবিনী হোয়ে সব, গরবেতে ফুলেছে।
কে আঁটে মুখের সাটে, পুরুষের কাণ কাটে,
সুখভোগ-আশা-হাটে, ইচ্ছাধ্বজা তুলেছে॥
যখন যেমন ধরে, তখনি তেমনি করে,
নাহি রাখে কোন ক্ষোভ,লোভ দোলে দুলেছে।
পতির কি সাধ্য হয়, মত ছাড়া কথা কয়,
অধীনতা দড়ি ধোরে, কত নীচে ঝুলেছে॥
শ্বশুর, শাশুড়ী কেবা, কেবা তার করে সেবা,
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ-কূপে তারা উলেছে।
বাপ মায় কেবা মানে, নারীই সর্ব্বস্ব জ্ঞানে,
বধূ-প্রেম মধুপানে, যুবকেরা ঢুলেছে॥

দেখিলাম অলি গলি, পরস্পর গলাগলি,
দিনে রেতে টলাটলি,ভাল খেলা খেলেছে।
নাহি আর ঢলাঢলি, কেবা করে দলাদলি,
কোরে কত বলাবলি, বুড়ো-গুলো এলেছে॥
সুপাদ্ সম্পর্ক যত, সকলি হয়েছে হত,
ঘরে ঘরে মনোমত, এক চাল্ চেলেছে।
বিপরীতে দিলে বোধ, তখনিই করে ক্রোধ,
উপরোধ অনুরোধ, একেবারে ঠেলেছে॥
রমণী হয়েছে হেন, এক ধ্যান এক জ্ঞান,
পুরুষ দেখিলে যেন, আগে আঁখি মেলেছে।

মুখে পেটে ভেদ নয়, ফুটে সব কথা কয়,
নর নারী সমুদয়, মম আজ্ঞা পেলেছে॥
ভাঙে তবু নোবেনাকো,শাদা ভাত ছোঁবেনাকো
একা কেউ শোবেনাকো, মন খুব্ হেলেছে।
অধীন রয়েছে যারা, কি করিবে নাহি চারা,
সাঁতারে হাঁপায়ে তারা, সোঁতে অঙ্গ ঢেলেছে॥
একপোদে*কোথা খোঁড়া,কোথাতার যত গোঁড়া
মেরে তারে যত ছোঁড়া,দুই পায়ে ঠেলেছে।
যত সব তীর্থধাম, কেবল রয়েছে নাম,
বল করি রতি কাম, কোসে ঝাল্ ঝেলেছে॥
লাথালাথি হাতাহাতি, ধূমধাম মাতামাতি,
স্বাধীনতা দীপে বাতি, সকলেই জ্বেলেছে।
কলিতে ধর্ম্মের লোপ, গাঁথিয়া কোপের টোপ,
বাসনার সরোবরে, ছিপ্ সুতো ফেলেছে॥

আমার নূতন চেলা, কি কব তাহার খেলা,
যত যুবা, তার কাছে, মূল-মন্ত্র পেয়েছে।
যেখানে সেখানে যাই,নিয়ত দেখিতে পাই,
ছেলে মেয়ে ভাবতেই, তার মতে এয়েছে॥
গদগদ ভাবভরে, এক রাগে এক স্বরে,
প্রকাশ করিয়া সবে, তার গুণ গেয়েছে।
এই শুভ-সমাচার, করিবারে সুপ্রচার,
দেশে দেশে দেখ তার, কত দূত ধেয়েছে॥
ডাকে ডাকে হাঁকে হাঁকে, ফাঁকে ফাঁকে থাকেঽ,
ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখেলাখে, ধরাময় ছেয়েছে।
নেচে কুঁদে সবে বলে, মার্ দিয়া বাহুবলে,
প্রতিজ্ঞা-নদীর জলে, ডুব্ দিয়ে নেয়েছে॥
বড় যারা ধনে মানে, তারাই সে মত মানে,
সবাই সবার পানে, প্রেমনেত্রে চেয়েছে।

সকল তরণি নিয়ে, চালাতেছে ঝিঁকে দিয়ে,
কেহবা তুলেছে পাল্, কেহ দাঁড়্ বেয়েছে॥
পানপাত্র হাতে ধরি, আগেতে শপথ করি,
চল ঢল হোয়ে শেষ, ঢুক্ ঢুক্ খেয়েছে।
যাতে হয় একাকার, করি তার, অঙ্গীকার,
সমুদয় বিধবার, বিয়ে দিতে চেয়েছে॥

মহারাজ জয় জয়, ত্রিভুবনে কারে ভয়,
মোহ-রসে প্রাণিগণ, সমুদয় গলেছে।
যাজক ব্রাহ্মণ যত, সকলেই অনুগত,
মুখে এক, পেটে আর, যজমানে ছলেছে॥
ভক্তি পালায়েছে ছুটে, শুধু লয় ধন লুটে,
পাঁজী পুঁথি ঘেঁটেঘুটে, কেটেকুটে ডলেছে।
যজমান শিষ্য যারা, বিষম বেঁকেছে তারা,
গুরু, পুরোহিত ধোরে, দুটি কাণ মলেছে॥
বিদ্যালয়ে কত শিশু, মজেছে ভজেছে ঈশু,
মনেতে বিকার নাই, একদিকে চলেছে।
মশ মশ্ যুতা পায়, ঠাকুরের ঘরে যায়,
বিছানায় ভাত খায়, রতি কত টলেছে॥
খেয়ে খানা,পড়ে খানা, কতখানা কারখানা,
বাড়িতে খানার খোলা,দিবে নিশি জ্বলেছে।
ফিরেছে সবার মতি, নাহি পূজে ভগবতী,
আহারের সময়েতে, ভগবতী চলেছে॥
পায়ে দিয়ে বাঁকা বুট্, দাঁতে কাটে বিস্কুট্,
গোটু-হেল ডাম্ হুট্, মা, বাপেরে বলেছে।
এর্ চেয়ে সুখোদয়, কবে আর কার হয়,
দেখ দেখ মহাশয়, আশাতরু ফলেছে॥

আমার সেবক যত, তারা সব জেঁকেছে।
হাতে করি পরাশর, সরাসর ডেকেছে॥

*একপোদে—চতুষ্পদ ধর্ম্মের কলিতে কেবল এক পদ মাত্র রহিয়াছে।

স্মৃতি, মনু, বেদ আদি, দূরে ফেলে রেখেছে।
কেহ না আদর করে, বড় দায় ঠেকেছে ॥
প্রকাশিয়া নব-পথ, নব-মত লিখেছে।
সেই মত খাঁটি বটে, সাহেবেরা দেখেছে ॥
ছিল স্মার্ত্ত, স্বার্থপর, তার অর্থ ঢেকেছে।
পুনর্ভবা সুত যত, সতীপুত্র, থেকেছে ॥
অপ্রমাণ যত কথা, গার জোরে টেঁকেছে।
নানা যোগে জাগ পেয়ে, কাঁচাতেই পেকেছে ॥
এক রোকে এক ঝোঁকে, ঝাঁকেঝাঁকে বেঁকেছে।
এক জালে রুই আদি, চুনা পুঁটি ছেঁকেছে ॥
অতি বেগে একরোখা, জোর বায়ু হেঁকেছে।
সে বায়ুর প্রভাবেতে, তাবতেই বেঁকেছে ॥
কলঙ্কের কটু-রস, সুধা সম, চেকেছে।
উপহাসে অনায়াসে, গায়ে সব মেখেছে ॥
কেমনে প্রবল হবে, সেই তাক তেকেছে।
শৃগালের মত সব, এক ডাক ডেকেছে ॥

মহারাজ! দল-বল খুব জাঁক্‌ছে, ক্রমে সব পাক্‌ছে, সকলেই ঝাঁক্‌ছে, আপন্ মতে ডাক্‌ছে, সুখের বিষয় তাক্‌ছে, সোঁদা কি কেউ থাক্‌ছে? নিজে এসে বাঁক্‌ছে, কেউ পেটে যত দিতে পারে গায়ে শেষ মাখ্‌ছে, কেউ কুটোকাটা ছাঁক্‌ছে, কচি কচি ছেলে যারা তারা এখন্ চাক্‌ছে, কেউ কিছু কি আর ঢাক্‌ছে? স্পষ্ট হোয়েই হাঁক্‌ছে, পেটের ভিতর একটি কথা কেহ নাহি রাখ্‌ছে।

হে মহারাজ! আমি যাহা যাহা করিয়াছি তাহার শতাংশের একাংশ অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম। যদি অনুমতি করেন, তবে আমার প্রধান বন্ধু একাকার-আচার্য্যকে নিকটে আনিয়া বাবাজীচক্র, ভৈরবীচক্র, এবং কুমারীচক্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারব্যূহ বিস্তার করি।

মহামোহ।

বাপু হে! আমি সীমাশূন্য-সন্তোষ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম, তোমার এত পরাক্রম, এতদিন তাতো জানিতে পারি নাই, ভাল ভাল, একা তোমা হইতেই আমার অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তুমি এখন সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা করিতে হয় তাহাই কর!

চার্ব্বাক।

হে মহারাজ! আমরা তো প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি, সাধ্যের ত্রুটি কিছুই হইবে না, কিন্তু একটা বড় ভয়ঙ্কর বিষয় আছে, আমি তজ্জন্য সর্ব্বদাই অতিশয় শঙ্কা করিয়া থাকি, আহা মনে হইলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য-হইতে হয়। হে প্রভো! "বিষ্ণুভক্তি" নাম্নী এক মহাপ্রভাবা-যোগিনী আছে, সে বিবেকের অত্যন্ত সহকারিণী, তাহাকে দর্শন করা দূরে থা-

কুক্, আহার নাম ও ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি-খানা স্মরণ করিলেই মরণকে নিকট বোধ হয়, যদিও বলী কলির পরাক্রমে অধুনা তাহার সর্ব্বত্র তাদৃশ আবির্ভাব নাই, প্রকাশ হইয়া সকলের নয়নপথে ভ্রমণ করিতে পারেনা, তথাচ তাহাকে প্রত্যয় নাই, কি জানি, গোপনে গোপনে কখন্ কি সর্ব্বনাশ করে।

মহামোহ।

[ভীত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনার পর]

হে প্রাণাধিক! বটে বটে, এখন আমার মনে পড়িল, সেই যোগিনীটে বড় ভয়ঙ্করী, ভাল চার্ব্বাক!—বল দেখি ভাই, জিজ্ঞাসা করি, আমারদিগের কাম ক্রোধাদি এই সকল বলবান সেনাপতি দেদীপ্যমান্ সত্ত্বে সে কি সাহসে, কি উপায়ে প্রকাশ হইয়া আপনার ক্ষমতা দেখাইতে পারিবে? তাহার কি এতই সাধ্য?

চার্ব্বাক।

হাঁ মহারাজ! নিবেদন করি, যদিস্যাৎ কাম ক্রোধাদির বাতাস তাহার পক্ষে অতিশয় হুতাশজনক বটে, কিন্তু শত্রুরা এখনো একেবারে হতাশ হয় নাই, তাহারা আশার দাস হইয়া প্রয়াসে আয়াসে উপনিষদের সহিত বিলাসে প্রবোধ-প্রকাশের জন্য প্রচুরতর প্রযত্ন করিতেছে, সুতরাং নীতিনিপুণ পণ্ডিত-পুঞ্জের উপদেশক্রমে জয়প্রত্যাশি অতি ক্ষুদ্র শত্রুকেও সর্ব্বদাই ভয় করিতে হইবেক। কেননা তাহারা কোন এক সূত্রে পশ্চাতে প্রবল হইয়া পদলগ্ন তুচ্ছ এক কণ্টকের ন্যায় মর্ম্মান্তিক কষ্টকর হইলেও তো হইতে পারে, অতএব এখনিই তাহার বিনাশের জন্য বিশেষ একটা উপায় নির্ণয় করা অতি কর্ত্তব্যই হইয়াছে।

মহামোহ।

আমি এখনি তাহার বিহিত উপায় করিব, এতো অতি সামান্য বিষয়! এইক্ষণে তোমরা সকলে বিদায় হইয়া অতি মনোযোগ পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য সমাধা কর, এবং সকল স্থানের কর্ম্মচারিদিগ্যে শীঘ্র শীঘ্র কুশল-সংবাদ লিখিয়া পত্র পাঠাইতে অনুমতি কর।

চার্ব্বাক-'শিষ্য' এবং কলি।

মহারাজ প্রণাম করি, অনুমতি করুন্, তবে এখন আমরা বিদায় হইয়া আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করি।

তদনন্তর চার্ব্বাক স্বীয়-শিষ্য এবং কলির সহিত রঙ্গভুমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহামোহ।

চার্ব্বাক যাহা বলিয়া গেল তাহাতে নিতান্ত তাচ্ছীল্য করা উচিত হয়না, শ্রদ্ধা ও তাহার মেয়ে শান্তি, অগ্রে এই দুটোকে সংহার করি, পরে সেই সর্ব্বনাশী কালামুখী বুড়ী রাঁড়ীর শ্রাদ্ধ করা যাইবে।

দ্বারের নিকটে আসিয়া।

কো-হ্যায়, কো-হ্যায়, হিঁয়া কৈ হ্যায়্‌রে। বজ্জাৎ লোক্ সব্ হাজির্ হ্যায়্ নৈ। কাঁহা গিয়া, কাঁহা গিয়া? দরয়ান্ দরয়ান্, হিঁয়া আও, হিঁয়া আও।

অসৎসঙ্গ দৌবারিক।

[হাত যোড় করিয়া]

খোদাবন্দ-গরিব-নোয়াজ্, গোলাম্ হাজির্ হ্যায়্।

মহামোহ।

দরয়ান্, তোম্‌যাকে ক্রোধ আওর্ লোভ্‌কো আবি হিঁয়া আনে কহো, বড়া-জরুর্, বড়া জরুর্— জল্‌দি, লে-আও, জল্‌দি, লে আও, তোম্‌কো হাম্, খসি করেগা,—এলাম্ দেগা।—আল্‌বত্তা বক্সিস্ মেলেগা।

দৌবারিক।

[জো—হুকুম মহারাজ—বহুৎ খুব।

দোঁহা।

তীরথ্ বরৎ ছোড়্ দেও, দেও-পাতর্ পূজ মৎ
ধরম্ করম্ ভরম্ ছোড়ো, ছোড়ো শাস্ত্র মৎ॥
যেত্তা ব্রাহ্মণ দুনিয়ামে, সব্ বড়া বজ্জাৎ।
গলমে ডোরি, পেট্‌মে ছোরি, মুউমে ঝুটা-বাৎ।
ব্রাহ্মণ সে, চামার্ ভালা, যিস্কে সাৎ ব্যাভার
প্রতুলা-সে, কুত্তা ভালা, ফুকে মাজ্ দুয়ার্॥
মুরৎ সুরৎ কিয়া দেখেগ, রহ মেরা সাৎ।
খুসি-মে সব্ দারু পিয়ে খাও শুঁড়িকা ভাৎ॥
যাঁহা তাঁহা পরোয়া-নারী, যব্ মেলেগা শৎ।
বেপরোয়া মজা লুটো, অংগে দেকে অং॥
আও আও আও, মেরা পিছে, হও মেরা ভকৎ
অসৎ সঙ্গ বড়া সোজা, কোন্ কহে শকৎ॥
এহিতো স্বরগ, কাঁহা পরলোগ, ঝুটমুট সব্ বাৎ
জয় মহারাজ, মহামোহকি, নামসে সুপ্রভাত

কিঞ্চিৎ কাল পরেই ক্রোধ এবং লোভকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত।

ক্রোধ এবং লোভের সস্ত্রীক হইয়া রঙ্গভুমিতে প্রবেশ।

ক্রোধ।

[স্বকীয় স্বভাব প্রকাশ।]

গীত। অথচ বক্তৃতা।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

ওরে, এরা, কেরে দুরাচার?।
অতি কদাকার, দেখি, অতি কদাকার॥

কি সাহসে, দাঁড়াইল, সম্মুখে আমার?
ওরে, এরা, কেরে দুরাচার?।

ধর্ম্ম।

মর মর্, সর্ সর্, ওরে, এরে ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্, কেটে ফ্যাল্, মার্ মার্ মার্।
হ্যাদে,এটা,ঘেঁসে ঘেঁসে,বসেছে নিকটে এসে,
গদি ঠেসে, হেসে হেসে, করে কি ব্যাভার?॥
কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড়্ নেড়ে খাড়া রয়,
বুক্ চেড়ে কথা কয়, এত অহঙ্কার?।
অতি নীচ দুরাশয়, আমার সমান হয়,
কত বড় লোক আমি, করেনা বিচার?॥
সহিতে না পারি যাহা, সকলেই করে তাহা,
কোনমতে ছাড়িবনা, কিসে পাবে পার?॥
এ ব্যাটা,চড়েছে গাড়ী,এ ব্যাটা রেখেছে দাড়ি
ঠিক্ যেন, তোলো-হাঁড়ি, মুখ ভার ভার।
দারা সহ যোগ করি, যদাপি স্বভাব ধরি,
এ জগতে বল তবে, রক্ষা থাকে কার?।
কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই ফোটে,
স্বর্গ, মর্ত্য কেঁপে ওঠে, ছাড়িলে হুঙ্কার।
মহাবীর আমি ক্রোধ, বোধের কি রাখি বোধ,
জনমের মত তারে, করেছি সংহার।
উপরোধ অনুরোধ, হিতাহিত বোধাবোধ,
কোনোকালে,আমি কারো,ধারিনেকো ধার।
পিতা মাতা, বন্ধু, ভাই, কিছুই বিচার নাই,
যখন যাহারে পাই, তখনি প্রহার।
যে আমারে হিত বলে,তাহা শুনে অঙ্গ জ্বলে,
আগে যেন গালে গিয়ে, চড়্ মারি তার।
কত কত রাজকুল, কাহারো রাখিনি মূল,
করিয়া জ্ঞানের ভুল, হয়েছি প্রচার।
পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে মারা,
শোক পেয়ে দারা-সুত, করে হাহাকার।
বিধি, হর, মুরহর, হইলে আমার চর,
অন্ধ হোয়ে একেবারে, দেখে অন্ধকার।
কোথা,হিংসে, প্রাণপ্রিয়ে,শীঘ্র আসি দেখ্সিয়ে
দেবলোকে করিয়াছে, স্বর্গ অধিকার।
পোড়াওপোড়াও কোপে,ওড়াওওড়াওতোপে
সমুদয় উড়ে পুড়ে, হোক্ ছারখার॥
আমি তরু,তুমি ছায়া,আমি প্রাণি তুমি মায়া,
মিলন করিয়ে কায়া, ধরি একাকার।
ধরিলে যুগল-বেশ, অস্থির করিব দেশ,
অশেষ হইবে শেষ, শেষ থাকা ভার।
আকাশেরে ঢেলে নিয়া,পাতালে ফেলিব গিয়া,
পবন, অনল, ক্ষিতি, কোথা রবে আর?।
যার বাসে করি বাস, তার ঘটে সর্ব্বনাশ,
সকলি অসার হয়, নাহি থাকে সার।
অনুকূলা দেবীভ্রান্তি,কোথা শ্রদ্ধা? কোথা শান্তি?
কোথা দয়া, কোথা ক্ষান্তি, নষ্ট পরিবার?।
শত্রুগণে ফেলো মেরে, একেবারে দেও সেরে,
জগতে না হয় যেন, প্রবোধ-প্রচার।
অগ্নি জ্বালো মন ফুঁড়ে, সকলে মরুক্ পুড়ে,
আমরাই সৃষ্টি জুড়ে, করিব বিহার।

হিংসা।

গৌরবিণীচ্ছন্দ।

হ্যাদে, দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে, আজো এরা মরেনি?।
কত সাজে সাজ্-করে, গরবেতে ফেটে মরে,
এখনো এদের্ ঘরে, যম্ এসে ধরেনি?॥
এই সব্ জামা জোড়া, এই সব্ গাড়ী ঘোড়া,
এ সব্ টাকার তোড়া, চোরে কেন হরেনি?।
আরে, ওরা, ভাগ্যবান্, বাড়িয়াছে বড় মান,
গোলাভরা আছে ধান্ লক্ষ্মী আজো সরেনি॥

মর্, এটা যেন হাতী, দশ্ হাত বুকে ছাতি,
করিতেছে মাতামাতি, মরে কেন মরেনি ?।
হ্যাদে, মাগী, কালামুখী, ঠিক্ যেন কটিখকী,
পতিসুখে বড় সুখী, ঠেঁটি কেন পরেনি ?!
মর্ মর্ ওই ছুঁড়ী, পরেছে সোণার চুড়ী,
বেঁকে চলে, মেরে তুড়ি, ফুল্ তবু ঝরেনি।
দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি, পুলিপিটে
এখনো এদের ভিটে, ঘুঘু কেন চরেনি ?॥

বিষাদিনীচ্ছন্দ।

তাল খেমটা।

প্রাণে আর্ সয়না। প্রাণে আর্ সয়না।
সয়না-রে, প্রাণে আর্ সয়না, সয়না!

খোঁপা বেঁধে, পেটে পেড়ে,
চোপা করে, নৎ নেড়ে,
ঠেকারে বাঁচেনা আর, গায়ে দিয়ে গয়না।
গায়ে দিয়ে গয়না॥
শুয়েছে ছাপোর্ খাটে, রয়েছে রাণীর ঠাটে
রাগেতে গুমরে মরি, গতোর্ তো বয়না।
গতোর্ তো বয়না॥
প্রাণে আর্ সয়না, প্রাণে আর্ সয়না।
সয়না-রে, প্রাণে আর্ সয়না, সয়না॥

দেওর বিষম ছাই, ননদীরে রক্ষা নাই,
মরুক্ তাদের ভাই, তাতে কিছু বয়না।
তাতে কিছু বয়না॥
বুকে কোরে পতি লোয়ে, আমি থাকি এয়োহয়ে,
জতিনী সতিনী মাগী, রাঁড়্ কেন হয়না।
রাঁড়্ কেন হয়না।

প্রাণে আর্ সয়না, প্রাণে আর্ সয়না।
সয়না-রে, প্রাণে আর্ সয়না, সয়না॥
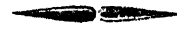
ভাই, বুন্, যত-গুলো, সকলেই যাক্ চুলো,
নেড়া হোক্ মূলোখেগো, কিছু যেন, রয়না।
কিছু যেন রয়না॥
লাতি মেরে দেও তেড়ে, ওরা যাক্ দেশ্ছেড়ে,
থালা, ঘড়া, কড়া কেঁড়ে, কিছু যেন লয়না।
কিছু যেন লয়না॥
প্রাণে আর্ সয়না, প্রাণে আর্ সয়না।
সয়না-রে, প্রাণে আর্ সয়না, সয়না॥

বাপ্ বুড়ো, বড় ঠক্, মুখে মিঠে হাড়ে টক্,
বোসে আছে যেন বক্, তত্ত্ব কভু লয়না।
তত্ত্ব কভু লয়না॥
উদরে ধরেছে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা,
দেখিলে শরীর জ্বলে, ঠিক্ যেন ময়না।
ঠিক্ যেন ময়না॥
প্রাণে আর্ সয়না। প্রাণে আর্ সয়না।
সয়না-রে, প্রাণে আর্ সয়না, সয়না॥

ক্রোধ।

[বাহু বিস্তার পূর্ব্বক হিংসাকে কোলে করিয়া]

হে প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি **হিংসে!** এসো এসো সদয়চিত্তে আমার হৃদয়ে হৃদয় সংলগ্ন কর।—তুমি একবার আপনার বিশ্ববিদ্বেষিণী বিষমামূর্ত্তি প্রকাশ কর, তোমার গাত্রে

নিরন্তর কেবল অনল শিখা প্রজ্বলিত হইতে থাকুক্। ক্ষণমাত্র যেন নির্ব্বাণ না হয়। তোমার প্রভাবে এই দেখ, আমি কেমন্ এক ব্যাপার করি,-গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা পিতৃ-হত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃ-হত্যা পুত্র-হত্যা, স্ত্রীহত্যা, জ্ঞাতিহত্যা কুটুম্ব-হত্যা এবং ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি যত-প্রকার হত্যা আছে,—তাহার দ্বারা সমস্ত কুল একেবারে সমূলে নিপাত করিব।—কিছুই রাখিবনা, আমার-দিগের সম্পূর্ণ প্রভাব দূরে থাক্, আবির্ভাবের উদ্রেক্ মাত্রেই মানব ও মানবী সকলে এখনিই অত্যন্ত চঞ্চল হইবে, অধৈর্য্য হইয়া কার্য্য-সাধনের পথ দেখিতে পাইবেনা।

হিংসা।

হে নাথ! লোকের এ, যে, বিষম ভ্রান্তি,—আমার নিকট কোথায় শান্তি? বিপক্ষদিগের লক্ষ লক্ষ থাকিলেও কাক্-ক্রান্তি বলিয়া লক্ষ্য করিনে। আমি এই অরির-পথ রোধ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় শরীর বিস্তা-র করিলাম।

লোভ।

[সভা মধ্যে স্বভাব প্রকাশ।]

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা।

বল বল, কিসে হবে, ক্ষুধা নিবারণ?।
কঠোর জঠরজ্বালা, করে জ্বলাতন॥

ধূয়া।

সাধ কোরে দিই গাল্, এত চাল্ এত ডাল,
এক দিনে গেল কাল্, কি করি এখন?।
তেল, লূণ, নাই ঘরে, হাঁড়ী ঠন্ ঠন্ করে,
নূতন করিতে হবে, সব আয়োজন॥
সকলেবি মুখ-বাঁকা, কোথা গেলে পাব টাকা,
কার্ কাছে যেতে পারি, পেতেপারি ধন?।
চুরি কোরে আনি কড়ি, পাছে শেষ ধরা পড়ি,
দিয়ে দড়ি হাতে খড়ি, করিবে শাসন॥
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা,
আজ্ বুঝি কপালেতে, হোলোনা ভোজন।
চল দেখি হাটে যাই, চিড়ে মুড়ি যদি পাই,
ফাকা ফুকো খেয়ে তবে, বাঁচাব জীবন॥
এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনি যত,
আমারে করেনা কেন, ধন বিতরণ?।
গোয়ালার বাড়ী ওই, ভাঁড়্ ভরা ছানা দই,
চুপি চুপি কেন তাই, করিনে হরণ?॥
ফলবান যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ,
পুকুরেতে কত মাচ, না হয় গণন।
গাছে উঠে, ফল পাড়ি জড় করি কাঁড়ি কাঁড়ি,
যত পারি বাড়ি নিয়ে, করিব গমন॥
পুকুরের কর্ত্তা যারা, এখানেতো নাই তারা,
ছিপ্ ফেলে ধরি মাচ, কে করে বারণ?।
দেখে যদি ছিপ্ সুতো, না হয়,-মারিবে জুতো,
ধুলো ঝেড়ে চোলে যাব, মুদিয়ে নয়ন॥

যা হবার তাই হয়, মিছে কেন করি ভয়,
পেটে খেলে পিটে সয়, এইতো বচন।
চুরি কোরে নৎ, ঢেঁড়ি, সে দিনে খেটেছি বেড়ী
না হয় আবার গিয়ে, খাটিব তখন॥
বেড়ী নয়, মল পরি, মাটি কেটে, দিন হরি,
কারাগার, সে আমার, শ্বশুর-সদন।
হ্যাদে ওই থালখানা, যদি ভাই যায় আনা,
দুদিন-তো হবে তায়, সুখেতে যাপন॥
ধোবারা কাপোড় কাছে, ভাল ভাল ধূতি আছে,
শুদ্রতে দিয়েছে সব, চিকন-বসন।
সবুজ, সফেদ, লাল, পাল্লাদার বেড়ে সাল,
আনিয়াছে পাল পাল, খোট্টা মহাজন॥
মোগোল, পাঠান কত, কাবেলের মেয়া যত,
উঠে উঠে, আনিতেছে, করিয়া যতন।
এসব সুখের যোগ, যদি নাহি হয় ভোগ,
তবে কেন করি মিছে, শরীর-ধারণ?॥
বেনের দোকান লোট্‌-রূপা সোনা, টাকা, নোট্‌,
বেঁধে মোট্‌, ছোট্‌ ছোট্‌-পালা ওরে, মন॥

[অন্যদিগে অবলোকন পূর্ব্বক]

এই দেখি পেটডোঙা, ঢেঁকুর্‌ উঠিছে চোঙা,
হাতী, ঘোড়া, কত কত, করেছি ভক্ষণ।
কোথায় গিয়েছে গোলে, আবার উঠেছে ছোলে
দেরে দেরে খেতে দেরে, বাঁচারে এখন॥
কটাক্ষেতে দিয়ে টান্‌, এখনিই আন আন্‌,
খান্‌ খান্‌ কোরে খাই, এতিন্‌ ভুবন।
প্রিয়তমা তৃষ্ণা সতী, আমি তার প্রাণপতি,
এই দেখ্‌ বুকে তারে, করেছি স্থাপন॥
আমাদের হোয়ে বশ, মনের বিষয়-রস,
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড কোটি, করিছে সৃজন।
আমার কারণে তাঁর, নিদ্রা নাই একবার,
বাসনার পথে শুধু, করেন্‌ ভ্রমণ॥
দেহ হোলে নিদ্রাকুল, তবু নাই তায় ভুল,
স্বপনে আপন ভাব, করেন্‌ জ্ঞাপন।
আমাদের ঘোর বেগ্‌, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ্‌,
মন বিনা এই বেগ্‌, কে করে ধারণ?॥
হেন সাধ্য কার আছে, কে যায় মনের কাছে,
মনেরে প্রবোধ দিয়া, কে করে বারণ?।
যদি কেউ খড়িপেতে, কোনরূপে গুণে গেঁথে,
আকাশের কত তারা, করে নিরূপণ॥
যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোনমতে,
প্রতাপে করিতে পারে, বাতাস বন্ধন।
কোনরূপে যদি কেউ, জলধির যত ঢেউ,
রোধ করি একেবারে, করে নিবারণ॥
প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অস্ত্রধারে,
যদ্যপি করিতে পারে, আকাশ-খণ্ডন।
পূর্ব্বদিগে প্রাতে রবি, প্রভাবে প্রকাশে ছবি,
সে উদয় রোধ যদি, করে কোন জন॥
এসব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
হয় হয়, হোলো হোলো, কে করে বারণ।
মনেরে কে দেবে বোধ্‌, লাঠি ধোরে আছে ক্রোধ্‌
করিবে আমায় রোধ্‌, কে আছে এমন্‌?॥

[তৃষ্ণার মুখচুম্বন পূর্ব্বক ক্ষুধায় অত্যন্ত
কাতর হইয়া আর দিগে মুখ করিয়া
পেটে হাত দিয়া মুখভঙ্গিমা।]

ওরে, আর, যে, বাঁচিনে, পেট্‌
জ্বোলে যায়, জ্বোলে যায়, ওরে কিছু
দেরে, দেরে।

পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
সমুদয় অন্ধকার, করি দরশন।
ঢুকিয়াছে ভস্মকীট, না মরে ক্ষুধার ছিট্‌,
চুমুকেতে কত আর, করিব শোষণ?॥

উঠিয়াছে খাই খাই,না মেটে আশার খাই,
খাঁই খাঁই রবে সবে, ছাড়িছে বচন।
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই, যেন পর্ব্বতের চাঁই,
কোথা হোতে এসে করে, কোথায় গমন ? ॥
এই দেখি, এই এই, ক্ষণপরে নেই নেই,
এ খেয়ের খেই কেটা, করে নিরূপণ ?।
কেবা বাছে পচা,সড়া, কেবা বাছে বাসিমড়া,
যত পারি তত করি, উদরে ধারণ ॥
ওই যে, ঠাকুর ঘরে, বামুনেরা পূজা করে,
বহুবিধ খাদ্য নিয়া, করে নিবেদন।
ওতো কভু শুদ্ধ নয়, এঁটো করা সমুদয়,
কতক্ষণ আগে আমি, করেছি ভক্ষণ ॥
ওদের কুলের-বধূ, প্রফুল্ল ফুলের-মধু,
কেহ নাহি পায় যার, দেখিতে বদন।
কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী,
ঘরে বোসে, মনে মনে, করেছি রমণ ॥
ওরা পেয়ে খাট্ খানা, সুখে হোয়ে আট্ খানা
ধোরে কত ঠাট্ খানা, করেছে শয়ন।
সকলের অগোচরে, সময়ের অবসরে,
কত দিন শুয়ে তায়, করেছি যাপন ॥
দেবপতি তারাপতি, হোলো গুরুদারাপতি,
তাহে কিছু একা নয়, কামের সাধন।
সম্ভোগে হইল লোভ, না ভুগিলে পায় ক্ষোভ,
সেধে কেঁদে পূজে ছিল, আমার চরণ ॥
আমি জাগি সর্ব্ব আগে,কাম,ক্রোধ,পরে জাগে
না চাগালে কেবা চাগে, সবারি মরণ।
মানসের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা, লোয়েছে শরণ ॥
বিধি, হরি, স্মরহর, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না দিয়ে কিছু, করেনা গ্রহণ ॥
ধর্ম্মের যে পুত্র হয়, যারে লোকে যম কয়,
সে যমের উচ্চপদ, আমার কারণ।
আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা,
চতুরতা কেবা জানে, তাদের মতন ॥
ডুব্ দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের্ পায়,
নল-দিয়ে, দুধ করে, উদরে শোষণ।
রেখে বস্তু অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব,
জিলিপির ফের-ভেঙে, করিবে ভোজন ॥
পিতা, মাতা, দেব, গুরু, সবার উপরে গুরু,
নিজ এঁটো, সকলেরে করে বিতরণ ॥

[আবার আর এক দিগে চাহিয়া।]

ওরে, এ, কার দোকান রে? কার দোকান ?

বক্তৃতা-চ্ছলে সংগীত।

তাল একতালা।

হায় হায় মজিল নয়ন। কি করি এখন,
বল কি করি এখন ?।
অপরূপ মনোলোভা, আহা মরি কিবে শোভা,
জনমে করিনি কভু, হেন, দরশন ॥
হায় হায় মজিল নয়ন।
আহা এই, নদীতটে, দোকান্ জাঁকালো বটে
একেবারে খুলেগেল, ভুলেগেল মন।
বিম্বাধর, পানতুয়া, বাসিত-চন্দন,-চুয়া,
ভাসিছে হাসির রসে, কিবে সুগঠন ॥
পাক্ রেখে কড়া কড়া, ভাজিতেছে ছানাবড়া,
পড়ে রস্, টস্ টস, মুখের-বচন।
সুরূপ, চিবুক-তাজা, যেন বর্দ্ধমেনে-খাজা,
অথবা, কি, সরভাজা, সুচারু-বদন ? ॥
মরি মরি কিবে নাসা, নিখুঁতি-সন্দেশ-খাসা,
মনোহরা, মনোহরা, শোভিছে শ্রবণ।

পয়োধর তিলেগজা, সাজানো রয়েছে মজা,
আয় আয় বোলে মন, করে আকর্ষণ॥
দেহেতে লাবণ্য-নীর,যেন পাতা-সাজোক্ষীর,
ঢল ঢল সর তায়, সুখের যৌবন।
এই ক্ষীর, এই সর, সুমধুর বহুতর,
হায়, আমি কতক্ষণে, করিব ভোজন!॥
দিবে নিশি জ্বলে খোলা,সদাই রয়েছে খোলা,
এক মনে গড়িতেছে, কত শত মন।
নাহি দেখি,দান, তোলা,মনে মনে মনতোলা,
সে মন, ওজনে কত, কেজানে কেমন?॥
যাই দেখি মন এঁচে, যদি কিছু দেয় যেচে,
প্রতিগ্রাহী হোয়ে তবে, করিব গ্রহণ।
না গেলেতো নয়,নয়, যেতে এই করি ভয়,
বোধ হয়, জিলিপি, জিলিপি, যেন মন॥

হে প্রিয়ে তৃষ্ণে! তুমি আপনার পরাক্রম এরূপে প্রকাশ কর, যেন কোনমতেই কাহারো মনে তৃপ্তি ও শান্তির উদয় না হয়।

তৃষ্ণা।

গীতচ্ছলে বক্তৃতা।

আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥
আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চেলে,কাঁড়ি কোরে দেও ফেলে,
নিশ্বাসে করিব শেষ, এক্ কোণে ধরেনা॥
আমার এই পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥

ক্ষান্ত নই দিনে রেতে,বসেছি আচোঁল পেতে,
কখনই পুরিবেনা, কোঁচড়্ আমার।
যত পাই পেটে ভরি, সমুদ্র শোষণ করি,
তথাচ রয়েছে খালি, উদর্ ভাণ্ডার॥
কিছুতে না হয় তৃপ্তি, সন্তোষের কোথা দীপ্তি,
আমার ভয়েতে তারা, নিকটেতে চরেনা।
আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥

কোনমতে নাহি আলি, কিসে হবে আংখালি,
দশন-ঘষণে সব, করি চুর্ মার্।
জঠর্ অনলে পুড়ে, ছাই হোয়ে যায় উড়ে,
কোথায় গিয়েছে তার্, চিহ্ন নাই আর॥
উদরেই সমুদয়, কোথায় উদরাময়,
পেট্ ফাঁপা দূরে থাক্, বায়ু কভু সরেনা।
আমার্ এ পোড়া পেট, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥

বাসনার হোয়ে বশ, খেতেছি বিষয়-রস,
করেছি অখিলময়, রসনা-বিস্তার।
আমার্ বিক্রম যথা, শান্তির সঞ্চার তথা,
বিষম ভ্রান্তির কথা, বিশাল ব্যাপার॥
আমার কি আছে ঘুম, কেবল ভোগের ধূম,
যত পাই, তত খাই, আশা কভু মরেনা।
আমার্ এ পোড়া পেট্ কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥

[ক্রোধ, হিংসা, লোভ এবং তৃষ্ণার মহামোহের নিকট গমন।]

মহারাজ জয়জয়কার, জয়জয়কার। আমরা সকলেই প্রণাম করি-

তে আসিয়াছি, আজ্ঞা করুন্, কি করিতে হইবে?

মহামোহ।

ওহে, শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমারদিগের বিরুদ্ধে অতিশয় বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, অতএব যে প্রকারে হয়, তোমরা সকলে একত্র হইয়া এখনিই তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর, তাহার যেন আর গতিশক্তি না থাকে।

(ক্রোধ এবং লোভ, সস্ত্রীক হইয়া।)

যে আজ্ঞা মহারাজ, তাহাকে সমূলেই নিপাত করিব।

তদনন্তরক্রোধ এবং লোভ স্ব স্ব স্ত্রী সহিত রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

মহারাজ মহামোহ।

(মনে মনে বিতর্ক পূর্ব্বক)

ওহে সভাসদ-গণ। ভাল তোমরা বিবেচনা কর দেখি, শ্রদ্ধা তো আমাদের দাসীর দাসী। শান্তি সেই শ্রদ্ধার কন্যা, তাহাকে-তো বিনাশ করিবার বিলক্ষণ এক সহজ উপায় আছে, সেই শ্রেদ্ধাকে উপনিষদ্দেবীর নিবাস হইতে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া সংহার করিতে পারিলেই এই শান্তি মাতৃবিচ্ছেদ-শোকানলে আপনি-দগ্ধা হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে।—আমার বিবেচনায় "মিথ্যাদৃষ্টি" নাম্নী-বেশ্যাই কেবল এই কর্ম্মের যোগ্যপাত্রী, অতএব তাহাকে নিয়োগ করাই কর্ত্তব্য, "বিভ্রমাবতী" দাসী গিয়া এখনিই তাহাকে ডেকে আনুক্।

(পরে দ্বার সমীপে গিয়া।)

"বিভ্রমাবতী" তুই এই দণ্ডেই "মিথ্যাদৃষ্টিকে" ডেকে আন্।

বিভ্রমাবতী।

(নিজ গুণগরিমা প্রকাশ।)

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেম্‌টা।

দিন্ দুপুরে চাঁদ্ উঠেছে, রাৎ পোয়ানো ভার
হোলো পূন্নিমেতে আমাবস্যা,
তেরো-পহর্ অন্ধকার॥
এসে বেন্দাবনে বোলে গেল, বামী বষ্টমী।
একাদশীর্ দিনে হবে, জর্ম্ম-অষ্টমী॥
আর্ ভাদ্দর্ মাসের্ সাতুই পোষে,
চড়ক্ পুজোর্ দিন্ এবার্। ১

সেই ময়্রা মাগী মোরে গেল, মেরে বুকে শূল্,
বামুনগুলো ওষুদ্ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল,
কাল্ বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে,
পুড়ে হোলো ছারে খার॥ ২

ঐ সুজ্জিমামা পুব্ব দিগে, অস্তে চোলে যায়,
উত্তুর্ দখিন্ কোন্ থেকে আজ,
বাতাস্ লাগ্‌চে গায়।

সেই রাজার্ বাড়ীর্ টাটু ঘোড়া,
শিং উঠেছে দুটো তার ॥ ৩

ঐ কলু রামী,ধোপা শামী;হাস্‌তেছে কেমন্।
এক্ বাপের্ পেটেতে এরা, জম্মেছে কজন্।
কাল্ কান্‌রূপেতে কাক্ মরেছে,
কাশীধামে হাহাকার ॥ ৪

যে আজ্ঞা মহারাজ। তাকে ডেকে আনি।

কিঞ্চিৎ পরেই "বিভ্রমাবতীর" সহিত মিথ্যাদৃষ্টির আগমন।

মিথ্যাদৃষ্টি *।

[আপনার গুণগৌরব প্রকাশ।]

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেম্‌টা।

কোর্ব্ব কত নিজ গুণ্ প্রকাশ।
আমার্ বাতাসে হয় সর্ব্বনাশ ॥
আমার্ ছায়ার্ আগে. সাধ্য কে দাঁড়ায়্।
ভয়ে উস্কু খুস্কু,কল্‌না,তুস্কু শুস্কু,হোয়ে যায়॥
আমায়্ দেখ্‌লে পরে অন্নপূর্ণ,
আপ্‌নি কর্‌বেন উপবাস ॥ ১ ॥
আমার্ মিষ্টি কথা, যষ্টি লাগে গায়।
যদি আড়্‌নয়নে দিষ্টি করি, ছিষ্টি উড়ে যায়॥
আমার্ পদাপ্পনে ঘু-ঘু চরে,
হাড়ে গঙ্গায়্ দুর্ব্বোঘাস ॥ ২ ॥

ঢল ঢল টল টল নাচিতে নাচিতে
খল খল বদনে হাসিতে হাসিতে

ওলো ও সখি বিভ্রমাবতী। আমাকে কেমন্ দেখাচ্চে, দেখ্ দেখি? আমার কি আরসে কাল্ আছে গা? সে রস্ নাই, সে কস্ নাই, সে কিছুই নাই, কেবল এক ঠাট্‌খানা আছে! হাঁলো বুন্, এই ঠাটা দেখে লোকে কি আমায় ঠাটা কোর্ব্বে? আমি বুড়ো হয়েছি,—হাঁগো! রাজা আমায় কেন ডাক্‌চেন?।

বিভ্রমাবতী।

ওলো দিদি।—তুই কি কখনো বুড়ো হবি-গা? সমস্ত মেয়ে গুলো তোর্ কোথায় লাগে? এমন্ চোখের্ চাউনি,—এমন্ চুলের্ ছাউনি—এমন্ দেহের্ ঠমক্—এমন্ ধারা জমক্—আর কি কারো আছে লো? তোর্ বয়েস্ যত ঘুন্‌য়ে উঠ্‌ছে, শরীর্ তত উন্‌য়ে উঠ্‌ছে, রূপ্ যেন উল্‌সে উঠে চোল্‌কেচোল্‌কে ঝোল্‌কে ঝোল্‌কে পড়্‌চে গা। তোর এই যৌবনের গাঙে কি কখনো ভাঁটা হবে বুন্।—চিরকাল কোটালের্ জোয়ার্ ভরা থাক্‌বেই। তবে বুন্ বল্‌তে কি।—দিদি,বোল্লে পর্ তুই আমার্ উপর

---

* মিথ্যাদৃষ্টি।—নাস্তিকতা বুদ্ধি।

তো বেজার্ হবিনে?—তোর্ গয়্না গুলো ভাল বটে, কিন্তু তুই পছন্দ-সই পোত্তে জানিস্নে,—বলিস্ যদি আমি তোরে আচ্ছাকোরে মনের্ মত সাজ্য়ে দি।—দ্যাখ্ এই পায়ের-মল্ তুগাছা খুলে নিয়ে তুই নাকেতে ঝুল্য়ে দে। আমি একটা গজাল দিয়ে নাক্ তুটো ছেঁদা কোরে দি। আর্ দ্যাখ্।—নাকের্ এই নথ গাচ্টা খুলে বাঁ-পার কোড়ে আঙুলে পোরে ফ্যাল্। চোকের্ কাজল্ মুছে নিয়ে তুই গালেতে মাখ্ দেখি। দিদি,—তুই হাজার্ নাগরের্ এক নাগরী। তোদের্ আয় পয়্ও নিজের্ এয়োৎ রাখ্বার জন্যে এক্জোড়া সোণার শাঁকা পোত্তে তো হয়।—তা হোলে তোর্ আশ্চর্জ্জি শোভা হবে।

মিথ্যাদৃষ্টি।

ওলো সই, বেশ্ বলেছিস্, এই বেশ্ বেশ্ বটে।

বিভ্রমাবতী।

দিদি!—পুরুষেরা বলে"আপ্রুচি খানা, পররুচি পেঁদ্না।—আমি যখন্ পোষাক্ পোরে জাঁক্জম্কে পাড়া করি,—তখন পথের্ সকল্ লোকটা দেখে অম্নি ধন্নি ধন্নি ধন্নি করে।—আর্ আমার্ "তিনি" আল্লাদে আট্খানা হোয়ে গল্তে থাকেন।—ভাল দিদি, জিজ্ঞাসা করি,—তোর চোক্ তুটো কেন ঢুল্ ঢুল্ কোচ্চে?।

মিথ্যাদৃষ্টি।

(আহ্লাদে গদগদ হইয়া মুখের ঠাট করিয়া হাসিতে হাসিতে।)

আর্ বুন্, ও কথা তোরে কি বোল্ব?—কি জিজ্ঞাসা করিস্? আমার্ কি আর্ দিন্ রাত্তির্ নিদ্রে আছে? এই রাজবাটীর ছেলে বুড়ো সকল গুলোই আস্ছেই আস্ছে।—চুল্ বাঁদ্তে এক দণ্ড অব্সর পাইনে, আমি একা নারী, তাহারা সহস্র পুরুষ, এতে কি আর ঘুম্ আছে-লো?

বিভ্রমাবতী।

ওলো দিদি! শুনে যে বড় আশ্চর্জ্জি বোধ হচ্চে, কামের রতি, লোভের তেষ্টা—ক্রোধের হিংসে, এই সকল ঘরের্ গিন্নী বান্নী আছে, তারা কি কেউ তোমার্ উপর বেজার্ হয়না গা?।

মিথ্যদৃষ্টী।

কি বুন্? তারা আবার বেজার্ হবে? তারাইতো সব্ ধোরে বেঁধে

এনে গোংয়ে দেয়। আমি কখনো কাউকে যেচে ডাকিনে, হাঁলো একি বল্‌বার কথা? আপ্ত মুখে বলা নয়, হ্যাদ্-দেখ্, রাজ্‌বাড়ীর ঐ বোউ-গুলো, মেয়ে-গুলো, আমায় ছেড়ে একরত্তি স্থির্ থাক্‌তে পারে না।—হাঁলো সই, আমাকে কি ভাল দে-খাচ্চে? রাজা দেখ্‌লে পর্‌তো খুসি হবেন্।

বিভ্রমাবতী।

দিদি।—দেখিস্, রাজা দেখ্‌লে পরেই অম্নি মুচ্ছ যাবেন্, এলুয়ে পোড়্‌বেন্।

রঙ্গিণী চৌপদী।

যৌবন গিয়েছে ঢোসে, শরীর পোড়েছে খোসে,
তবু আছ ঠিক্ বোসে, ঠোঁটে দিয়ে কস্-লো,
ঠোঁটে দিয়ে কস্।

ভাল ভাল ভাগ্য জোর, কটাক্ষেই কর ভোর,
এখনো লাবণ্য তোর, করে টস্ টস্ লো,
করে টস্ টস্॥

তোয়েরি তোমার চেয়ে, এমন কে আছে মেয়ে,
ঈষৎ ভঙ্গিতে চেয়ে, কর সব বশ লো,
কর সব বশ।

তুমি দিদি কল্পলতা, সমাদর যথা তথা,
পড়িলে তোমার কথা, সবে গায় যশ লো,
সবে গায় যশ॥

স্থিরভাবে অষ্ট যাম, পদানত রতি কাম,
বায়ুবেগে তোর নাম, ছোটে দিগ দশ লো,
ছোটে দিগ্ দশ।

দলহীন হোলো কলি, তথাচ মোহিত অলি,
হাঁলো দিদি বুড়ো কলি, তবু এত রস লো,?
তবু এত রস?।

মিথ্যাদৃষ্টি।

হাঁলো সই।—তোরা কয়্ বুন্।

বিভ্রমাবতী।

বুদী মাসী, ক্ষুদী পিসী, বিম্‌লী গোয়ালিনী, আর আমি, আম্‌রা এই চার্‌টি বুন্।

মিথ্যাদৃষ্টি।

সই।—আজ্ শেষ বেলাটা রা-জার্ সঙ্গে দেখা কোর্ব্ব কি?

বিভ্রমাবতী।

দিদি।—রাং পর্ তেরো, কি সতেরো। ঐ মাতার্ উপর্ সূজ্জি ঝিক্ মিক্ কচ্চে। এই সময়টাই ভাল সময়।

দিদি।—ঐ মহারাজ সিঙ্গেসনে বোসে আচেন্, তুমি তাঁহার নিকট শীগ্গির যাও শীগ্গির যাও।

মিথ্যাদৃষ্টি।

মহারাজ। আজ্ঞা করুন্, আমি আপনার দাসী, "মিথ্যাদৃষ্টি" প্রণাম করি, আমাকে কেন ডেকেচেন্?

মহামোহ।

গীত।

রাগিণী বারোয়াঁ। তাল আড়া।

ছিছি ধনি ওখানে দাঁড়ায়ে কেন আর?।

এসো এসো কোলে এসো, বোসো একবার ॥
আজ্ একি শুভদিন, আমি তব প্রেমাধীন,
দেখি নাই বহু দিন, বদন তোমার।
তোলো প্রিয়ে মুখ তোলো, মুখের আঁচল
খোলো, শোভায় হরণ কর, মনের আঁধার ॥
করযুগে ছেঁদে ধর, হর হর তাপ হর,
মানস প্রফুল্ল কর, এখনি আমার।
তুমি-লো প্রাণের প্রাণ, বাহিরেতে কেন প্রাণ,
তোমায় করেছি দান, হৃদয় ভাণ্ডার ॥
শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে, দেহ নিয়ে মন নিয়ে,
প্রাণের আসন গিয়ে, কর অধিকার।
নখর-পল্লব যেন, অধর শোভিছে হেন,
নূপুরের ধ্বনি পায়, ভ্রমর-ঝঙ্কার।
বচন কোকিল-স্বর নয়নেতে পঞ্চশর,
করেছে বসন্ত তব, দেহ অধিকার ॥

হে প্রিয়ে! সেই দাসীর বেটী ভয়ঙ্করী, কুলাঙ্গারী শ্রদ্ধা বিবেকের সহিত উপনিষদ্দেবীর সংঘটন দ্বারা প্রবোধ উৎপাদনের জন্য কুটনীর ন্যায় আঁটুনি করিয়া জুটুনি করিবার খুঁটুনি তুলিতেছে। তুমি সেই পাপীয়সী ভণ্ডা রণ্ডার চুলের গোছা ধরিয়া ষণ্ডাদিগের হস্তে সমর্পণ কর। পাষণ্ডেরা তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত ও পদাঘাত করিতে করিতে সংহারমুদ্রা দর্শন করাক্।

মিথ্যাদৃষ্টি।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেম্টা।

জয় মহারাজ, ভয় কোরোনা আর।
আমি কোর্ব্বো একা, একাকার ॥
এমন্ পতিব্রতা সতী আছে কে।
আমি সাত্-পুরুষ্কে, রমণ্ করাই অতি পুলকে ॥
সেই সাধ্বীসতী সাবিত্রীকে,
সদা ঘটাই ব্যভিচার ॥
আমার্ এক্‌টুখানি বাতাস্ লাগ্‌লে গায়।
বেচে কোশা কুশী, মুনি ঋষি, বেশ্যাবাড়ী যায়।
লোকের পাত্রাপাত্র, গোত্রাগোত্র,
এখন্ কিছু নাই বিচার ॥

হে মহারাজ! এই দাসীহোতেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হবে। তার এক্‌টা ভাব্‌না কি? আমি এক্ হুঙ্কারে টুঙ্কারে সকলকেই কাণা কোর্ব্ব, কেউ কি কিছু দেখ্‌তে পাবে? ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, শাস্ত্র নাই, বেদ নাই, গায়িত্রী নাই, মোক্ষ নাই, সকলি মিছে।—মহারাজ! উপনিষদ্, সে—কে? বেদের একটা ভাগ্ বইতো নয়। তারেতো এক্‌গাছ তৃণের চেয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করি, সেযে বড় অপদার্থ, রস নাই, কস নাই, সুখ নাই, তাতে লোকের শ্রদ্ধা কেন হবে? মোক্ষ, সে আবার্ কি? মহারাজ মনের কোণেও ঠাঁই দিবেন্ না, সে শ্রদ্ধার এত আস্পর্দ্ধা? অশ্রদ্ধা এখনি তারে দাঁতে চিব্‌য়ে, গুঁড়ো করুক্। আমি তার বুকে দাঁড়াবো, পায়ে মাড়াবো, দেশ-তাড়াবো, বেদ্ ছাড়াবো, ভেদ ঝাড়াবো।

আর কি তারে আস্ত রাখি—আস্ত রাখি ¿।
এই দেখনা, ঘাড়্টী ভেঙে,
রক্ত চাকি-রক্ত চাকি ॥

মহামোহ।

আর আনন্দের সীমা নাই।

হে হৃদয় রঞ্জিনী! এত দিনে আমার মনের সকল উদ্বেগ্ দূর হইল, আর আমার কোন ভয় নাই, ভয় নাই। হে প্রিয়ে! যেমন মহাদেবের বামভাগে পার্ব্বতী বসিয়া শোভা করিতে থাকেন, তুমি সেইরূপে আমার বামাঙ্গে মিলিত হইয়া বিরাজ করিতে থাক।

(অতিশয় ব্যাকুল হইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করণে অগ্রসর।

মিথ্যাদৃষ্টি।

ও মহারাজ। ও কি? ও কি? আমি মেয়ে মানুষ।—সভার্ মাঝে।—দিনের্ বেলা।—দিনের্বেলা।—এই সব্ নোক্ রয়েছে, নোক্ রয়েছে।—আই আই আই।—আমি নজ্জাপাই, নজ্জাপাই। ছি ছি ছি, সোরে যাও, সোরে যাও।

আদরিণীচ্ছন্দঃ।

ছিছিছি, দোড়্য়ে এসে, জোড়্য়ে ধোরে,
মনের্ আগুণ্ কেন জ্বালো ¿।
ওকথা, আর্ বোলোনা, আর্ বোলোনা,
আর্ বোলোনা। অম্নি ভালো,
অম্নি ভালো ॥

ছি ছি ছি সভার্ মাঝে, মরি লাজে,
দিনের্ বেলা রবির্ আলো।
ওকথা আর্ বোলোনা, আর্ বোলোনা,
আর্ বোলোনা। অম্নি ভালো,
অম্নি ভালো ॥

ছি ছি ছি, সময় আছে, সবাই কাছে,
কামের পাশা, কেন চালো ¿।
ওকথা, আর্ বোলোনা, আর্ বোলোনা,
আর্ বোলোনা। অম্নি ভালো,
অম্নি ভালো ॥
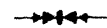
ছি ছি ছি, রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে,
ঠিক্ যেন ত্রিভঙ্গ কালো।
ওকথা, আর্ বোলোনা, আর্ বোলোনা,
আর্ বোলোনা। অম্নি ভালো,
অম্নি ভালো ॥

মহারাজ। চল এখন্ আমরা সাজঘরে গমন করি।

তদনন্তর মহামোহ এবং মিথ্যাদৃষ্টি রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইতি বোধেন্দু বিকাস মহানাটকেরদ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

শান্তি এবং করুণার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।

শান্তি।

(জগদীশ্বরকে প্রণাম।)

হে জগদীশ্বর পরমাত্মন্। তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

(সভ্যগণের প্রতি উপদেশ পূর্ব্বক বক্তৃতা।)

হে জীব সকল। এই সংসারকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া নিয়তই মরণকে স্মরণ কর,—মনের সকল অভিমান হরণ কর,—সন্তোষকে মনের মন্দিরে বরণ কর,—কেবল আনন্দদ্বীপে চরণ কর,—জীবন জীবনবিম্ব-বৎ; নিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস নাই, এখনিই বিনাশ হইবে, অতএব যত পার ততই সৎকার্য্য সাধন কর,—ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া সৎকার্য্যের সৎকার্য্য করা উচিত হয় না, পরম প্রেমের প্রেমিক হও, সকলের প্রিয় হইয়া প্রেমপাশে সকলকে বদ্ধ কর।—এই জগতীবাসে কে তোমার শত্রু আছে? তুমি কাহাকে শত্রু জ্ঞান কর? তুমি বিবেচনা-দোষে আপনিই আপনার শত্রু হইতেছ, কারণ দেহের কারণ না জানিয়া দেহেতে আত্ম-বোধ করত ঘোরতর অভিমানবশতঃ কেবল রিপুদিগকে চরিতার্থ করিতেছ।—এই অভিমান, এই অহঙ্কার, এই দম্ভ, ইহারা তোমার যত শত্রু, তত শত্রু আর কেহই নাই।—যদি এই রিপু-মণ্ডিত বপুরাজ্য পারিতোষিক স্বরূপ তোমার চিরপ্রাপ্ত-ধন হইত, তবে অহঙ্কার একদিন শোভা পাইত।—মৃত্যু প্রতিক্ষণেই নিজ নিকটে আহ্বান করিতেছে, এখনিই মৃত্যুঞ্জয়ের চরণ-শরণ লও।

জগতের শোভা দর্শন কর,—কি বিনোদ-ব্যাপার-বূ্যহ বিলোকিত হইতেছে। কিন্তু এই অদ্ভুত ভূতের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে ভূতে অভিভূত হওয়া উচিত হয় না। যিনি সকল ভূতের কর্ত্তা, ভূতাতীত ভূতনাথ

তাঁহারি ভাবে অভিভূত হও। রত্নাকর সমুদ্রে এবং এই রত্নময়ী-বসুধা-গর্ভে যে সকল রত্নরাজি রাজিত আছে, তৎসমুহ একত্র করিয়া সম্ভোগ করিলেও ক্ষণমাত্র যথার্থ সুখের সঞ্চার হইতে পারে না। এই বিচিত্র গগণক্ষেত্র-বিরাজিত চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, এবং বারি প্রভৃতি কি কখনো তোমাকে চিরসুখে সুখী করিতে পারে? কেননা মানব-কৃত কার্য্যজনিত অথবা প্রাকৃতিক-সুখকে প্রকৃত-সুখের মধ্যেই গণনা করা যায়না, যেহেতু এই সমস্ত সুখ-অবিনাশি এবং অনন্ত নহে; ক্ষণে, ক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, অথচ ইহাতে কেবল দুঃখের অংশই অধিক, ঐ সমুদয় অনিত্য-সুখের বিচ্ছেদ-কালীন যেরূপ দুঃখের উদয় হয়, তাহা শরীর এবং মনের পক্ষে কত কষ্ট-দায়ক বিবেচনা কর।—হে মানব! বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক এই অসার-সংসারে সংসারসম্বন্ধীয় সুখের আশা পরিহার কর। শুদ্ধ শুদ্ধচিত্তে এক অক্ষয়, অখণ্ড, অনন্ত, সুখ সম্ভোগ কর, যাহার সহিত দুঃখের কিছুমাত্র সংস্রব নাই।

এই মোহকরী মহী-মাতার মোহিনী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কেন মোহিত হও?—এই ভবরাজ্য, এই সব ভব-কার্য্য যাহার দ্বারা অবধার্য্য হইতেছে; তাহার অনিবার্য্য অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য তাৎপর্য্য গ্রহণ কর।—বনে এবং উপবনে পুষ্পপুঞ্জ মকরন্দ ভরে প্রফুল্লিত হইয়া সুবাস দ্বারা কি আমোদ বিতরণ করিতেছে!—হে জীব তুমি এই ফুলের আমোদে আমোদিত হইয়া কেন অঙ্গরাগ ও ইন্দ্রিয়যাগ করিতেছ? এই বিকশিত কুসুমের মনোহর দ্যুতি দর্শন করিয়া এবং আঘ্রাণ লইয়া ভগবানের ভাবে গদ্গদ হও, এবং প্রেমরূপ-পদ্মে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা কর।

হে মনুষ্য! তুমি এই অলীক সুখময় বসন্তকালে ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ ঝঙ্কার, কোকিলকুলের কুহু কুহু মধুর ধ্বনি শ্রবণে এবং পূর্ণেন্দু-প্রকটিত জ্যোৎস্নোজ্জ্বলিত সুবিমল রজনী দৃষ্টে কেন প্রমত্ত হইয়া রিপুকে বিকল ও চঞ্চল করিতেছ?—আহা! স্থির হও স্থির হও।—কোকিল এবং ভ্রমরের সুধাময় সংগীত

শ্রবণ কর. ইহারা তোমাকে ব্যাকুল করিবার নিমিত্ত জন্ম-গ্রহণ করে-নাই, তোমাকে প্রিয়ভাষের-উপ দেশ দিবার নিমিত্তই শুক হইয়া স্বষ্টিকর্ত্তার গুণ-গান করিতেছে। তুমি তাহারদিগের শিষ্য হইয়া প্রিয়বচনে অমৃত-বর্ষণ কর, এবং ব্রহ্মসংগীত গান-দ্বারা আপনি মুগ্ধ হইয়া সকলকেই মুগ্ধ কর, আর এই সুনির্ম্মল রজনীতে স্থির হইয়া একাগ্রচিত্তে জ্ঞানযোগে জগদীশ্বরের ধ্যান কর।

শাস্ত্রকর্ত্তা-জ্ঞানি-লোকেরা এই বসন্তকালে ভ্রমণের বিধি বিধি করিয়াছেন। যদি ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হয় তবে ভ্রমণ কর, কিন্তু কোন্ পথে ভ্রমণ করিতে হয় তাহার কিছু স্থির করিয়াছ?—দেখ, জগদীশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া সর্ব্বজীবের সুখের জন্য "প্রবৃত্তি" এবং "নিবৃত্তি, এই দুটী পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহার কারণ যাহার যে পথে গমনে অভিরুচি হইবে, সে ব্যক্তি সেই পথেই গমন করিবে। হায়, কি আশ্চর্য্য! প্রাণিমাত্রেই প্রবৃত্তি-পথ পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকর্ষ প্রযত্ন প্রচার করিতেছে। প্রায় কাহাকেই নিবৃত্তিপথের পথিক হইতে দেখা যায়না, কেননা প্রবৃত্তি-পথে পুনরাগমনের ব্যাঘাত নাই, নিবৃত্তিপথে ভ্রমণ করিলে আর কোনমতেই আসার আশা থাকেনা, সুতরাং ইচ্ছাক্রমে কেহই তাহাতে অনুরত হয়না। যেমন কোন মনুষ্য বিদেশ-গমনের বিচার-কালে এরূপ বিবেচনা করে, যে " এ পথে যাত্রা করিলে আমি অতি সহজে অতি শীঘ্রই গৃহে আসিতে পারিব, ও পথটা অতি ভয়ঙ্কর, কি জানি, পাছে কোন বিড়ম্বনা হয়, দূর হউক্, আমার পক্ষে এই পথি ভাল,, সেইরূপ আশু-সুখকর-ব্যাপার-বৃন্দ বিলোকিত না হওয়াতে তোমার মনে নিবৃত্তিপথের নিবৃত্তি জন্মিয়া কেবল প্রবৃত্তিপথের প্রবৃত্তিই উদয় হইতেছে।

আহা, কি অযোগ্য-দুর্ভাগ্য! এই উভয় পথের মধ্যে কোন্ পথ অতি উৎকৃষ্ট ও অত্যন্ত সুখকর, তাহার বিতর্ক কেহই করেনা। ওহে জীব! তুমি আর কতদিন মায়ার কুহকে পতিত থাকিবে? এই দণ্ডেই

আপনার সুপথ দেখ। অতি অলীক ক্ষণিক আমোদকর প্রবৃত্তিরূপ কণ্টকাবৃত কুপথ ভ্রমণে আর কেন প্রবৃত্ত হও? এ পথের সুখ যাহা সে সকলি অনিত্য ও পরিণামে দারুণ দুঃখদায়ক। প্রবৃত্তিপথের পথিক হইলে কখনই নিত্যসুখের উৎপাদনকারক তারক-ব্রহ্মের নিকটস্থ হইতে পারিবেনা,ভয়ানক বনচর প্রভৃতি দস্যু সকল পথিমধ্যে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। নিবৃত্তিপথে কাঁটা নাই, হিংস্র জন্তু নাই, এবং দস্যু নাই। সে পথ অতি পবিত্র, কোন ভাবনার বিষয় নাই। ঐ সত্য সুখময়-সুন্দর সুপথে যাত্রা করিলে অবিলম্বেই পরমপ্রেমময় পরমপুরুষের সমীপস্থ হইবে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তুমি একেবারেই কৃতকৃতার্থ হইবে, ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সন্তোষ-সদনে অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবে।

তুমি প্রবৃত্তিপথে প্রবিষ্ট হইয়া সংসার-সুখের আস্বাদনে তৃপ্ত হইতেছ, কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র রস নাই, বিষম-বিরস, এই পন্থা যে সংসার-কাননের চতুর্দ্দিক দিয়া গমন করিয়াছে, সেই বনে হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শরদ, এই ছয় ঋতু যথ-রীতিক্রমে নিয়মিত সময়ে স্ব স্ব স্বভাব প্রকাশ করিয়াথাকে বটে, তন্মধ্যে পাঁচ ঋতু তোমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর, শুদ্ধ এক সুরভিকাল যৎকিঞ্চিৎ আহ্লাদজনক, কেননা তুমি এই কালে নব, নব [illegible]-বল্লভ পল্লবমঞ্জরীমণ্ডলমণ্ডিত-নবনব সুচারু-সুন্দর-সুরভি--ফুল্লফুলদল-সুশোভিত-মৃদুমৃদু--মলয়ানিল-সেবিত-মধুপানমত্ত--মধুকর--নিকর-গুঞ্জিত-কোকিলকুল-কুলকুজিত-কমনীয়-কুঞ্জকাননে কুটিল-কুন্তলা কুরঙ্গাক্ষী-কুলকামিনীকুল-কর-সঞ্চারণ-পুরঃসর বিহার-সুখে সুখী হইতেই ইচ্ছা কর, কিন্তু তুমি জাননা, এ বসন্ত তোমার পক্ষে কৃতান্ত সম, শ্রীমন্ত নহে।—তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত, যাহা সুধাময় জ্ঞান করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে অতিশয় বিষময় নিরয়-নিলয়।

তুমি নিবৃত্তিপথ অবলম্বন কর, তাহাতে তোমার সমূহ-শিব সম্ভাবনা, এই বর্ত্মে কোন ঋতুর প্রাদুর্ভাব নাই, বর্ষাতেও হর্ষের অবধি নাই, শরদেও আমোদের হ্রাস নাই, হেমন্তেও সন্তোষের অন্ত নাই, এবং

গ্রীষ্মও ভীষ্মবৎ ভীষ্ম নহে।—ইহারা কেহই প্রবল হইয়া পীড়া প্রদান করিতে পারেনা, কারণ তথায় প্রতি-নিয়তই কেবল "বিবেক" নামক বসন্ত-ঋতুর প্রাদুর্ভাব।

পদ্য।

উঠ উঠ, উঠ জীব, চড় জ্ঞান-রথে।
ভ্রমণ করিতে চল, নিবৃত্তির-পথে॥
নিত্যসুখানন্দময়, বন আছে যথা।
"বিবেক" বসন্ত-ঋতু, বিরাজিত তথা॥
সে বনে অপর ঋতু, না হয় উদয়।
সদাকাল সুখময়, সুরভি সদয়॥
ঈশ্বর-সাধন "কাম" করিছে বিহার।
শ্রীমতী "সুমতি রতি", সতী-প্রিয়া তার॥
এখনি দেখিতে পাবে, বিজ্ঞান-নয়নে।
ইন্দ্রিয়-শাখির শোভা, দেহ-উপবনে॥
অপরূপ, বৃত্তিরূপ, শাখা শতশত।
অনুরাগ-নবপত্র, শোভে তায় কত॥
মধুর মাধুরী কিবা, আহা মরি মরি।
মাঝে মাঝে, ঝুলিতেছে, ভক্তির মঞ্জরী॥
বিবেক-বসন্ত বলে, বাড়িছে বিলাস।
ফুটেছে কুসুম কত, ছুটেছে সুবাস॥
"সন্তোষ" মলয়-বায়ু, প্রবাহিত হোয়ে।
করিতেছে পুলকিত, গন্ধ তার লোয়ে॥
দয়া-যূথী, ক্ষমা-জাতি, শান্তির সেয়তী।
অহিংসা-অপরাজিতা, করুণা-মালতী॥
মুকুলিত হইয়াছে, যত তরু-লতা।
লজ্জা "লজ্জাবতী" ফুল, মাধবী-শীলতা॥
সত্যরূপ চম্পক, [illegible] কত তাতে।
প্রমোদিত করিয়াছে, প্রেম-পারিজাতে॥
এ বনে বিহঙ্গ কত, করি বিচরণ।
শ্রবণবিবরে করে, সুধা-বরিষণ॥
মরি কিবা "শ্রুতি-শুক," শ্রুতিসুখকর।
"গীতা" শারিকার সহ, ডাকে নিরন্তর॥
মনোহর দ্বিজবর, নিজ-স্বর ধোরে।
"সুরাগ", সুরাগে লয়, প্রাণ মন হোরে॥
সুললিত সুমধুর-রবে ধরি তান।
"একমেবা দ্বিতীয়ম্" করে এই গান॥
তার গানে, যার কাণে, রস ঢুকিয়াছে।
একেবারে সেই জীব, শিব হইয়াছে॥
"বেদান্ত" কোকিল-কুল, করিতেছে গান।
ধরিতেছে, নিজ রাগ, হরিতেছে প্রাণ॥
"কলঘোষ*" কলরবে, এই কথা কয়।
"জয় জয়, জয় বিভো" জগদীশ জয়॥
নির্ব্বিকার নিরাকার, নিত্য-নিরাময়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
সর্ব্বসার সর্ব্বাধার, সদানন্দময়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
তৎ, সৎ, ওঁকার, নির্গুণ-নিরালয়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
গুণাতীত গুণাকর, সর্ব্বগুণময়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
সৃজন পালন লয়, কটাক্ষেতে হয়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
কৃপালোকে ত্রিতাপ, তিমির কর ক্ষয়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
দয়াকর, দয়া কর, দীন দয়াময়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥

---

*কলঘোষ—কোকিল।

কোকিলের মুখে এই, শুনিয়া সুরব।
"কাম্যকর্ম্ম" কাক-কুল, হয়েছে নীরব॥
আরে জীব পাবি শিব, দূরে যাবে জ্বালা।
ভবেনা কাকের ডাকে, কাণ ঝালাপালা॥
শুক, পিক, ছাড়া আর, পাখি আছে যত।
শাখাপরে, পাখা নেড়ে, দেখাতেছে কত॥
এক গাছে, এক ডালে, বসেনাকো কটা।
কলরব কোরে সব, বাধায়েছে ঘটা॥
নানাদিগে উড়ে যায়, নানাপথে চলে।
ফলত সে ছয় পাখি, এক বুলি বলে॥
"ছয় দরশন" পাখি, হয়, ছ, প্রকার,
সকলেই করিতেছে, কুশল তোমার॥
"ন্যায়" নামে এক পাখি, ন্যায়পথে রয়।
না করে অন্যায় কিছু, ন্যায়কথ কয়॥
পাতঞ্জল, শাংখ্য আদি, আর আছে যত?।
নানা কথা কোয়ে দেয়, এক মতে মত॥
একানন, কি কহিবে, এ কানন গুণ।
এ কানন গুণে পাবে, গুণেশ-নিগুর্ণ॥
"হৃদি-সরোবরে ভাবপদ্মে, বত ওণ।
মধুকর, মন, তায়, করে গুণগুণ॥
"মকরন্দ", আনন্দ, ক্ষরিছে প্রতিক্ষণ।
পান করি পরিতোষে, তৃপ্ত হয় মন॥
পরিহরি ভ্রম, ভয়, সুখে এই বনে।
পাইবে সমান সুখ, বনে আর বনে॥
এই বনে আছে এক, ভুবনমোহিনী।
তার কাছে কোথা আছে, কামের-কামিনী॥
"বিদ্যা" নামে, সুরূপসী, সুপথগামিনী।
হাসে ভাসে, তমোনাশে, প্রকাশে দামিনী॥
স্বভাবে প্রসন্ন বালা দিবস-যামিনী। *
পরিণয় কর তার, করহ স্বামিনী॥
'মাঙ্গল্য,' ঘটক, বিশ্রাগ, পুরোহিত;
তোমার বিবাহে দোঁহে, করিবেন হিত॥
বরসজ্জা করাইবে, "বিশ্বাস" আসিয়া।
"শ্রদ্ধানাম্নী" ঘরে লবে, বরণ করিয়া॥
পতিব্রতা সতী বিদ্যা-অবিদ্যানাশিনী।
হইবে তোমার চির, হৃদয়বাসিনী॥
সে বিদ্যা, সুন্দর, তুমি, তায় কত সুখ।
একেবারে দূর হবে, সমুদয় দুখ॥
এ বিদ্যা-সুন্দর-লীলা, পাঠ যেই করে।
সে কি, বিদ্যা-সুন্দর, করেতে আর ধরে?॥
ওহে জীব! বৃথা কেন, আয়ু কর গত?।
বিদ্যা নায়িকার প্রেমে, হও অনুরত॥
তাহার অধরে খেলে, বোধরূপ সুধা।
আর না রহিবে এই সংসারের ক্ষুধা॥
প্রগাঢ় প্রণয়ে তারে, করিলে বিহার।
প্রসূত হইবে সুত, "প্রবোধ" কুমার॥
হেরিলে পুত্রের মুখ সুখ কত পাবে।
সংসারী হইয়া শেষ, সংসার ছাড়িবে॥
বপু-উপবনে, আর, না রহিবে ভয়।
পলাইবে 'মহামোহ,' লোয়ে শত্রু-চয়॥
প্রবোধ প্রাণের পুত্র, অতি হিতকর।
স্ববংশ-নির্ব্বংশকারী, প্রিয়-বংশধর॥
তোমার বিরহ জ্বালা, সকল নাশিবে।
কাটিয়া মাতার মাতা, বিমাতা* আনিবে॥
সে নারী আসিয়া যদি, করে আলিঙ্গন।
তখনি মোচন হবে, ভবের বন্ধন॥
করিবে স্বরূপ পেয়ে, স্বধামে বিহার।
আশা-বাসা ভেঙ্গে যাবে, আসা নাই আর॥
অতএব, শুন শুন, বলি সুবিহিত।
বসন্ত সময়ে হয়, ভ্রমণ উচিত॥

---

* প্রবোধের বিমাতা মুক্তি।

উঠ উঠ উঠ, জীব, চড জ্ঞানরথে।
দমণ করিতে চল, নিবৃত্তির-পথে॥

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

তোমার ভোগের নহে, এভব বিভব,
ভাবের ভবন-ভব, স্বভাবে সম্ভব।
তুমি আমি নাহি রব, রবে মাত্র এক রব,
যত সব, তত শব, এই সব, এই শব॥ ১
ধরি হে চরণ তব, মন হে প্রসন্নভব,
কাম আদি মনোভব, বর পরাভব॥ ২

করুণা।

পরমেশ্বরের স্তব।

হে জগদীশ্বর! তোমাকে প্রণাম করি, সদয় হও। হে করুণাময় করুণাকর! আমার প্রতি করুণা কর,—দুঃখহব, দুঃখ হর। আমাকে কৃপার আলোকে এই ভূলোকে পুলকে পূর্ণ কর। হেনাথ! নিরন্তর আমার অন্তরে রও, আমার মনের সঙ্গে কথা কও। তুমি অনাথবন্ধু, করুণাসিন্ধু, বিমলেন্দু, সুধাসিন্ধু,—আমাকে বিন্দুসুধা দান কর,—একেবারে ক্ষুধা হর,—আমার অপরাধ ক্ষমা কর,—প্রণিপাত রূপ উপহার ধর।

আহা! তোমার সৃজিত এই স্বভাব স্বভাবে কি শোভা প্রকাশ করিতেছে! মনের সকল সন্তাপ হরিতেছে,—জীব সকল মনের সুখে চরাচরে চরিতেছে,—বিচিত্র বিশ্ববাসে কতই অদ্ভুত-ভাব ধরিতেছে,—সকলেই সানন্দে সরলচিত্তে তোমাকে স্মরিতেছে,—প্রকৃতির ক্রোড়ে ক্রীড়া করত উষা কি চমৎকার ভুষা পরিতেছে!—চারুতরু-বিরাজিত বিকসিত-কুসুম হইতে কি মধুর মধু ক্ষরিতেছে!—ক্ষুধাতুর বিহঙ্গ, পতঙ্গ, কীটাদির উদর-সমুদ্র ভরিতেছে,—আহা! তোমার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দৃষ্টে সাধু সমূহের নয়ননীরদে নিরন্তর দরদর নীরধারা ঝরিতেছে,—ভাবকগণ তোমাকে ভাবনাপথে ভাবনা করত ভয়ঙ্কর-ভবপাশ হইতে অনায়াসেই তরিতেছে।

আহা! পূর্ব্বভাগে গগনের উপর ধ্বান্তহর গুণাকর দিনকর করনিকর বিস্তার করত কি এক নয়নপ্রফুল্লকর মনোহর ভাস ভাসিতেছে!—দারুণ দুঃখের আধার-স্বরূপ অন্ধকারকে নাশিতেছে,—বোধ হয় তিমিরারি তিমিরকে সংহার করিয়া

আপন উদরে গ্রাসিতেছে,—শাসক হইয়া তোমার এই সংসার-রাজ্য শাসিতেছে।—এই মহির মহির মনের মালিন্য মোচন-মানসে পূর্ব্ব হইতে অতি অপূর্ব্বভাবে ক্রমে ক্রমে পশ্চিম-দিগে আসিতেছে।—মিত্র মিত্রের মুখ দেখিয়া দিবা কিবা হাসিতেছে! আলোক-দ্বারা আপন আপন আগমন জ্ঞাপন করাতে সমল-কমল অমল হইয়া কমল-হৃদয়ে মধু ভরে লপন প্রকাশ পূর্ব্বক প্রেমানুরাগে ভাসিতেছে,—গুণ্‌গুণ্‌রবকর-মধুকরনিকর মধু পানানন্দে মুগ্ধ হইয়া গুণ্‌গুণ্‌স্বরে তোমার অনন্ত গুণ ভাষিতেছে।

হে দয়াময়! তোমার অব্যক্ত কৌশলে এই পৃথিবী-সতী নিয়তই স্থিরভাবে রহিতেছে,—সর্ব্বংসহা হইয়া সকল ভার সহিতেছে—জগৎ-প্রাণ-পবন স্বকীয় শীতল-স্বভাবে অনবরতই শ্বণ্‌ শ্বণ্‌ শব্দে বহিতেছে,—হুতাশন আপনার প্রখর-প্রভাব ধারণ করত উত্তাপ-দ্বারা দিক্ সকল দহিতেছে,—ঐ অনলের উত্তাপ বারণ কারণ বিশ্বজীবন জীবন নদ-নদী নির্ঝর-রূপ বদন ব্যাদন করত কলকলকলরব-দ্বারা ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই” এই কথা কহিতেছে,—আহা! জলে, স্থলে অনলে, অনিলে, আকাশমণ্ডলে কি অদ্ভুত কার্য্য কলাপ উদ্ভূত হইতেছে!—ভূত সকল কি অদ্ভুতভাবে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইতেছে।

হে নির্ব্বিকার-নিরাকার-নিরাধার-মূলাধার-সর্ব্বাধার সর্ব্বসার!—তোমার প্রণীত এই অসার-সংসার যে প্রকার চমৎকার শোভার-ভাণ্ডার, তাহার উল্লেখ কি করিব আর! মরি, মরি! নমস্কার, নমস্কার,—তোমার অপার মহিমার সুসার কৃপার বিস্তার ব্যাপার বর্ণনা করিবার সাধ্যইবা কার?—আমি স্বভাবে জ্ঞানহীন—অতি দীন—সহজে মলিন—ভজনারহিন— উপাসনা-কল্পে অত্যন্ত ক্ষীণ,-রিপুর-অধীন!—এতদিন কি করিলাম?—মিথ্যা কাল হরিলাম?—স্থিরচিত্তে তোমাকে ভজিলামনা,—তোমার তত্ত্বরসে মজিলামনা,—দিন দিন দিন যতই নিকট হইতেছে, কাল ততই দেহের বল হরণ করিয়া লইতেছে।

হে অনাথনাথ—জগন্নাথ! তোমার এই ভাবময় ভবভাণ্ডারে যাহা

দর্শন করি - যাহা সম্ভোগ করি--তা হাই কি আশ্চর্য্য আহা মরি মরি।—এই জগতের বিচিত্র শোভা, কি মনোলোভা।—আহা! কি অদ্ভুত কালের সৃষ্টি!—শরদ, শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,—এই সকল কাল কি মনোহর! জীবের পক্ষে কি শিবকর। এই গ্রীষ্ম ভীষ্ম হইয়া যদিও দেহির দেহ দহে—তথাচ গ্রীষ্ম ভীষ্ম হইয়া-ভীষ্মই নহে,—এই নিদাঘে ধরা কি মনোহরা হইয়া আপন হৃদয়ে নানারূপ শস্য, মূল, ফল, নির্ম্মল-জল ধারণ করিতেছেন,—আমাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা হরিতেছেন,—আহা! বর্ষা সময় --কি রসময়!—সুধার-সুধার বৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে।- অবনীর সকল সন্তাপ হরিতেছে।—সুখময় শরদ—জীবের পক্ষে কি বরদ?—এই কালে ধরণী জননী শস্যশালিনী হইতেছেন,—আমারদিগের জীবিকার ভার লইতেছেন।—হিমঋতু--কি সুখের হেতু!—নিশির শিশির রুধির পক্ষে কি কল্যাণ করে!—সমুদয় অভাব হরে।—ঋতুকান্ত—কান্ত—যাহার নাম বসন্ত।—সেই কান্ত—কি কান্ত। এই বসন্তে স্বভাব কি সুন্দর স্বভাব ধরে। শোভায় মানস হরে, কানন পুষ্পরূপ—আনন প্রকাশ পূর্ব্বক গন্ধভরে—তোমার গুণ ব্যাখ্যা করে।

এই স্থিরকাল চিরকাল সমভাবে স্ব স্ব ভাবে ভাব ধরে। কত যুগ, কত বর্ষ, কত অয়ন, রাশিরাশি কত রাশি, লক্ষ লক্ষ কত পক্ষ, বারবার কত বার—দিন দিন কত দিন প্রকাশ করে।-(কাল কাল কতই কাল।--ছয় ঋতুর ছয় কাল,—দিবাকাল,—নিশাকাল,—উষা-কাল,—উষসী কাল।--এই এই—সেই সেই,—সেই সেই,—এই এই,—এই কাল—সেই কাল—সেই কাল এই কাল,—এইরূপে একাল ওকাল—সেকাল আর কত করিব? কাল-কাল করিয়া আর কত কাল কাল হরিব? (যে কাল দিবস-কাল, সেই কাল রাত্রি-কাল, সেই কাল প্রাতঃকাল, সেই কাল সন্ধ্যা-কাল, কাল কাল সেই কাল, সেই কাল মহাকাল।)

হে কালপাল কালেশ্বর। এই কালের পরিবর্ত্তনীয় ভাতি কি রমণীয়। ইহার প্রত্যেক্ কালের কান্তি কি কমনীয়! আহা! বিভাকরের বিভা

দ্বারা দিবা কিবা নিভা ধরিয়াছে। বোধ হয় সুচারু শ্বেতশতদল-সহিত বিমলরক্তোৎপল-মিলিত-হার পরিয়াছে।--উর্দ্ধভাগে তপ্তকাঞ্চন রেখা-বৎ কি এক অগ্নিচক্র জ্বলিতেছে,—খরতর-করভঙ্গিমাদ্বারা প্রাণি-পুঞ্জের নয়ন-নীরজকে ছলিতেছে,—দিবাকরের করে পুষ্পপ্রকর প্রফুল্ল হইয়া পবন-হিল্লোলে মকরন্দ-ভরে টলিতেছে,--ঢলিতেছে,--তাহার বাস পাইয়া বাস ছাড়িয়া পতঙ্গগণ পতঙ্গ-প্রেয়সীর অন্বেষণে চলিতেছে,—বনে বনে কত কলিকা দলিতেছে,—কুহু-কুহু-কলরবকারি-কলরব কদম্ব কি সুধাস্বরে কুহুকুহু কলিতেছে।—তচ্ছ্রবণে প্রেমিকপুঞ্জ প্রেমরসে গলিতেছে,-নিরন্তর বিশুদ্ধ-বদনে তোমাকে সাধু সাধু বলিতেছে।—তাহারদিগের চিত্তরূপ-বৃক্ষশাখায় বাঞ্ছাফল ফলিতে[illegible]

হে হরি [illegible]রি মরি! বিভাবরী কি সন্তোষকরা। এই যামিনী সমূহ সুখদায়িনী [illegible]দুঃখ সংহারিণী-তৃপ্তি-কা[illegible]সবিনী। জগতের তিমির[illegible]ভানু-সুধাকর সুধাকর নি[illegible]লোক মনোহর! এই কুমুদ-বিকচকর শশধর কি বিনোদ ভাতি প্রকটন করে!—মনের সকল অন্ধকার হরে। শ্রান্তির শান্তি করে,—কান্তির-দ্বারা নয়নের ভ্রান্তি হরে,--যখন আকাশে ঈক্ষণ করিয়া দেখি, সুচারুরূপে নক্ষত্র সকল উঠিয়াছে, তখন অনুমান হয়, বিশ্ববৃক্ষের উচ্চ শাখায় ফুল সকল ফুটিয়াছে।---যখন দৃষ্টি করি, চক্রাকারে চন্দ্রমণ্ডল জ্বলিয়াছে, তখন বোধ হয়, এই পরমক্রমের চরম-শাখায় একটি [illegible] ফলিয়াছে।

ত্রিপদী।

কোথা হে ভবের পতি, কি হবে আমার গতি,
পাপে পূর্ণ মানসের-পুর?
দৃষ্টি করি আমা পানে, দেখা দিয়া দয়া-দানে,
দুঃখিনীর দুঃখ কর দূর॥
ভাবের ভাবনা ভরে, যে তোমার ভাব ধরে,
সাধু সাধু, সাধু তারে কই।
তেমন যে সাধু হয়, তারে বলি সদাশয়,
আমি তার কেনা-দাসী হই॥
কি ভাবে ভাবিব আর, কি ভাবে তোমায় পাব,
ভাবিয়া না বুঝি হিতাহিত?।
প্রভু হে প্রণাম লহ, অহরহ দেহে রহ,
কথা কহ, মনের সহিত॥
দেহ সার উপদেশ, উদ্দেশেতে হোক শেষ,
দেশ দেশ ভ্রমিতে না হয়।

যেখানে সেখানে থাকি, কেবল তোমায় ডাকি,
তোমাতেই মন যেন রয়॥
চাতকের ভাব ধরি, পাতকের ভোগ করি,
পিপাসায় নাহি বাঁচে প্রাণ।
হৃদয়-আকাশে রোয়ে, করুণ-বরুণ হোয়ে,
করুন করুণাবারি দান॥
এ ঘোর ভোগের তৃষা, একেবারে হোক্ কৃশা,
ডাকিতে না হয় যেন আর।
জলদে জলদে-রব, না করি নীরবে রব,
মনে মনে আনন্দ-অপার॥
এখন্, যে 'আমি, কই, তখন, এ 'আমি, কই,
যখন্ তোমাতে হব লীন।
চরণ স্মরণ ধরি, সময় হরণ করি,
মরণ না হয় যতদিন॥
সন্তোষের সরোবরে, প্রেম-মকরন্দ ভরে,
হৃদিপদ্ম ফুটুক্ আমার।
হোয়ে নাথ মধুকর, করিয়া মধবস্বর,
তুমি তায় করহ বিহার॥
এ ভাবে আমার হোলে, তোমায় আমার বোলে,
লয় করি দশরূপ দশে*।
সুখের হিল্লোলে টোলে, গদগদ ভাবে ঢোলে,
একেবারে গোলে যাব বসে॥

হে নাথ! তুমি করুণা বরুণালয়। তুমি সুবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া যেমন বাহ্য-গ্রীষ্ম বিনাশ করিতেছ, সেই-রূপ আমার মনের গ্রীষ্ম হরণ কর। হে করুণাময়!—করুণ-বরুণরূপ ধরুন, অহঙ্কার অরুণের তাপ হরুন, আমাকে শান্তি-সলিলে শীতল করুন, তুমি জগত্তুপ্তকর জলধর হইয়া ক্ষুদ্র এক খগচঞ্চুর তৃষা কৃশা করিবে, এ কোন্ বিচিত্র।

পদ্য।

ধর নাম, দাতারাম, ধরি হে চরণে।
দয়াকর, দয়া কর, দীন হীন-জনে॥
কালের নিদাঘে আমি, নাহি করি ভয়।
ভিতরের গ্রীষ্ম যত, সব কর ক্ষয়॥
তাপেতে দহিছে দেহ, রহেনা রহেনা।
সহেনা সহেনা আর, যাতনা সহেনা॥
" অহঙ্কার-দিবাকর " খর-কর ধরে।
" অভিমান অনিল" অনল-বৃষ্টি করে॥
" আশারূপ ঘূর্ণাবাতে " ঘোর অন্ধকার।
দেখিতে না পাই কিছু, করি হাহাকার॥
" কর্ম্মভোগ-ধূলা উড়ে " অন্ধ কোরে রাখে।
ক্ষণেকে প্রলয় করি, দিক্ সব ঢাকে॥
" ধনতৃষা " নহে কৃশা, সদাই প্রবল।
" মানস-চাতক " ডাকে, দে জল দে জল॥
" লোভ রূপ ঘন " ঘন, করিছে গর্জ্জন।
নিরন্তর চেয়ে থাকে, তাহার বদন॥
মাঝে মাঝে " ক্রোধ রূপ ,, বজ্র নাদ হয়।
শুনে রব, হই শব, জীবন-সংশয়॥
" কামনার অনল ,, প্রবল হোয়ে জ্বলে।
সে অনল শীতল, না হয়, কোনো জলে॥
বল আর, কি প্রকার, রাখিব জীবন?।
পিপাসায় প্রাণ যায়, না পাই জীবন॥
" দয়া-নদী ,, শুখায়েছে, বেগ নাই আর।
' হিংসা-রূপ ,, পাঁকে ভরা, কলেবর তার॥
সাধ্য কার, তাহার, উপরে করে [illegible]।
পদার্পণ করিলে, অমনি অধোগ[illegible]॥

* দশরূপ দশ।—জ্ঞান-কর্ম্ম দশেন্দ্রিয়।

কোথা হে অনাথনাথ! করুণানিধান।
তোমা বিনে, এ শঙ্কটে, কে করিবে ত্রাণ? ॥
অন্তরতো নও তুমি, অন্তরেই রও।
কি-দোষ দেখিয়া তবে, সদয় না হও? ॥
ভাবময় ভগবান, তুমি গুণাকর।
গুণেরসাগর হোয়ে, গুণ তার ধর ॥
হর হর পাপ তাপ, ঐ বাতনা হর।
কৃপাকর, কৃপা করি, কৃপাদৃষ্টি কর ॥
অনুগত অকিঞ্চন, অনুতাপে মরে।
কিঞ্চিৎ করুণা কর, কাতর-কিঙ্করে ॥
করুণা-বরুণালয়, তুমি দয়াময়।
এ বিপদে, বারি-দান, সুবিহিত হয় ॥
হে নাথ! হৃদয়রূপ, গগনে আমার।
করহ "বিবেক রূপ" বরষা সঞ্চার ॥
অবিরত "বোধ-বারি" করি বিতরণ।
অন্তরে করিয়ে দেহ, বরষা-শ্রাবণ ॥
সুধার সুধার মত, পড়িবে হে নীর।
একেবারে জুড়াইবে, [illegible]হির ॥
পাপ তাপ নিদাঘের[illegible]ড়াইয়া।
লইব তোমার নাম, শীতল হইয়া ॥
আর না রহিবে দেহে, কোনোরূপ ভয়।
সুখেতে করিব, গান "জ[illegible]দীশ জয়" ॥

[সভাগণের প্রতি দৃ[illegible] করিয়া।]

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

ওহে জীব, হও শি[illegible] কিবে অশিব তোমার?।
সরল-স্বভ[illegible], সাধু ব্যবহার ॥
সু[illegible] করিয়ে [illegible] সবে সুখভোগ,
[illegible]মোক্ষ ভর[illegible]ভবের ভাণ্ডার।

ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, পুরুষার্থ, যার নাম,
সুখে চতুর্ব্বর্গধাম, কর অধিকার ॥
"করুণা-তরুর" তলে, যে বসেছে কুতুহলে,
চারি ফল এসে ফলে, করতলে তার।
বায়ু বং ব্যবহারে, গতি করি, এ সংসারে,
করুণা-কুসুম-বাস, কররে বিস্তার ॥
দ্বেষহিংসা হর হর, দয়া-ধর্ম্ম ধর ধর,
যত পার, কর কর, পর উপকার।
সবে যেন ঘরে ঘরে, ভাল খায়, ভাল পরে,
কেহ যেন নাহি করে, দুখে হাহাকার ॥
যেজন পাষাণমতি, হৃদয়-নিদয় অতি,
কেন গো-মা-বসুমতি, বহ ভার তার?।
আপনিই সুখে রয়, সে কি হয়, দয়াময়?
পর দুখে দুখী নয়, বৃথা-জন্ম তার ॥
বুঝিয়া দেহের মর্ম্ম, করিবে যে সব কর্ম্ম,
তার মাঝে দান-ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ সবাকার।
করি ধন, উপার্জ্জন, কর কর, বিতরণ,
সঞ্চয়ের প্রয়োজন, কি আছে তোমার? ॥
যা, করিবে বিতরণ, সে ধন, তোমার ধন,
মোলে পরে, ধন জন, সঙ্গে যায় কার?।
আপনি না খায় পরে, করেতে না, দান করে,
বৃথায় শরীর ধরে, সেই দুরাচার ॥
যেজনে কৃপণ হয়, বেঁচে থেকে মোরে রয়,
সে যদি সজীব, তবে, মরেছে কে আর?।
কভু, সে, জীবিত নয়, অমেতে জীবিত কয়,
কামারের জাঁতা সম, শ্বাসের সঞ্চার ॥
নাপায় সুযশ রস, ঘরামর অপযশ,
কখনো না থাকে বশ, দারা পরিবার।
যত জন পরিজন, দূরে করে অযতন,
পিতা বোলে পুত্র নাহি, ডাকে একবার ॥
মোলে বাপ, যায় পাপ, নাহি তায় পরিতাপ,
দারা মনে ইচ্ছা করে, বিধবা-আধার।

কৃপণের পিতা যিনি, পুত্রহীন কাজে তিনি,
কথনো কি কন ইনি, তনয় আমার ? ॥
ধন-ভোগ নাহি করে, পাপ-ভোগ ভুগে মরে
কৃপণ আপন নাহি, হয় আপনার।
অদাতা অধম জন, মাটি খুঁড়ে পোতে ধন,
তার মাঝে প্রয়োজন, কত আছে তার ॥
টাকা পোতে লোকে কয়, মাটি খোঁড়া সেতো নয়
অধ-গমনের পথ, করে পরিষ্কার।
"কমলা" বচন ধর, সকলের দুখ হর,
অচলা হইয়া কর, জগতে বিহার ॥
প্রকাশিয়া নিজ-স্নেহ, ধন, ধান্য দেহ দেহ,
কভু যেন নাহি কেহ, থাকে অনাহার।
সমভাবে রবে সবে, কারো না বিপদ হবে,
উথুলে উঠুক্ ভবে, সুখ-পারাবার ॥
লক্ষ্মীহীন, যত দীন, কত কষ্টে কাটে দিন,
সংসারে তাদের হয়, সকলি অসার।
লক্ষ্মীছাড়া সবে কয়, সমাদর নাহি রয়,
পূজ্য সেই বিশ্বময়, লক্ষ্মী আছে যার ॥
ধন বলে বল ধরে, দরিদ্রের দুঃখ হরে,
হিতকরকর্ম্ম করে, অশেষ প্রকার।
ধনেতে ধর্ম্মের যোগ, ধনে হয়, স্বর্গ-ভোগ,
এই ধন সুবিমল, সুখের আধার।
তুমি কৃপা কর যারে, ভোগ, মোক্ষ, দেহ তারে,
কর তার একেবারে, ত্রিতাপ সংহার ॥
ওমা লক্ষ্মি! তাই কই, "লক্ষ্মীছাড়া" যদি হই
"দয়াময়ী" নামে হবে, কলঙ্ক অপার।
কৃপণতা কর কেন? "কৃপা দৃষ্টি" রাখ হেন,
"লক্ষ্মীছাড়া" নাম যেন, না হয় প্রচার ॥

[চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া।]

হে সজলা-নদি, নদ, সরোবরাদি জলাশয় সকল! আমি তোমাদিগকে প্রণাম করি,—আহা! ধন্য ধন্য, তোমারদিগের করুণার কথা কি কহিব? তোমরা কত কত জলচরকে বক্ষঃস্থলে স্থানপ্রদান পূর্ব্বক অকাতরে ধারণ, পালন, চালন করিতেছ, তোমরা জীবন-বহন করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছ। মানবগণ তোমারদিগের কৃপায় ও সংপূর্ণ সাহায্যে নৌকাযোগে শত শত নিজ নিজ অভিলষিত এবং কত শত দেশ-হিতজনক-মাঙ্গলিক-কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া সুখ-সৌভাগ্য-সঞ্চয় করত সানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। হে জলনিধি রত্নাকর! তুমি স্বভাবে যেমন স্বয়ং অপার, সেইরূপ তোমার কৃপাও অপার হইয়াছে।

হে প্রভাকর! তোমাকে প্রণাম করি, তোমার তুল্য করুণাময় আর কাহাকেই দেখিতে পাইনা, তুমি সর্ব্বসাক্ষী লোকলোচন-জ্যোতির্ম্ময় হইয়া এই চরাচর বিশ্ব-সংসার প্রচার করিতেছ, তুমি সহস্র করে লবণ-সমুদ্রের জলাকর্ষণ পূর্ব্বক বাষ্পারূপে মেঘ সঞ্চারদ্বারা পুনর্ব্বার সুধা-বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছ,—

তুমি অচল সচল সকল পদার্থেই সমান দয়া প্রকাশ করিতেছ, তুমি আপনি অন্ন হইয়া অপর্য্যাপ্ত-অন্ন জল প্রদান করিয়া প্রাণিপুঞ্জের প্রাণ রক্ষা করিতেছ।—নিশাকর সুধাকর কেবল তোমার কৃপাতেই সুধার আধার হইয়া রজনীর অন্ধকার সংহার এবং আর আর অশেষ প্রকার উপকার-সাধন করিতেছেন।

হে জননি-ধরণি! তোমার ধারণা-শক্তি, সহ্যগুণ, ধৈর্য্যগুণ, দাতৃত্বগুণ, তুলনা-রহিত হইয়াছে। এত অত্যাচার সহ্য করিয়া কখনই বিরক্ত হওনা, অনবরত কেবল দান করিতেছ। তুমি দাতব্যের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছ, যে যত পারিতেছে, ততই লইতেছে, কি আশ্চর্য্য! ইহাতে ক্ষণমাত্র কাতর হওনা। মাগো! তুমিই সাক্ষাৎ করুণাময়ি ব্রহ্মরূপা।

হে ভাই তরু সকল! হে ভগিনি লতা-সকল! তোমরা এই পরম-প্রিয় প্রচুর-প্রেমকর করুণার কার্য্য কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছ? মূলের ছালের, ডালের-পত্রের, ফুলের ও ফলের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া সমস্ত জীবের অশেষবিধ উপকার করিতেছ। সাধু সাধু, তোমারদিগের এই কারুণ্যগুণে আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইতেছে। আহা! আহা! তোমারদিগের আশ্রয়ে বিশ্রাম করিয়া পথশ্রান্ত জনেরা অসহ্য ক্লেশ নিবারণ পূর্ব্বক সময় বিশেষে কি পরম-সন্তোষ লাভ করিতেছে? ইহার অপেক্ষা আর অধিক মহত্ত্ব কোথায় আছে? যাহারা অস্ত্রাঘাতে সংহার করিতেছে, তোমরা তাহারদিগেরো বিবিধ বিধায়ে কল্যাণ-বিধান করিতেছ।

পয়ার।

ভাবি বিনা, স্বভাবের, ভাব কেবা ধরে?।
জ্ঞানি বিনা, জ্ঞানপথে, কেবা আর চরে?॥
বর্ষা বিনা, সাগরের, উদর কে ভরে?।
মাতা বিনা, সন্তানের, আদর কে করে?॥
রবি বিনা, জগতের, ধ্বান্ত কেবা হরে?।
দাতা বিনা, দরিদ্রের, দুঃখে কেবা মরে?॥

প্রভাতে উঠিয়া করি, হাস্য পরিহাস।
সে-দিন করিতে হয়, যদি উপবাস॥
যায় যায় উপবাসে, দিন যাবে যাবে।
সাধু সহ সদালাপে, কত সুধা খাবে॥
অমৃত-ভোজন করি, যদি যায় দাঁত।
হরিগুণ লিখিয়া, যদ্যপি যায় হাত॥
যায় দাঁত, যায় হাত, ক্ষতি কিছু নাই।
লেখ লেখ, হরি গুণ, সুধা খাও ভাই॥

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছু মাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দেও, সাধ্য-অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার, মন নাহি স্বরে।
"প্যাচা„ নিয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঝাঁপতাল।

জানা গেল যত, করুণাময়, করুণা তোমার হে'
নামের মহিমা যদি না ধরিবে,
কাতরে করুণা যদি না করিবে,
জীবের যাতনা যদি না হরিবে,
অনাথ তবে হে কেমনে তরিবে,
তোমা বিনে আর কাহারে স্মরিবে,
বলনা কে আছে আর হে?। ১

ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী,
বিষম-ব্যাপার বুঝিতে না পারি,
মূলধন কোথা মনে না বিচারি,
লাভের ব্যাপারে মানিলাম হারি,
অসার-সংসারে করেছ সংসারী,
কেমনে পাইব সার হে?। ২

মলেম্ মলেম্ হলেম্ মাটি,
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি,
নিয়ত মারিছে মাথায় লাটি,
কারাগারে পোড়ে কেবলি খাটি,
খাটাখাটি কোরে খেটে মরি শুধু,
খাটি কর একবার হে। ৩

গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহ ঘর,
সকলি আপন, সকলি-তো পর,
নিজ নিজ ভাবে কহে পরস্পর,
কারে বলি নিজ, কারে বলি পর,
জনক, জননী, সুত, সহোদর,
শত শত পরিবার হে। ৪

ভোগের সম্ভব থাকিতে ভবে,
বিষম-ব্যাকুল কেন হে তবে,
কি হোলো, কি হোলো, কি হবে, কি হবে,
কারে দিব ভার, কে ভার লবে,
দেখ আহা সবে, আহা, হাহা রবে,
কত করে হাহাকার হে। ৫

সকলেরি দেখি মলিনমুখ,
বিপুল-বিষাদে বিদরে বুক,
ঐহিক-সম্পদ ভোগের সুখ,
তাহাতে দিতেছ দারুণ দুখ,
ভোগেতে বঞ্চনা, যোগেতে বঞ্চনা,
লাঞ্ছনা হইল সার হে। ৬

বিষয়ী করিয়া দিলেনা বিষয়,
তায় কি আছে বিশেষ বিষয়,
এই বড় নাথ দুখের বিষয়,
বুঝিতে পারিনে তোমার বিষয়,
ভারী হোয়ে ভার নানিলে যদি,
কারে দিব তবে ভার হে?। ৭

দিলেনা, হোলোনা, সুখের সুভোগ,
ভোগ করি শুধু, আপন কুভোগ,
এখনো রয়েছে যোগের সুযোগ,
সে যোগে কেন হে, না হয় সুযোগ,
ভোগে কর্ম্মভোগ, যোগে অনুযোগ,
এ যোগাযোগ কার হে?। ৮

ভোগের সুভোগ আর তো ধরিনে,
যোগের সুযোগ আর তো করিনে,
আসার আশায় আর তো মরিনে,
চরাচরে আমি আর তো চরিনে,

আমি ছাড়ি আমি, তাই কর তুমি,
যা হয় সুবিচার হে। ৯
আর্ কি হে, আমি, এ আমি রব,
আর্ কি করিব, এ আমি, রব,
আর্ কি তোমারে, আমি হে কব,
একেবারে নাথ, শেষ কোরে সব,
মুখে আমি ভব, তব নাম লব,
সুখে হব ভব-পার হে। ১০

শান্তি।

[কাঁদিতে কাঁদিতে।]

মা জননি শ্রদ্ধে!—তুমি এখন্ কোথায়? ওমা, মাগো, তুমি কোথায়? তুমি কোথায় আছ গো?—জননি একবার আমাকে দেখা দেও-স্নেহের বচনে আমাকে তৃপ্ত কর। গাভী চণ্ডালের হস্তে পতিত হইলে সে কি আর জীবিত থাকে? তুমি এখনো কি বেঁচে আছ মা? আমি তোমাকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতেছি, যে কাননে ব্যাধ নাই, হিংসা নাই, পাপের প্রসঙ্গ মাত্রই নাই।—হরিণাদি মৃগ সকল নির্ভয়ে নব নব শ্যামল দূর্ব্বাদল ও নির্ম্মল-শীতল-জল আহার করিয়া মনের সুখে চরণ করে। মুনি ঋষিদিগের যাগ যজ্ঞের আশ্রম। সুপবিত্র গঙ্গাদ্বার। বারাণসী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ সকল। এই সমস্তই ভ্রমণ করিলাম। ওমা! মাগো! আমি বুঝি এতদিনে মাতৃহীন হইলাম! আমি তোমা ভিন্ন ক্ষণার্দ্ধকাল প্রাণ ধরিতে পারিনা। এখন আর আমার এ জীবনে কি প্রয়োজন? আমার কপালে কি এই ছিল! মাগো! তুমি আমাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে স্থির থাকিতে পারনা। আমি না খেলে খাওনা, না ঘুমালে ঘুমাওনা, আমা ছাড়া তোমার স্নান ভোজনাদি কিছুই হয়না। হায় কি বিড়ম্বনা! কি বিড়ম্বনা! আমি জননীশোকে ত্রিভুবন শূন্য দেখিতেছি,সকলি অন্ধকারময়। আরে ও পাপ প্রাণ! তুই এখন্ আর কেন আমার এই দেহে থাকিস্? এখনি বিদায় হ। বিদায় হ। আমার জননী যে পথে গমন কোরেছেন, আমি সেই পথে গমন করি।

হে সখি করুণে! তুমি শীঘ্রই চিতা সজ্জা কর। আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া এখনিই প্রাণ পরিত্যাগ করি। আর আমি এই দুঃসহ-মাতৃ-বিচ্ছেদ শোকানলে দগ্ধ হইতে পারিনে।

করুণা।

সজলনয়নে।

হে সখি!—তুমি আর কেন এই বিষমতর বিষবাক্যের যাতনায় আমাকে জর জর কর? তোমার কথায় আমি অত্যন্ত কাতর হইতেছি। আর মন প্রবোধ মানেনা, স্থির হইয়া ধৈর্য্য ধরিতে পারিনে। সই, আমাতে আর আমি নাই, মৃতবৎ হইয়াছি। সখি শান্তি! তুমি স্থির হও, স্থির হও। মন্‌কে প্রবোধ দেও। তোমার কোন ভয় নাই। তোমার জননীর কোন অমঙ্গল হয়নাই, বোধ করি তিনি প্রবল-শত্রু মহামোহের ভয়ে কোন বিশুদ্ধ-স্থান বিশেষে গোপনে অবস্থান করিতেছেন, তুমি ক্ষণকালমাত্র ধৈর্য্য ধরিয়া এইখানে বাস কর, আমি একবার সুন্দররূপে সর্ব্বত্র তাঁহার অনুসন্ধান করি।

শান্তি।

ত্রিপদী।

বল সই কোথা যাবে,কোথা গেলে দেখা পাবে,
কোথায় করিবে অন্বেষণ?।
তীর্থ আদি সব ঠাঁই, কিছু আর বাঁকি নাই,
সমুদয় করেছি ভ্রমণ॥
বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, যতি আর গৃহধারী,
ঘূরিলাম সবার আশ্রম।
বনে বনে স্থলে জলে, শূন্য আর রসাতলে,
কতই করেছি পরিক্রম॥
চোখে দেখা থাক্ দূরে, ত্রিভুবন ঘূরে ঘূরে,
কোনখানে সন্ধান না হয়।
সবারি নিদয়-দেহ, একবারমুখে কেহ,
ভুলে তাঁর নাম নাহি লয়॥
গঙ্গাতীর আগে যত, দেখিয়াছি শত শত,
মুনিগণে ছিল সুশোভিত।
কি কহিব আহা, আহা, এখন কেবল তাহা,
তৃণ আর কণ্টকে পূরিত॥
কোথা যজ্ঞ, কোথা যাগ, কোথা সেই অনুরাগ,
ভোগ-রাগে শুধু অভিলাষ।
কোথায় যজ্ঞের ধূম, রন্ধনে পড়েছে ধূম,
সেই ধূম ব্যাপেছে আকাশ॥
মা জননী শ্রদ্ধা যিনি,আর কি আছেন তিনি,
আর কি দেখিব তাঁর মুখ?।
মিছে কেন দেহ ধরি, সলিলে ডুবিয়া মরি,
সহেনা সহেনা আর দুখ॥
জননী না থাকে যার, এ সংসার মিথ্যা তার,
দেখে সব অন্ধকারময়।
ক্ষুধায় সুধায় ডেকে, রক্ষা করে বুকে রেখে,
আর কি তেমন্ কেহ হয়?॥
কত কষ্টে দশ-মাস, গর্ভবাসে দিয়ে বাস,
কত কষ্টে করেছে প্রসব।
কতরূপ কষ্ট নিয়া, স্তনের অমৃত দিয়া,
বাঁচায়েছে শরীর-বিভব॥
কিছু পীড়া হোলে পরে, কত মাথা-খুঁড়ে-মরে
জলবিন্দু নাহি করে পান।
ভাল হোলে পূজা নিয়া, কালীর মন্দিরে গিয়া
বুকচিরে রক্ত করে দান॥

সন্তানের সুখে সুখী, সন্তানের দুখে দুখী,
সন্তান বাঁচিলে বাঁচে প্রাণ।
যার কাছে যথা যাই, যেদিগে ফিরিয়া চাই,
কেহ নাই মায়ের সমান॥
দিবাকর, নিশাকর, তোমাদের ধরি কর,
বল বল, যাই কার কাছে?।
বল মাতা-বসুমতি, কোথায় করিব গতি,
আমার প্রসুতি কোথা আছে?॥
লতা আর তরুবর, সহোদরা, সহোদর,
পরস্পর পর কেহ নও।
তোমরা আমার মার, জান যদি সমাচার,
মাতা খাও, সত্য তবে কও॥
অচল, সচল যত, চরাচরে শত শত,
সকলেতো করিছ বিহার।
বল বল সবিশেষে, কোন বেশে, কোন্ দেশে,
রয়েছেন্ জননী আমার?॥
ওগো ওগো, মাগো মাগো, জাগো জাগো,
মনে জাগো, আছ তুমি কোথায় এখন্?।
দেবতার একি দ্বেষ, এই কি হইল শেষ,
আর কি পাবনা দরশন?॥
একবার দেখা দিয়ে, শান্ত কর কোলে নিয়ে,
দুখিনীর জুড়াও জীবন।
জনমের মত মাতা, দিয়ে ফুল, বেলপাতা,
পূজা করি তোমার চরণ॥
তুমি মম, মা-জননী, গুরু ব্রহ্মসনাতনি,
ভোগ-মোক্ষ প্রদায়িনী মাতা।
মাতা সম কেবা আছে, কখনো মায়ের কাছে,
তুল্য নন, হরি, হর, ধাতা॥
যে করে মায়ের সেবা, তার চেয়ে সাধু কেবা,
কপালে হোলোনা সেই সুখ।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত, [illegible] হয় সুপ্রভাত,
নিদারুণ বিধাতা বিমুখ॥
চণ্ডাল পাষণ্ড যারা, তোমায় করেছে সারা,
আর কি রেখেছে তারা প্রাণ?।
চরাচর ঘুরে মরি, যাহারে জিজ্ঞাসা করি,
কেহ কিছু বলেনা সন্ধান॥
যদি নাহি দেহ দেখা, যেপথে গিয়েছ একা,
সেইপথে কর আকর্ষণ।
মহাবৈদ্যে দেহ দিয়া, মহানিদ্রা যাই গিয়া,
একেবারে মুদিয়া নয়ন॥
ওরে প্রাণ! মিছে স্নেহে,এখনো আছিস্ দেহে,
পাষাণ না দেখি তোর মত।
যেখানে জননী আছে,এখনি তাঁহার কাছে,
হও গিয়ে পদতলে নত॥
ওলো প্রাণ সহচরি! করুণা, করুণা করি,
শীঘ্র দেহ চিতে সাজাইয়া।
দেহে আর কাজ নাই, মায়ের নিকটে যাই,
অনলেতে প্রবেশ করিয়া॥

করুণা।

গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়া।

ভেবনা, ভেবনা সখি, মিছে, ভেবনাকো আর।
অজরা, অমরা, সেই, জননী তোমার॥
সাত্বিকী-সে শ্রদ্ধা মাতা, বিশ্বমাতা বিশ্বত্রাতা,
কার সাধ্য তোলে মাতা,কাছে এসে তার?।
বিধি-ধাতা,শিব-ত্রাতা চারিমাতা, পাঁচমাতা,
মাতা বোলে, মাতা-খুঁড়ে, করে নমস্কার॥
নাম শুনে ভয়ে হারে, নিকটে কি যেতে পারে,
কেমনে পাষণ্ড তারে, করিবে প্রহার?।
কটাক্ষে করিলে দৃষ্টি, প্রলয় অনল-বৃষ্টি,
শত শত রিপু সৃষ্টি, তখনি সংহার॥

কোথা সেই মিথ্যাদৃষ্টি, করে নাগী মিথ্যা-দৃষ্টি,
ভোগ করে মহা-রিষ্টি, শত্রু-পরিবার।
তুইতো সে মার মেয়ে, প্রিয় সখি দেখ্ চেয়ে,
এখনো কি বেঁচে আছে, কাম দুরাচার?।
কোথা লোভ, কোথা ক্রোধ, হৃদয়ে উদয় বোধ
ভোগ করে মহামোহ, মোহ-কারাগার।
সই কই, সার কথা, শ্রদ্ধার নিবাস যথা,
পাষণ্ড কি কভু তথা, পায় অধিকার?।
কেঁদোনা কেঁদোনা দুখে, জননী মনের সুখে,
সাধক-হৃদয়-মাঝে, করিছে বিহার॥

শান্তি।

পদ্য।

যা বলিলে প্রাণ সই, সত্য সমুদয়।
সময় বিগুণ হোলে, সকলিতো হয়॥
সময়ের দোষে সখি, সব হোতে পারে।
বিধাতা-বিমুখ যারে, কে বাঁচাবে তারে?॥
দেখনা "পাতালকেতু" নামে দৈত্যরাজ।
সময়ে প্রবল হোয়ে, করিল কি কাজ?॥
"মদালসা" নামে কন্যা, গন্ধর্ব্ব রাজার।
হরণ করিল তারে, দুষ্ট দুরাচার॥
"বেদত্রয়রূপা" যিনি, মাতা ভগবতী।
দানবে হরিয়া তাঁর, করিল কি গতি॥
ব্রহ্মময়ী মহাদেবী, শঙ্করের সতী।
তদবধি হোলো যার, পাতালে বসতি॥
"দ্রৌপদী" প্রধানা সতী, কৃষ্ণা, বলে যারে।
নারায়ণী রূপা যিনি, বিখ্যাতা সংসারে॥
"দুঃশাসন" দুঃশাসন, বিষম বিশাল।
বসন হরিল তাঁর, ধরি কেশজাল॥
সভা-মাঝে এনে তাঁরে, কি দশা করিল।
"কুরুপতি" উরুদেশে, বসায়ে রাখিল॥
বলিতে দুখের কথা, চোখে ঝরে জল।
যে সময়ে বনবাসে, যান রাজা নল॥
পতিব্রতা স্বাধ্বী নারী, "দময়ন্তী" সতী।
রাজকন্যা, রাজভার্য্যা, রূপগুণবতী॥
অসময়ে সুখফল, কভু নাহি ফলে।
দগ্ধ-করা মরা-মাছ, পলাইল জলে।
স্বামি সহ এক বস্ত্রে, দুখে নিদ্রা যান।
অর্দ্ধবাস ছিঁড়ে নল, করিল প্রস্থান॥
নলের বিরহানল, হৃদয়েতে ধোরে।
বনে বনে ফিরেছেন, হাহাকার কোরে।
সময়-বিগুণে হয়, স্বজন বিরূপ।
বিপক্ষ বিরূপ হবে, নহে অপরূপ॥
ধানকী রামের প্রিয়া, কানকী জানকী।
জানকীর কথা তুমি,জান কি? জান কি?॥
পতিতপাবন পেয়ে, পিতার আদেশ।
ধরিলেন জটাধারী, ব্রহ্মচারী-বেশ।
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, হোলেপরে মনে।
কোথা রাম, রাজা হন, কোথা যান্ বনে॥
অনুজ লক্ষ্মণ সহ, আইলেন বন।
সীতা সতী সঙ্গে তাঁর, করিল গমন॥
পঞ্চবটী বনে রাম, কুটির করিয়া।
যত সব পশু, পাখি, প্রতিবাসী নিয়া॥
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম-বলে, বিভু-গুণ গেয়ে।
সুখেতে করেন বাস, ফল, মূল খেয়ে॥
সূর্পনখা, রাক্ষসী, আসিয়া সেই বনে।
বিবাহ করিতে চাহে, শ্রীরাম, লক্ষ্মণে॥
সীতা ধোরে খেতে যায়, দিতে যায় পেটে।
লক্ষ্মণ দিলেন তার, নাক, কাণ, কেটে॥
খোনারবে, খাঁদানাকী, নাকে হাত দিয়া।
কহিল সকল কথা, রাবণেরে গিয়া॥

হইল সম্ভোগে লোভ, রাবণের মনে।
মারিচিরে পাঠাইল, সীতারি হরণে॥
মারিচি ভাবিল মনে, এরূপ তখন।
গেলে পরে, বধে "রাম", না গেলে "রাবণ॥"
মায়া করি, স্বর্ণমৃগ, হোল্যো নিশাচর।
রাবণ হইল, মায়া-ব্রহ্মচারী নব॥
সীতার হইল লোভ, মৃগ পুষিবারে।
ধনু লোয়ে গেল রাম, ধরিবারে তাঁরে॥
মৃত্যুকালে মায়ামৃগ, করিল চিৎকার।
"কোথায় প্রাণের ভাই, লক্ষ্মণ আমার?॥"
সে রবে ব্যাকুল হোয়ে, দেবী অবশেষে।
পাঠালেন, লক্ষ্মণেরে, রামের উদ্দেশে॥
সেই যোগে দশানন, দণ্ডী-ছলে ছোলে।
দাঁড়ালো দেবীর কাছে, ভিক্ষা দেও বোলে॥
দণ্ডী দেখে, গণ্ডি ছেড়ে, ভিক্ষা দিতে যান।
অমনি হরিয়া তাঁরে, করিল প্রস্থান॥
রাজীবলোচন রাম শুনে সে বচন।
সজললোচনে বনে, করেন রোদন॥
হরিণ নাশিতে যান, হাসিতে হাসিতে।
আসিতে আসিতে পথে, হা সীতে! হা সীতে!
নারায়ণী সনাতনী, হোরে দশাননে।
কত শোক দিলে তাঁরে, অশোকের বনে॥
সময়ের ভোগ সই, কব আর কায়?।
অসিতা হোলেন সীতা, হায় হায় হায়॥
আমার মায়ের দশা, হয়েছে তেমন।
পাষণ্ডের ঘরে চল, করি অন্বেষণ॥

করুণা।

সই চল তবে, তাহাই কর্ত্তব্য বটে।

[পরে উভয়ে রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন]

পথে যেতে যেতে একটা ভয়ঙ্কর বিকটাকার-মূর্ত্তি দেখিয়া।

করুণা।

[সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে।]

পদ্য।

ওদিগেতে যেতে আর, না হয় সাহস্।
রাক্ষস্ আসিছে ওই, রাক্ষস্, রাক্ষস্॥
এ দিগেতে চুপিচুপি, যাই চল সোরে।
যদ্যপি দেখিতে পায়, খাবে শেষ ধোরে॥

শান্তি।

একি একি, রাক্ষস্, রাক্ষস্, প্রাণ সই।
রাক্ষস্ দেখিলে কোথা, কই কই কই?॥

করুণা।

দেখ দেখ, রাক্ষস্, আসিছে প্রাণ সোই।
ওই ওই, ওই দেখ, ওই ওই ওই॥
বিষম বিকটাকার, বিষ্ঠা গায়-মাখা।
হাতে কোরে আনিতেছে, ময়ূরের পাখা॥
ভয়ঙ্কর দিগম্বর, চুল-গুলো এলো।
খেলে খেলে, খেলে বুঝি, এলো ওই এলো॥
ধর ধর, ভয়ে মরি, এ কোন্ বালাই।
ভালাই ভালাই চল, পালাই পালাই॥

শান্তি।

রাক্ষস্-তো নয়, এটা, রাক্ষস্-তো নয়।
রাক্ষস্ হইলে কেন, বীর্য্যহীন হয়?॥

করুণা।

কি, এটা, তা কও, যদি, নয় নিশাচর?।
যতই নিকটে আসে, তত্ত হয় ডর॥

শান্তি।

রাক্ষসের মূর্ত্তি নয়, দেখ দেখি তবে।
বোধ হয়, প্রিয় সখি, পিচাশ এ হবে॥

করুণা।

প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে, দগ্ধ হয় সবে।
পিচাশের গতি তবে, কিরূপে সম্ভবে?॥

শান্তি।

তবে বুঝি, নারকী, হইবে এই জন।
নরক হইতে কোথা, করিছে গমন॥

[ক্ষণকাল বিলক্ষণরূপ দৃষ্টি করিয়া।]

সখি, আমি জেনেছি জেনেছি, চিনেছি চিনেছি, এটা সেই রাজা-মহামোহের প্রেরিত দিগম্বর-সিদ্ধান্তই হইবে,—তাহাতে কোন সংশয় নাই। সই, এ অতি পাপাত্মা, ইহার মুখাবলোকন করা আমারদের উচিত হয়না।

[উভয়ে বিমুখী হইয়া রহিলেন।]

করুণা।

সই, এসো কিঞ্চিৎকাল এইখানে থাকিয়াই শ্রদ্ধা-মাতার অন্বেষণ করি।

[উভয়ে তথায় ঐরূপেই অব-স্থান করিলেন।]

অনন্তর দিগম্বরসিদ্ধান্ত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

দিগম্বর-সিদ্ধান্ত।

হে গুরো! তোমায় প্রণাম করি!

নমো অর্হতে।

জয় অর্হৎ কি জয়। জয় অর্হৎ কি জয়।

অর্হৎ, অর্হৎ, অর্হৎ*।

ভজন।

অরহৎ অরহৎ, শির্কো জহরৎ,
মেরা গুরুজী অরহৎ।
তোম্ সব্ লোগ্ নিস্তার্ হোয়েগা,
লেহ এহীকা মৎ।
বাবা লেহ এহীকা মৎ॥ ১

কহি জাৎকো নামানো বাবা,
নামানো দেবী, দেবা।
এক্ মনসে, অর্হৎ জীকো,
পাওয়ে করো সেবা।
বাবা পাওয়ে করো সেবা॥ ২

যবহি যেসা, আয়ে মনমে,
তেস্সে করো ভোগ্।

* অর্হৎ—অর্থাৎ দিগম্বরসিদ্ধান্তের মতের আদি-প্রবর্ত্তক গুরু, ইহার উদ্ভব-স্থান দক্ষিণ-কর্ণাট দেশের কোঙ্ক বেঙ্কট নগরের কুটকচাল নামক পর্ব্বত।

ছোড়্ দেও সব্ ধূর্ত্তকো বাৎ,
ভুক্কা যাগ্ যোগ্॥
বাবা ভুক্কা যাগ্ যোগ্॥ ৩

আব্ কি নারী, পর্ কি নারী,
যেস্কি মেলে সঙ্গ।
নেহি ছোড়্ দেও, ক্যা খুসি হ্যায়,
কাম্ দেও-কি রঙ্গ।
বাবা কাম্ দেওকি রঙ্গ॥ ৪

এসে পাপ্, এসে পুণ্য, এহো ধূর্ত্তকী বাৎ,
মরণ্সে যব্ মুক্ত হোয়্ তব্,
পাপ্ যায় কোন্ সাৎ।
বাবা পাপ্ যায় কোন্ সাৎ॥ ৫

দিন্ দিন দিন্ গাওমে ঢালো, সবহুঁ গঙ্গাজল্।
তবু তেরে কি, শোধন্ হোবে, জঠরভরা সব্ মল্॥
বাবা জঠর্ ভরা সব্ মল্॥ ৬

কাম্ বাজার্ সে লুট্ করো সব্,
কাঁহে রহো [illegible] ভাঙ্গা।
এহি লোগ্ মে [illegible] করো সব্,
[illegible] পরলে [illegible] ফাঙ্গা॥
বাবা [illegible] পরলে [illegible] ৭

অর্হৎ মেরা, প্রাণ্-পেয়ারো, অর্হৎ মেরা জান্।
অর্হৎ পাওমে প্রণৎ করো সব্,
আয়োর্ নাজ্জানো আন্।
বাবা আয়োর্ নাজানো আন্॥ ৮

হে স্বাভিমতদেব! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

[সভ্যগণের প্রতি বক্তৃতা।]

আহা! এই সকল লোক অন্ধ হইয়াছে; চক্ষু থাকিতে কিছুই দেখিতে পায়না, হিতাহিত কিছুই জ্ঞাত হইলনা, শরীরের সার্থকতা কিছুই করিলনা, ভ্রান্তি-বশতঃ সকলে হস্তস্থিত-প্রত্যক্ষ-সঞ্চিত-সুখে বঞ্চিত হইয়া অনর্থক পাপরূপ-কষ্ট ভোগ করিতেছে।

এই নবদ্বার-গৃহ মধ্যে একমাত্র পরমাত্মা প্রজ্জ্বলিত দীপের ন্যায় রহিয়াছেন।—তিনিই এই সংসারে পরমার্থ-সুখ এবং অন্তে মোক্ষ প্রদান করিয়াথাকেন।—আমার গুরু আমাকে এইরূপ উপ[illegible] কৃতার্থ করিয়াছেন।

(আ[illegible])

ও ভাই সাধু সকল! তোমরা ও কি করিতেছ? তোমারদিগের এই ভ্রম, সামান্য ভ্রম নহে। [illegible] শরীর বিষ্ঠা-রাশিতে পরিপূর্ণ, ইহা জলের দ্বারা কি কখনো শুদ্ধ হইতেপারে? অতএব দেহের শুদ্ধি কদাচই হয়না।

কিন্তু ভাই দেহের অশুদ্ধিতে আত্মা কখনই অশুদ্ধ হয়েননা, কারণ তিনি নির্ম্মল-স্বভাব,—হে ভাই! (তোমরা নিশ্চয় জানিবা, মল-মূত্র গাত্র মধ্যে লেপন করিলে কেহই অশুচি হয়না) শুচি আর অশুচি, এটা কেবল তোমারদের মনের ভ্রম মাত্র।

অপিচ যে স্ত্রীতে যাহার অভিরুচি হইবে, সে স্বচ্ছন্দে তাহাতেই গমন করিবে, ইহাতে পুণ্যই হয়, পাপ হয়না, এ বিষয়ে ঈর্ষা করা কর্ত্তব্য হয়না, কারণ ঈর্ষাই অতিশয় পাপের কারণ। অভিলষিত-সুখ-সম্ভোগকেই পরমার্থ, পুণ্য, এবং স্বর্গভোগ কহিতে হইবে, ঈর্ষার নাম পাপ এবং কষ্টভোগের নাম নরক।

ও ভাই-কাশীবাসি মানবগণ! তোমরা আর কবে ভাবের ভাবিক হবে? স্বভাবে কেন অভাব করিতেছ? মনে কর, যখন তোমরা জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হও, তখন কিরূপ অবস্থায় আগমন করিয়াছ? তোমারদের এই শরীর কিছু তৎকালে বস্ত্রের দ্বারা আবৃত ছিলনা, সকলেই উলঙ্গ ছিলে, অতএব বস্ত্রের কি প্রয়োজন? অনর্থক কেন একটা মিছে খাটিতেছ?

হে প্রিয়ে শ্রদ্ধে! তুমি আমার সম্মুখে এসো।

তামসী শ্রদ্ধা।

সভ্যগণেরপ্রতি গীতচ্ছলে বক্তৃতা।

মনেরে পবিত্র সবে, কর কর ভাইরে।
মুখে এক্, মনে আর্; সে, বড় "বালাইরে।"

ধুয়া।

"নিজ-অভিমত" যাহা, "পরব্রহ্ম" বস্তু তাহা,
অভিমত বিনা আর, "ব্রহ্ম" নাই, নাইরে।
সবারি অশুদ্ধ-মন, সাঁচা, নহে এক জন,
ভিতরে বাহিরে খাটি, খাটি কোথা পাইরে?॥
লোকাচারে হোয়ে রত, ভ্রান্তি-মদে মত্ত যত,
স্বেচ্ছাচার-শাস্ত্রমত, কারে বা বুঝাইরে?।
যত নারী, যত নরে, পরস্পরে দ্বেষ করে,
ভেদভাব কেন ধরে? ভেবে মরি তাইরে॥
কেন করে খোঁচাখুচি? মুল মাত্র অভিরুচি,
স্বভাবে সবাই শুচি, দেখি সব ঠাঁইরে।
ভিতরে মলের ভার, বাহিরেতে পরিস্কার,
সদাচার, কদাচার, মিছে শুচি-বাইরে॥
সোজাপথে নাহি চলে, সোজা কথা নাহি বলে,
হায় এই ধরাতলে, খেপেছে সবাইরে।
ইচ্ছামত-কর্ম্ম করে, ইচ্ছামত ধর্ম্ম-ধরে,
ইচ্ছাপথে সুখে চরে, তার গুণ গাইরে॥
অন্ধ সব অভিমানে, সত্য নাই কোনোখানে,
মুখ্ তুলে কার্ পানে, ফিরে আমি চাইরে?।
মানুষ কোথায় আছে, মন্ খাটি করিয়াছে,
আহা আমি কার কাছে, জুড়াইতে যাইরে?॥
মানবের দেহ ধরে, মর্ম্ম ছেড়ে কর্ম্ম করে,
ইনি, তিনি, ঘরে ঘরে, ভস্ম আর ছাইরে!

এভব মেলারে মাঝে, কত কাজে, কত সাজে,
কেহ-বা "গোঁসাই" সাজে, কেহ সাজে মাইরে॥
বিষয়ে করিয়ে হেলা, সবাই করিছে খেলা,
কেহ কেহ হয় "চেলা" কেহ হয় "চাঁইরে"।
ওরে তোরা বল বল্, ঈর্ষা কোরে কিবা ফল?
ঈর্ষাহীনপথে চল, সুখেতে বেড়াইরে॥
কষ্ট-ভোগ মহারোগ,সে ভোগ, নরক-ভোগ,
সুখ-ভোগ, স্বর্গ-ভোগ, সেই ভোগ চাইরে।
ছিলে তুমি কার ছেলে মনে কর কোথা এলে
আসিয়া কেমনে খেলে, জননীর "মাইরে"?॥
যখন্ যাইবে সবে, শূন্য-দেহ পোড়ে রবে,
তখন্ কি দশা হবে, কারে বা সুধাইরে?।
যত খল, কোরে ছল, মানাতেছে কর্ম্ম-ফল,
এ পাপ্ শঠের ছাং, কেমনে এড়াইরে?।
ভেদ ভাব নাহি যার, অমুদক আপনার,
দাসী হোয়ে আমি তার, পদধূলি খাইরে॥

হে প্রভো! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?

শান্তি।

[তামসী-শ্রদ্ধাকে দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতেই মূর্চ্ছা।]

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

প্রেয়সি শ্রদ্ধে—নাস্তিকেরা তোমা-ভিন্ন এক-মুহূর্ত্তকাল প্রাণ ধরিতে পারেনা, তুমি তাহারদিগের প্রেম-বর্দ্ধিনী হও।

তামসীশ্রদ্ধা।

যে আজ্ঞা প্রভু—তাহাই হইবে।

[এই বলিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

করুণা।

[আঁচলের-দ্বারা শান্তির গায়ে বাতাস এবং মুখে জল প্রদান।]

হে সখি!--তুমি মূর্চ্ছা-ত্যাগ কর, উঠো উঠো, শ্রদ্ধার নাম শুনিয়াই কেন ভয় কর! কেন এত কাতর হও!—তুমি অহিংসাদেবীর মুখে কখনো কি শ্রবণ করনি, যে, পাষণ্ড-দিগের "তামসী" নামে এক "শ্রদ্ধা" আছে! এই শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা, এ তোমার মা নহে।

শান্তি।

হাঁ সখি!--এখন বিবেচনা করিলাম তাহাই বটে,—আমার জননী সাত্ত্বিকী—অতি সদাচারা, পবিত্রা, এই তামসী,—অতি কদাকারা, কদাচারা।

এসো আমরা বৌদ্ধদিগের মধ্যে মায়ের অনুসন্ধান করি।

[এই বলিয়া শান্তি এবং করুণা চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।]

তদনন্তর—পুস্তক হস্তে করিয়া মুণ্ডিতমুণ্ড-কাষায়বস্ত্র-পরিধারণ-ভিক্ষুক-বেশধারী-বুদ্ধাগম রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

ভিক্ষুক।

জয় গুরুদেব বুদ্ধ! তোমাকে প্রণাম করি।

মন্ত্র।

তোটকচ্ছন্দঃ।

সুবিনাশিত-হিংসিত-ধর্ম্মচয়ং।
বিনিবারিত-ভাবিত-ভক্তভয়ং॥
পরলোক-নিরাকৃতি যুক্তিকরং।
প্রণমামি গুরুং মম-বুদ্ধবরং॥

যাহাতে পশুহিংসা আছে, এমত ঘৃণিত-নির্দ্দয় যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম যিনি রহিত করিয়াছেন, আর ভক্ত সকলের ভয় যিনি নিবারণ করিয়াছেন, এবং পরলোক নাই, এবিষয়ে যিনি প্রচুর প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষবাদি শাস্ত্রবক্তাদিগকে পরাভব করিয়াছেন,—আমি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমগুরু বুদ্ধ-দেবের চরণে প্রণাম করি।

গীত।

রাগিণী আলেয়া। তাল রূপক।

হায় হায়, কি অধর্ম্ম, মুখে বলে ধর্ম্ম ধর্ম্ম,
ছেড়ে ধর্ম্ম, করে কর্ম্ম, মর্ম্ম বোঝা ভার।
"অহিংসা-পরমধর্ম্ম" করেনা প্রচার!।
কাল্পনিক-আচরণে, হিংসা করে যত জনে,
কিছুমাত্র নাহি মনে, দয়ার সঞ্চার।
রচনা করিয়ে বেদ, যাগ, যজ্ঞ, পরিচ্ছেদ,
করিতেছে পশুচ্ছেদ, বিবিধ-প্রকার।
হত্যা কোরে পুণ্য হয়, এই কিরে শাস্ত্রে কয়?
ওরে তোরা দুরাশয়, অতি দুরাচার। ১।

অধর্ম্মেতে ধর্ম্ম-লাভ, বিপরীত এই ভাব,
নিষ্ঠুরতা আবির্ভাব, অন্তরে সবার।
পাপি যদি নর হয়, রাক্ষস্ কাহারে কয়?
সাপের্ অধিক এরা, পাপের্ আধার। ২।

এতদূর ভ্রান্ত সবে, যজ্ঞ করি পুণ্য হবে,
পুণ্যবলে স্বর্গে রবে, পেয়ে অধিকার।
কিসে পাবে স্বর্গফল? গোড়া কেটে ঢালে জল,
পাপ্ কোরে পুণ্য বল্, কবে হয় কার? । ৩।

চিরস্থায়ী, "আত্মা" নয়, মোলেই-তো মুক্তি হয়,
পরলোক কেন কয়? যুক্তি কোথা তার?।
মিছে করি যাগ যোগ, ভোগে কষ্টভোগ রোগ,
দেহ গেলে ভোগাভোগ কিসে হবে আর? ৪

অতি শঠ দুষ্ট যারা, ভোগায় ভোগায় তারা,
হোয়ে সবে আলো-হারা, দেখে অন্ধকার।
"আত্মা" না থাকিলে আর, ভোগ তবে হবে কার?
আহা কেহ একবার, করেনা বিচার। ৫।

কেন তোরা কষ্ট পোস্! দুখে কেন নষ্ট হোস্
বুদ্ধ-মত যদি লোস্, ভাবনা কি আর।

হিংসাপাপেতোরেযাবি.সুখ,মোক্ষ,হাতেপাবি.
একেবারে দুর হবে, মনের বিকার। ৬।

যে, নারীতে, যে, সময়.ভোগের বাসনা হয়,
সেই নারী, সে সময়, ভোগ্যা আপনার।
সে, যে, প্রিয়া, তুমি, প্রিয়, উভয়েই "রমণীয়,
স্বীয় আর পরকীয়, কোরোনা বিচার। ৭।

সুপাদ্‌, সম্পর্ক, যেটা, কাল্পনিক মিছে সেটা,
এখনি হতেছে সৃষ্টি, এখনি সংহার।
গড়িয়া অলীক মত, ব্যলীক বঞ্চক যত,
অন্ধ কোরে রাখিয়াছে, অখিল-সংসার। ৮।

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য!--আহা আহা! এই পুস্তকখানিকে সকলে প্রণাম কর,-এমন সংশয়চ্ছেদক সুখ-মোক্ষ-ভেদকপ্রত্যক্ষ-প্রমাণ-পরিপূরিত-সাধুসন্দর্ভ সূচক জ্ঞানগর্ভ-গ্রন্থ আর কুত্রাপিই নাই,--আমারদিগের এই সৌগতধর্ম্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম,--অতি সুন্দর কেন-না ইহাতে সুখ এবং মোক্ষ উভয়ি তুল্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে,--কারণ এই মতে মৃত্যুই মুক্তি, মুক্তি আর কিছু একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, এই মুক্তির জন্য কোনরূপ সাধনের আবশ্যক করেনা, অতএব জীবদ্দশাতে যত সুখভোগ করিতে পার তাহাই কর,--তাহাতে কোন নিরাকরণ নাই, যেহেতু আত্মা [illegible]য়ী নহেন,--পরলোক নাই, স্বর্গ নাই,--অহিংসা-পরম-ধর্ম্ম,—হিংসা করাই পাপের কর্ম্ম, দশদণ্ড সময়ের মধ্যে সুখসেব্য সামিগ্রী সকল তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন কর, মুনিকন্যা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনা সকল স্বচ্ছন্দে সানন্দে সম্ভোগ কর। যাহা ইচ্ছা তাহাই কর,--এই ভাবময় ভব কেবল ভোগের ভবন,--ভো[illegible],--ভোগ কর। আমরা ভিক্ষুক,--আমরা যদি পরাকান্তাধরামৃত--পানানন্দে প্রেম প্রাপ্ত হই তবে যেন কেহ তাহাতে ঈর্ষা করেনা,—বিরক্ত হয়না,—কারণ সকল পদার্থের ক্ষণেক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণেক্ষণেই বিনাশ হইতেছে, সুতরাং যখন যে পুরুষ যে স্ত্রীতে গমন করে, তখন সেই স্ত্রী সেই পুরুষের স্বজাতীয় ভোগ্যা হয়, পরক্ষণে আর সে সম্বন্ধ গন্ধ থাকেনা। অতএব অজ্ঞান-লোকেরা কেন স্বীয়া, পরকীয়া, ভেদ রাখিয়া ভ্রান্তিক্রমে ঈর্ষা করে,--এই ঈর্ষা কেবল চিত্তের মল।

[সাজঘরের-দিগে দৃষ্টি করিয়া।]

প্রিয়তমা শ্রদ্ধা-তুমি একবার আমার নিকটে এসো।

শ্রদ্ধা।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেম্‌টা।

ওরে, ক্ষোলতে হোলেই, বোল্‌তে হয়।
পোড়া দেশের লোকের, আচার দেখে,
চোল্‌তে পথে করি ভয়॥
ঢুকে কারাগারে, সাধু হোলো চোর,
বন্দি-গুলো ফন্দি কোরে, পালায় ভেঙ্গে দ্বোর,
এক ফাকা-ঘরে, সোল্‌তে জ্বলে,
জোর বাতাসে সে, কি রয়? ॥ ১ ॥

ওরে, "পাঁচ্‌ঘরা" আর "দশ্‌ঘরার" মেলা,
সাৎগাঁয়ের লোক "এক গাঁয়েতে,
কোর্চ্চেছে খেলা।
কোরে ঢলাঢলি দশ্‌দিগেতে,
চোল্‌তে থাকে সমুদয়॥ ২ ॥

এর, অগ্রদ্বীপের মেলা কোরে সায়,
নেড়া হোয়ে নবদ্বীপে, চোলে যেতে চায়,
কেটা জলের ঘরে আগুন জ্বালে?
সহজ বড় সহজ নয়। ৩॥

হয়, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাৎ সমুদ্র পার,
কাছে থাক্‌তে পারে, রাখ্‌তে পারে,
শক্তি আছে কার,
ওরে, মুখের বাহির হোলে পরে,
সাধ্য কি আর কথা কয়? ॥ ৪ ॥

সুখে, প্রেমানন্দ-হাটে কর হাট, আমার
আমার তোমার তোমার ছাড়ো মিছে ঠাট,
এই ভাণ্ডাহাটে, ঢেঁড়রা পিটে,
দিচ্ছ কারে পরিচয়? ॥ ৫ ॥

দেখি সমভাবে, সব্-গুলো অসৎ,
কভু বেঁচেথেকে সৎ হোলোনা, মোরে হবে সৎ,
যার মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, খেপেছে
সব জগৎময়॥ ৬ ॥

হে নাথ!—আমি এই এসেছি,
আজ্ঞা করুন, কি করিব?।

ভিক্ষুক।

প্রিয়ে! তুমি এই সকল উপাসক
ও ভিক্ষুককে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন
কর।

শ্রদ্ধা।

যে আজ্ঞা-নাথ। তাহাই করি,

(এই বলিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।)

শান্তি।

করুণা, করুণা, ঐ দেখ,-ঐ দেখ,
এই শ্রদ্ধাও তামসী-শ্রদ্ধা।

করুণা।

সই-তাই-বটে, তাই বটে, ঐ যে,
দেখি অতিশয় কদাকারা কদাচারা।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ভিক্ষুককে দেখিয়া হাত নাড়িয়া
উচ্চৈঃস্বরে।

ওরে ভিক্ষুক! এখানে আয়, আ-

মার কাছে আয়, তোরে কিছু জিজ্ঞাসা করি।

ভিক্ষুক।

[ক্রোধপূর্ব্বক।]

আ! পাপ-পিচাশ!-আমি তোর নিকটে যাব? দুর্ দুর্,-এ, যে, তোর্ ঘোর্ প্রলাপ্।

ক্ষপণক, অর্থাৎ দিগম্বর।

মর্ মর্-ভিখারি-আমি শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা কবিব, তোর্ এত রাগ কেন?।

ভিক্ষুক।

[হাসিতে হাসিতে।]

হাঃ হাঃ-ন্যাংটা তুই শাস্ত্রের কথা জানিস্, ভাল ভাল,-এ,যে বড় সুখের কথা, আমি সকল শাস্ত্রেই মুর্ত্তিমন্ত।

[নিক[illegible]]

বল্ বল্, তো[illegible] প্রশ্ন আছে শুনি?।

ক্ষপণক।

ওরে, ভিখারি। ক, দেখি ক, এই শরীর ক্ষণবিনাশী, এখনি নাশ হইবে, তুই কি জন্যে এরূপ কঠিন-ব্রত[illegible]ছিস্।

ভিক্ষুক।

শোন্ ন্যাংটা, শোন্। আমারদিগের এই ব্রতের ফল তোরা কি জানিবি? এইরূপ বেশ ধারণ পূর্ব্বক বিষয়-সুখ-সম্ভোগানন্তর দেহ নিপাত হইলেই মুক্তি হয়।

ক্ষপণক।

ওরে মূর্খ, ওরে নেড়া—তোর্, যে, ভেড়ার্ মত বুদ্ধি দেখি। যদিস্যাৎ মরিলেই মুক্তি হয়, তবে তোর্ এপ্রকার্ কঠিন-ব্রত ধারণ-করণের প্রয়োজন কি? তোরে এই অসৎপথের উপদেশ কে দিয়াছে,? বল্ দেখি?।

ভিক্ষুক।

কি মূঢ়! এই পথ অসৎ পথ? সর্ব্বজ্ঞ-বুদ্ধদেব আমাকে এরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ওরে অজ্ঞান! বলি তবে শোন্। যদি কেবল এক নাম-মাত্রেই সর্ব্বজ্ঞ হয়, তবে এজগতে সকলেই তো স[illegible]জ্ঞ। আমি দিব্যজ্ঞানে দেখিলা[illegible] তোরা পিতা পিতামহ [illegible]

পুরুষের সহিত আমার ক্রীতদাস।
আমি তোদের প্রভু।

ভিক্ষুক।

[ঘোরতর ক্রোধ পূর্ব্বক]

কি পিচাশ! যত দূর মুখ, তত-দূর কথা, আমি তোর্ দাস-রে, আমি তোর্ দাস ?।

আর তোর্ মুখ দেখ্‌বনা, তোর্ সঙ্গে আর্ কথা কবনা।

ক্ষপণক।

[হাসিতে হাসিতে।]

ওরে শাস্ত্রের বিচারে ক্রোধ করিলে কি হবে রে ? তুই এখনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া আমারদের অর্হৎ-মত গ্রহণ কর।

ভিক্ষুক।

ওরে অধম!--তুই আপনি নষ্ট হোয়ে আবার পরকে নষ্ট করিতে চাস্। আমি এই সাম্রাজ্য-সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেন তোর ন্যায় পিচাশরূপ ধারণ করিব ? দূর পাপ্ দূর পাপ্।

গীত।

রাগিণী। ঝিঁঝিট তাল আড়্‌খেমটা।

ওরে, ন্যাংটা, ওরে, ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে।
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?।
ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?॥
এমন মানব্ জনম পেয়ে, করিলি কি কর্ম্ম ?।
ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?॥
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?।

নিকে, মেখে বিষ্ঠে-গায়, গন্ধে কাছে টেঁকা দায়,
কিলিবিলি করে "কৃমি, ফুঁড়ে পচা-চর্ম্ম॥
ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে তোর্ ধর্ম্ম ?॥ ১

মস্তকেতে মাথা-মল্, করিতেছে ভল্‌ভল্,
রবিতাপে হোয়ে জল্, মুখে ঢোকে ঘর্ম্ম।
ছিছি এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে তোর্ ধর্ম্ম ?॥ ২

মূর্ত্তিখান কদাকার, তাহে অতি দুরাচার,
পিচাশের ব্যবহার, মরি কি অধর্ম্ম।
ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?॥ ৩

নরকেতে ডুবে বোস্, নিজে কভু নর্ নোস্
শাস্ত্র ধোরে কথা কোস্, কোথা পেলি মর্ম্ম ।
ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ॥ ৪

গণ্ড-গবা মূর্খ ঘোর্, বৃথায় করিস শোর,
শাস্ত্রের বিচারে তোর্, কিসে হবে শর্ম্ম ?॥
ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?॥ ৫

দিগম্বরসিদ্ধান্ত ।

[কিঞ্চিৎ ক্রোধ অথচ ঈষদ্ধাস্য পুরঃসর]

গীত ।

রাগিণী পরজ । তাল পোস্তা ।

ওরে ভিখারি ! এই কিরে, তোর্ প্রসঙ্গ ?
তোর্ ধর্ম্ম-কথায়, মর্ম্ম-ব্যথায়,
কর্ম্মদোষের আসঙ্গ ॥
এই কিরে, তোর প্রসঙ্গ ?।
দেখ্ যুক্তি-মতে, এ জগতে
স্বভাবে সব, "উলঙ্গ ॥"
তুই যখন এলি, ন্যাংটা ছিলি,
খালি ছিল সর্ব্বাঙ্গ ॥ ১
শেষ্ যাবি যখন্, ন্যাংটা তখন,
হবি পুন অসঙ্গ ।
কেন তবের [illegible] কাপড় পোরে
কর্বিস্ মি[illegible] ? ২

রাখ জ্ঞানাঙ্কুশে, শাসন কোরে,
মানস্ মাতাল মাতঙ্গ ।
আমার্ স্বভাবসিদ্ধ-মূর্ত্তি দেখে
কেন কর্বিস্ আতঙ্ক ? ॥ ৩
তোর্ বুদ্ধধর্ম্ম শুদ্ধ নহে,
মিছে কর্বিস্ কুসঙ্গ ? ।
ছিছি, কষ্ট পেয়ে নষ্ট হোলি
কবে হবে সুসঙ্গ ? ॥ ৪
তোর্ মনে ময়লা কয়লা ভরা,
বাহিরেতে গৌরাঙ্গ ।
মিছে বাহির শাদা, ফটিক চাঁদ
বিষদন্ত-ভুজঙ্গ ॥ ৬
তুই ঘোর্ তুফানে পোড়ে কেবল,
দেখিস তরল্ তরঙ্গ ।
ওরে ডুবি পাণিতে পাতর্ [illegible]
জলে কলের শুঁড়ঙ্গ ॥ ৬
তোর্ আ[illegible]র্ সঙ্গে, প্রেমতরঙ্গে,
দেখ্বি কত সুরঙ্গ
দূরে থাকলে খানিক্ পাবি মানিক,
নাচ্বি হোয়ে ত্রিভঙ্গ ॥ ৭
তোর কাঁচাবাঁধন্ খাঁচা ছেড়ে,
উড়ে যাবে বিহঙ্গ ।
নে আমার দীক্ষে, কেটে শীক্ষে,
ফেলে ভিক্ষে-কবঙ্গ ॥ ৮

ভিক্ষুক ।

ত্রিপদী ।

ভয়ঙ্কর কলেবর, লজ্জাহীন-দিগম্বর
কদাকার বিষম অধীর ।
গাত্র ক্ষেতে অনর্গল পড়িছে বিষ্ঠার-জল
মল-ভরা সকল শরীর ॥ ১

দারুণ-দুর্গন্ধ গায়, নিকটে দাঁড়ানো দায়,
ঘৃণা করি ডাকেনাকো যম।
নরকে নিবাস করে, কৃমি খেয়ে প্রাণ-ধরে,
পামর পিচাশ, নরাধম॥
ছাড়িয়া পবিত্র-মত, আমি হব তোর মত,
প্রেত সেজে করিব গমন?।
দূর্ দূর্ মর্ মর্, কাছে থেকে সর্ সর্,
কি বলিস্, দাম্ভিক দুর্জ্জন?॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

(খেদ পূর্ব্বক সংগীত।)

রাগিণী আড়ানা। তাল আড়া।

মনরে আমার, কর ভ্রম পরিহার।
না জেনে অহং, কেন, কর অহঙ্কার?॥
মিছে আঁচে তুলে আঁচ্, করিতেছ সাতপাঁচ্
কাচিতেছ কত কাচ্, অশেষ প্রকার।
পাঁচে করি পাঁচাপাঁচি, আঁচে কর আঁচাআঁচি
এদিগে, যে, কাছাকাছি, হয়েছে তোমার।
প্রকৃতি বিকৃতি কর, কি, প্রকৃতি তুমি ধর?
আকৃতির ভেদে কর, স্বকৃতি স্বীকার?।
অভাবের ভাব ধরে, স্বভাবে অভাব করে
স্বভাবের ভাবে নাহি, চরে একবার।
কল্পিত-ভাবেতে সবে, ভ্রমেতে ভ্রমিছে ভবে,
তত্ত্বে আর কবে হবে, ভাবের সঞ্চার?।
তোমরা মানবযত, রয়েছ-তো শত শত,
অবিরত কত মত, করিছ আচার।
[illegible]লিতেছ চলিতেছ, কত ছলে ছলিতেছ,
ছলিতেছ, বলিতেছ, নরের আকার।
টল্ টল, টল্ ঢল, ছল, ছল যত চুল

কিন্তু ভাই বল বল, বল কর কার?।
একাকারে এলে দেশে, একাকারে যাবে শেষে,
একেতেই হবে শেষে, সব একাকার।
দেশ দেশ করে দ্বেষ, বেশ বেশ ধরে বেশ,
দেশেতে বেশের ভেদ, ভাল দেশাচার?।
একেতেই সব হয়, একেতেই সব লয়,
কিছু নয়, কিছু নয়, আকার প্রকার।
যখন্ এসেছ ভবে, উলঙ্গতো ছিলে সবে,
এখন্ বসন তবে, সাজে কি প্রকার?।
যখন্ মরণ হবে, বসন কোথায় রবে?
দিগম্বর হোয়ে সবে, যাবে ভব-পার।
মনে যার থাকে নিষ্ঠে, কি তার, চন্দন, বিষ্ঠে,
এ শুচি, এ, অশুচি, কি, সে করে বিচার?।
ভিতরেতে ভরা মল, মন নহে নিরমল,
বাহিরে ঢালিয়ে জল, কর পরিষ্কার।
হায় একি ভ্রম ধরে, মিছে অভিমানে মরে,
বাহির পবিত্র করে, ভিতর অসার।
যারে বল নিরমল, আগে তাহা ছিল মল,
যত দেখ স্থল, জল, মলের ভাণ্ডার।
অমল কাহারে কয়, মল ছাড়া কিছু নয়,
মলময় সমুদয়, অখিল-সংসার।
খাও অন্ন, খাও জল, খাও মুল, খাও ফল,
পরিণামে হবে মল, সংশয় কি তার?॥
সেই মল পুনর্ব্বার, স্থলরূপে হয় সার,
অসারের মাঝে সার, কে বুঝিবে সার?।
অসারে ভাবিলে সার, অসারেই হয় সার,
এ অসার, এই সার, বিষম-বিকার।
দেহ মাঝে 'আত্মা' যিনি, অতি শুদ্ধ, সার তিনি,
অসারে সারত্ব তাঁর, কে করে সংহার?।
ভুল-পথে সবে চলে, পুণ্য, পাপ, কারে বলে?
জলবিম্ব মিশে জলে, হয় জলাকার।

মরিলেই মুক্ত হয়, কিছু আর নাহি রয়,
পরলোক কারে কয়, কারে কই আর?।
দেহে 'আত্মা' যারে কয়, অবিনাশী সেতো নয়,
শরীর হইলে লয়, লয় হয় তাঁর।
এই হয়, এই লয়, হোয়ে আর নাহি রয়
স্বপ্নবৎ সমুদয়; কেবা হয় কার?।
সবাই খেয়েছে মদ, সবারি টলেছে পদ
পরস্পর ভুলে কয়, আমার আমার।
কেন ভাবে নারী নর, এ,—আমার এ, যে, পর?
নয়ন মুদিলে পর, সব অন্ধকার।
কেবা কার হয় যোগ্য, কেবা কার চিরভোগ্য,
যখন যে ভোগ করে, তখনি তাহার।
কারে দিব উপদেশ, ভোগের হইলে শেষ
তখন সম্বন্ধ লেশ, নাহি থাকে আর।
আমিতো আমার নয়, নারী কি আমার হয়
যাহে যার অভিরুচি, করুক্ বিহার।
দোষ যেন নাহি ধরে, দ্বেষ যেন নাহি করে,
এই দ্বেষ ঘোরতর, পাপের আগার।
পর-কারো নহে কেহ, সমভাবে কর স্নেহ,
রোগের আধার দেহ, ভোগের আধার।
দ্বেষহীন মহাধর্ম্ম, বুঝে তার সার মর্ম্ম
আত্মহিতে কর কর্ম্ম, ইচ্ছা যে প্রকার॥

শান্তি এবং করুণা।

[পথে যাইতে যাইতে]

শান্তি।

সখি-করুণে! দেখ দেখ, ঐ সোম-সিদ্ধান্ত আসিতেছেন, ইনি মহামোহের-প্রেরিত-অনুচর, ওদিগে দৃষ্টি করা নয়, চল আমরা যাই।

[তদনন্তর সোমসিদ্ধান্ত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।]

সোমসিদ্ধান্ত।

[চারিদিগে ফিরিয়া]

হর-হর-হর-হর।—শিব-কাশী,-শিব-কাশী।--জয়-কাশীনাথ। জয়-কাশীনাথ। বম্--বম্--বম্,--বমবম্--বম্।—বম্-ভোলা,-বম্-ভোলা।—ভোলানাথ। ভোলানাথ,-শিবগুরু-শিবগুরু।-কাশীশ্বর-বিশ্বেশ্বর,--জয় পার্ব্বতীনাথ। হরহর -হরহর,—তাপহর-- পাপহর, শোকহর-রোগহর,—হর হর, দুঃখ-হর,—হর-পশুপাশ হর।—হে শঙ্কর পরমেশ্বর! তুমিই গতি,তুমিই গতি, জয় মহাদেব, মহাদেব, তোমাকে প্রণাম করি।

[সংগীতচ্ছলে স্তব।]

ভজন।

তুষ্টিনিকেতন, রিষ্টিবিনাশক,
সৃষ্টি-পালন-লয়কারি।
নিন্দিত রজত, শ্বেতকলেবর,
ভস্মভূষণ,-জটাধারি।

সর্ব্বশিবময়, সম্পদসদন,
পঞ্চবদন,-মদনারি।
রক্ষ নিজ-সুতে, মোক্ষপ্রদায়ক,
দক্ষদুহিতামনোহারি॥ ২
সর্ব্ব-শুভঙ্কর, শঙ্কর-সুরেশ,
শুদ্ধ সতত,-সদাচারি।
নির্ম্মল-নির্গুণ, নিত্য-নিরাময়,
ত্বংহি-ত্রিগুণ-ত্রিপুরারি॥ ৩
শাশ্বত-চিন্ময়, বিশ্বপ্রকাশক,
আত্মা-অনাদি-অবিকারি।
সংহর ঈশ্বর-সংসারপিপাসা,
দেহি-চরণ-সুধাবারি॥ ৪

মা কালি-মা কালি, জয়কালি, জয়কালি।
মা তোমাকে প্রণাম করি।

সুরতরঙ্গিণীচ্ছন্দ।

জয় জয় কালিকে। গ্রহ-তিথিচালিকে।
ত্রিভুবনপালিকে। মাগো মা।
শশিখণ্ডভালিকে। নরশিরমালিকে।
গিরিরাজবালিকে। মাগো মা॥ ১
অট্ট-অট্টহাসিকে। যক্ষ-রক্ষশাসিকে।
দৈত্যকুলনাশিকে। মাগো মা।
ভবভাবভাবিকে। ভবভাসভাসিকে।
ভববাসবাসিকে। মাগো মা॥ ২
স্বেচ্ছাচারচারিকে। স্বেচ্ছাচারবারিকে।
স্বেচ্ছাচারকারিকে। মাগো মা।
সর্ব্বদুঃখহারিকে। সর্ব্বতাপতারিকে।
সর্ব্বশক্তিধারিকে। মাগো মা॥ ৩
জয়জয় চণ্ডিকে। চণ্ডমুণ্ডদণ্ডিকে।
[illegible] মুণ্ডখণ্ডিকে। মাগো মা।
রবিসুতগঞ্জিকে। ভবভয়ভঞ্জিকে।
হরমনোরঞ্জিকে। মাগো মা॥ ৪

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

নিদ্রাগত কত মন, রহিবেরে আর?।
চৈতন্য সহায় করি, ভাব সর্ব্বসার॥
বিষয়-বাসনাধীনে, জাগিলেনা চিরদিনে,
জাননা, যে, দিনেদিনে, যেতে হবে পার॥
নিজপুত্রে রেখে ঘাটে, তপন বসেছে পাটে,
নিশা-নিশাচরী ঠাটে, করিবে আহার।
জ্ঞানেরে জ,গাও আগে, নিজে জাগো যোগে-
যাগে, এই বেলা দিবাভাগে, কর আত্মসার॥ ১
গুপ্ত-আজ্ঞা, আজ্ঞা ছাড়ি, বায়ুভরে দিয়ে পাড়ি,
সিন্ধু পারে, গুরু-বাড়ী চল"সহস্রার"।
তবেতো চরমকালে, মিশাবে পরমকালে,
নাহি আর সেই কালে, কাল-অধিকার॥ ২

শিবভক্ত এবং শক্তিভক্তিপরায়ণ সাধকদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।

ওহে প্রাণাধিক-সাধক সকল।—শ্রবণ কর,—তোমরা "কুলার্ণব" নিরুত্তর, এবং আর আর তন্ত্র সকল শিরোধার্য্য করিয়া তন্মতানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ কর।

স্বয়ংব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান-মহাদেব "কুলার্ণবে" কহিয়াছেন।

যথা।

কুলাচারপ্রসক্তানাং সাধুনাং সুকৃতাত্মনাং।
সাক্ষাৎশিবস্বরূপাণাং প্রভাবং বেত্তিকোভুবি

দৃষ্টাতু ভৈরবীচক্রং মমরূপাংশ্চ সাধকান্।
মুচ্যন্তে পশুপাশেভ্যঃ কলিকল্মষ দূষিতাঃ॥
কালিকোহি গুরুঃসাক্ষাৎকৌলিকঃশিবএবসং।
ইত্যাদি।

(১) হে ভাই কুলসাধকগণ! করুণাময় মহাদেব এরূপ কহিয়াছেন, যে, তোমরা সকলে তাঁহার স্বরূপ, এই জগতের মধ্যে তোমাদিগের মহাত্মা, মনুষ্য দূরে থাক্, দেবতারাও জ্ঞাত নহেন,—পশুপাশবদ্ধ-অজ্ঞান-জীব সকল তোমারদিগের দর্শন পাইবামাত্রই তখনি অমনি উদ্ধার হইয়াযায়।

(২) জীব সকলকে নিস্তার এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ-করণ কারণ পৃথিবীতে তোমারদিগের অবস্থান হইযাছে।

(৩) তোমরা কুলাচার এবং মহামন্ত্র-প্রভাবে স্বেচ্ছাচারব্রত ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছ।

(৪) ম্লেচ্ছাদি জীব সকল তোমারদিগের সংসর্গ-কৃপায় পবিত্র হইতেছে।

(৫) কুলধর্ম্মের অপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম আর নাই, সদাশিবের এই যুক্তিযুক্ত উক্তি।

(৬) অপরাপর সাধনের দ্বারা যে ভোগ এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়না, তোমরা কুলধর্ম্ম সাধন-বলে অনায়াসে অতি সহজেই তাহা লাভ করিতেছ।

(৭) কি ম্লেচ্ছ, কি শ্বপচ, কি কিরাত,-যে সকল সর্ব্বত্যাজ্য-নীচজাতি এই কুলচক্রে প্রবেশ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ হইতে পবিত্র হয়।

(৮) তোমরা যে স্থানে চক্রারম্ভ কর, তোমারদিগের তেজের প্রতাপে বিঘ্ন সকল ভয়াকুল হইয়া তথা হইতে কোথায় পলায়ন করে।

(৯) যে কোন জল হউক, যেমন গঙ্গাজলে পতিত হইবামাত্রই গঙ্গাজল হইয়াযায়, সেইরূপ তোমাদিগের এই কুলধর্ম্মে যে কোনো ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করে, সে তৎক্ষণাৎ কৌলপদ প্রাপ্ত হয়।

(১০) যে প্রকার সমুদ্রে নদী সকলের পৃথকভাব বোধ হয়না, সেইপ্রকার কুলধর্ম্ম-প্রাপ্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে পরস্পর পৃথক্‌ভাব থাকেনা।

(১১) যে দেশে কুলযোগী পদার্পণ করেন, সেই দেশ পবিত্র হয়, তাঁহাকে দর্শন এবং স্পর্শন করিলে একবিংশতি কুলের উদ্ধার হয়।

(১২) যে কুলে একটী কৌলিক-পুত্রের জন্ম হয়, সেই পুত্রের মাতা ও পিতা সাধু, কেননা সেই কুলের পিতৃলোক সকল মহানন্দে দেবতাদিগের সহিত বাস করেন।

(১৩) চণ্ডাল ব্যক্তি কুলাচার করিলে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়,—যে ব্রাহ্মণ কুলাচাররহিত, তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম।

(১৪) যেদিগে সূর্য্যের উদয় হয়, সেই দিগকে লোক যেমন পূর্ব্বদিক্ কহে, সেইরূপ কুলযোগিগণ যে যে ব্যবহার করেন, সেই সেই ব্যবহারের পথকেই পরমপথ কহিতে হইবে।

(১৫) যেরূপ বক্র-নদীকে কেহ সরল করিতে পারেনা,--যেমন নদীর স্রোত রোধ করিতে কেহই সমর্থ হয়না,—সেইরূপ কুলযোগির স্বেচ্ছাচারকে নিবারণ করিতে কেহই শক্ত হয়না।

(১৬) সত্যযুগে বেদোক্ত কর্ম্ম, ত্রেতাতে স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম, দ্বাপরে সংহিতা-সম্মত-কর্ম্মদ্বারা মানুষ সকল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ-ফল পাইয়া নিস্তার হইয়াছে, কলিতে ব্রাহ্মণাদি-বেদ, স্মৃতি, সংহিতাও পুরাণোক্ত শৌচাচার-বর্জ্জিত, সুতরাং শ্রুতি-সম্মত কর্ম্মের দ্বারা ইহারদিগের ক্রিয়া সিদ্ধ হয়না-একারণ পতিতপাবন করুণাসাগর শিব জীবের দৃঢ়-প্রত্যয় জন্য বারম্বার সত্য করিয়া কহিয়াছেন, যে, আগমোক্ত কর্ম্ম ভিন্ন কলিযুগে আর গতি নাই, এই কলিতে আমার মত ছাড়িয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে তাহার ফলসিদ্ধ হয়না,—এবং সেই ক্রিয়াকর্ত্তা নরকগামী হয়।—এই প্রবল কলিযুগে শৈবশাস্ত্র-মত অবলম্বন না করিয়া যে লোক অন্য-মত আশ্রয় করে, সে লোক ব্রহ্মহত্যাজনিত-পাপ-ভোগ করে।

(১৭) জপ, যজ্ঞাদি কর্ম্মে তান্ত্রিক-মতই প্রসিদ্ধ ও প্রশস্ত, যেহেতু এই সিদ্ধ-মন্ত্র আশু-ফলদ, যে দুর্ম্মতি কলিকালে আগমোক্ত কর্ম্ম না করে, সে কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া কৃমিজন্ম প্রাপ্ত হয়।

(১৮) শিব কহেন—কলিতে আমার মত ভিন্ন, যে, দীক্ষা, সে দীক্ষাই নহে,—সাধকের নাশের কারণ, দেবতা কুপিত হন। পূজা, হোম,

ব্যর্থ হয়, সর্ব্বদাই বিঘ্ন ঘটে। আগম শাস্ত্র ছাড়িয়া যে কর্ম্ম করে, সে মহা-পাতকী হয়।

(১৯) এই সকল শিবের আগমোক্ত বিধান স্মার্ত্ত পরমপূজ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন।

(২০) হে সাক্ষাৎ-শিবস্বরূপ কুলীনগণ! বলদেখি ভাই, জিজ্ঞাসা করি-এতাদৃশ স্পষ্ট-প্রমাণপূরিত-শিবআজ্ঞা প্রবল থাকাতেও তোমরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ-ঘৃণিত-পশুদিগের ভয়ে ভীত হইয়া কেন স্বধর্ম্মের সঙ্কোচ করিতেছ? প্রাণান্তেও যাহারদিগের সংসর্গ করিতে নাই, মুখ দেখিতে নাই, স্পর্শ করিতে নাই, এমত পশুর সহিত কেন ব্যবহার কর?।

(২) [illegible] পশুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেখিলে, আলাপ করিলে, স্পর্শ করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়,--পশুসংসর্গে বীর সকল পশু হয়েন।—যে সাধক জ্ঞান-পূর্ব্বক পশুর অন্ন ভোজন করে,—সে নরাধম সহস্র মন্বন্তর অতীত হইলেও নরক হইতে নিষ্কৃতি পায়না, এবং লোভ, মোহ,ভয়-প্রযুক্ত কোন ভক্ত যদি কখনো পশুর অন্ন ভোজন করে, তবে লক্ষ পাতুকামন্ত্র জপ, পুনরায় অভিষেক,—শ্রীচক্র ও কৌল পুজা করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়,—নতুবা নিস্তার নাই,—অতএব তোমরা মহাদেবের বাক্য কেন লঙ্ঘন করিতেছ?—কি জন্য পশু-সঙ্গে পাপগ্রস্ত হইতেছ? পশুদিগের কোন ধর্ম্ম নাই,—অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানো জানেনা।— তবে গায়িত্রী-মন্ত্র মাত্র আছে, তাহারো অর্থ জানেনা, অর্থ না জানিলে ফলসিদ্ধ-হয়না, কেননা মন্ত্রের অর্থ ও মন্ত্রের চৈতন্য যে ব্যক্তি না জানে শত শত লক্ষ জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয়না।—বিশেষতঃ দেখ, কলিতে পশুধর্ম্ম কোনমতেই নির্ব্বাহ হইতেপারেনা, কেননা "স্মার্ত্তাচার" ব্রাহ্মা-মুহূর্ত্তে উঠিয়া দেবতা-স্মরণ, পৃথিবী-নমস্কার, দক্ষিণপদ পুরঃসর গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এক শত ধনু-পরিমিত গ্রামের বাহিরে গিয়া গর্ত্ত খনন ও মুখ-নাসিকা বন্ধন-পূর্ব্বক কোন্ পশু মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়াথাকে?—অপিচ সূর্য্যোদয়ের [illegible] দন্তধাবন করিলে পাপিষ্ঠ পশু বিষ্ণু-পুজা করিতেও অধিকারী হয়না,

আর আহারের ও সময়ের, এবং দ্রব্য-শুদ্ধি করণের যে যে নিয়ম আছে তাহাই-বা কোন্ পশুতে করিয়াথাকে? অতএব পশুরা এইরূপ বিহিত-ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিয়া কেবল সর্ব্বধর্ম্ম হইতেই বহিস্কৃত হইতেছে।--পত্র,-পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি সকল পশুরা স্বহস্তে সংগ্রহ করিবে, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের মুখ দেখিবেনা, মনেতেও পরস্ত্রীর স্মরণ করিবেনা, এবং সিদ্ধি, চরস, তামাকু ইত্যাদি মাদকদ্রব্য ও মৎস্যাদি আমিষ, ব্যবহার করিবেনা, দেখ ভাই,—দেখ দেখ। কোন্ পশু ইহার কি করে? কেনা তামাক খায়? চরস খায়? গাঁজা খায়? মাচ খায়! মাংস খায়! এবং কেনা শূদ্রসেবা করে! কেনা পরস্ত্রী গমন করে? ধর্ম্মহীন এই সমস্ত পশু মহাকাল, ভৈরব বামন, নৃসিংহ, রামচন্দ্র, গোপাল প্রভৃতি এবং কালী, তারা, ত্রিপুরাসুন্দরী, ইত্যাদি মহাবিদ্যা-মন্ত্রে উপাসক হইয়া কুলাচার অনুষ্ঠানের অভাবে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া পূর্ব্বাপরের সহিত নরকে বাস করিতেছে। সুতরাং ইহকলে লজ্জা পরিহার কর, ভয় পাইয়া কেন কুলাচারধর্ম্ম গোপন পূর্ব্বক সত্যের অপহ্নব করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেছ?।

কোন কোন পশু বলে "স্মৃত্যাদি শাস্ত্রমতে 'মদ্যের দান, পান, গ্রহণ নিষেধ। ইহাতে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য থাকেনা" এ কথা, তাহাদিগের প্রলাপ-মাত্র, মদ্য পানাদির যে, নিষেধ, সে অসংস্কৃত-মদ্যের বিষয়ে, এবং অনভিষিক্ত-সাধকের প্রতি জানিবে, অভিষিক্ত সাধকের সংস্কৃত-মদ্য পান-বিষয়ে আগম-শাস্ত্রের সহিত স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণের কিছুমাত্রই বিরোধ নাই।

প্রমাণ।

নিগমকল্পদ্রুমে অসংস্কৃতংতুমদ্যাদি মহাপাপকরং হর ইত্যাদি॥ শ্রুতিঃ সৌত্রামন্যাং সুরাং গৃহ্ণীয়াৎ সৌত্রামন্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণোমদিরাং পিবেৎ।
নবিধি র্ননিষেধোবা নপুণ্যং নচপাতকং।
নস্বর্গোনাপিনরকং কৌলিকানাং কুলেশ্বরি

হে ভাই, ইহার অপেক্ষা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ আর কি আছে।—উত্তম, মধ্যম, তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ, ব্যবহার-ভেদে মহাদেব এই চারি প্রকার সাধক নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যাঁহারা বিধি নিষেধ উপেক্ষা পূর্ব্বক শোধন, সংস্কার, নিবেদনের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল "ব্রহ্মাত্ম ভাবে" আহার বিহারাদি করেন, তাঁহাদিগ্যে উত্তম-কৌল কহিয়াছেন, বেদজ্ঞ জনেরা ইঁহারদিগকেই ব্রাহ্ম কহেন। কারণ এই অবস্থাই লয়ের অবস্থা, ধ্যান ধারণাদি অবলম্বন থাকেনা, কেবল ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থিতি হয়।

যিনি পূজা, ধ্যান, ন্যাসাদির প্রয়োজন না রাখিয়া দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণদ্বারা দ্রব্যশোধন পূর্ব্বক "ব্রহ্মার্পণমস্তু" এই বাক্যে অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দে কালক্ষয় করেন তাঁহাকে মধ্যম-কৌল কহেন।

যিনি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া ধ্যান, পূজা, জপাদি পূর্ব্বক তত্ত্বসংস্কার করিয়া সর্ব্বদা আপনাকে দেবতারূপ ভাবিয়া নিবেদিত নৈবেদ্যের পান ভোজনদ্বারা কালক্ষয় করেন, তাঁহাকে তৃতীয় কহেন।

যিনি শাক্তাভিষিক্ত হইয়া আপনার ইষ্টদেবতা পূজা পূর্ব্বক দ্রব্যাদি-শোধন করত নিবেদিত-প্রসাদ যথাবিধিক্রমে মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর গ্রহণ করিয়া ভজন সাধন দ্বারা কাল-যাপন করেন, তিনি কনিষ্ঠ-কৌল।

ইহাঁরা সাধু, সাক্ষাৎ শিব ও ব্রহ্ম, কেননা ব্রহ্মাত্মকমন্ত্রের দ্বারা তত্ত্বশোধনাদি কর্ম্ম করিয়া সকল দ্রব্যকেই ব্রহ্মময় ভাবনা করিয়া থাকেন।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ওরে ভিখারি! দেখ্‌তেছিস্,—ঐ যে পুরুষ, কাপালিকব্রত ধারণ করেছে, চল্‌না কেন আমরা উভয়েই উহার নিকটে যাই।

দিগম্বর এবং ভিক্ষুক দুই জনেরি সোমসিদ্ধান্তের নিকট গমন।

দিগম্বর।

হাস্য পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা।

ওরে কাপালিক! বল্ দেখি তোর মতে সুখ এবং মোক্ষ কিরূপে সাধন হয়?।

সোমসিদ্ধান্ত।

ও উলঙ্গ! আমাদিগের মত শ্রবণ কর।

আমরা মহাবলি প্রদান পূর্ব্বক নরমাংস-শোণিত এবং মস্তকের দ্বারা

মহাভৈরবের পুজা করিয়া-প্রসাদ গ্রহণ কর।

ভিক্ষুক।

দুই কর্ণে হস্ত দিয়া।

হে বুদ্ধ! হে বুদ্ধ! আমাকে নিস্তার কর, এদের্ এই ধর্ম্ম কি ভয়ঙ্কর?।

দিগম্বর।

হে স্বাভিমত-দেবতা! তোমাকে প্রণাম করি।

আরে! কোন্ পাপাত্মা তোরে এই জঘন্য নিষ্ঠুর ধর্ম্মের উপদেশ করেছে?।

সোমসিদ্ধান্ত।

ক্রোধ পূর্ব্বক।

ওরে পাষণ্ড! তোরা কি বলিস্,-এক ব্যাটা ন্যাংটা প্রেত, এক ব্যাটা ধামাধরা-নেড়া,-এরা আবার আমার এই পরমধর্ম্মের নিন্দা করে।-ওরে দুরাচার দেবনিন্দক! শোন্, চতুর্দ্দশ-ভুবনের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা ভগবান ভবানীপতি মহাদেব, যাঁহার মহিমা বেদান্তসিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত করণে অক্ষম, তাঁহার প্রভাব দর্শন করাই, আমি এখনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতাদিগ্যে এখানে আনিতে পারি; আকাশের নক্ষত্র সকলের গতি রোধ করিতে পারি, পৃথিবীকে জলপুর্ণা করিয়া পুনর্ব্বার সেই জল এক চুমুকেই পান করিতে পারি।

দিগম্বর।

ও উন্মত্ত মাংসাসি রাক্ষস!-ওরে দাঁতাল্! ও মাতাল্! তুই অলীক ঐন্দ্রজালিক-বিদ্যা দ্বারা আকাশ পাতাল্ চালিবার কুহক দেখাস্।

সোমসিদ্ধান্ত।

ক্রোধে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক।

ত্রিপদী।

পুন পুন দুরাচার, নিন্দা করি দেবতার,
ঈশ্বরকে ইন্দ্রজালী কয়।
উচিত যে প্রতীকার, এখনিই করি তার,
পাপাত্মার প্রাণ রাখা নয়॥
বলি বলি, তবে বলি, এখনিই দিয়ে বলি,
কোরে তোর রুধির গ্রহণ।
মুণ্ড দিয়ে পদ সেবি, মহাদেব,মহাদেবী,
উভয়ের করিব তর্পণ॥
দিয়েছিস্ হাতনাড়া, যাবি কোথা, দাঁড়া দাঁড়া,
খাঁড়া ধোরে দিই যমালয়।
তোর মাংসে দিগম্বর, পুজি দুর্গা, দিগম্বর,
দেখুক্ সাধক সমুদয়॥
নরাধম নরপশু, নিয়ে আজ্ তোর অসু,
বসুধারে করাই ভোজন।

হর হর বোলে মুখে, প্রসাদ খাইবে সুখে,
যত বীর কুলযোগিগণ ॥

—:o:—

খাঁড়া তুলিয়া কাটিতে উদ্যত।

ক্ষপণক।

প্রাণভয়ে থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে।

অহিংসা-পরমধর্ম্ম। অহিংসা-পরমধর্ম্ম। হে ভিক্ষুক! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, আমি তোমার শরণ লইলাম, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও।

ভিক্ষুক।

উপহাস পূর্ব্বক।

ওহে ধার্ম্মিক সোমসিদ্ধান্ত!—তোমার এ কেমন্ ধর্ম্ম? কৌতুক পূর্ব্বক বাক্ কলহ, ইহাতে তপস্বিকে হত্যা করা কি তোমার কর্ত্তব্য হয়?

সোমসিদ্ধান্ত।

পরমেশ্বর ইষ্টদেবতার নিন্দা, এ আবার কৌতুক কোথায়? আমি এখনিই ইহার মুণ্ডপাত করিতাম্, কেবল তোমার কথায় এবার ক্ষমা করিলাম, এই আমি অসি ফেলিতেছি।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ও মহাশয়! এত ক্রোধ কেন? স্থির হউন, এখন্ অস্ত্র ফেলেছেন, অতএব বিরক্ত হবেননা, বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি শান্ত হইয়া উত্তর করুন। আপনারদের পরমধর্ম্মতো শ্রবণ করিলাম, চক্ষেও কিছু দেখিলাম, এখন্ বলুন্ দেখি, এ ধর্ম্মে সুখ এবং মোক্ষ কি প্রকার?

সোমসিদ্ধান্ত।

শোন্ নাস্তিক শোন্। বিষয় ভিন্ন কখনই সুখ হয়না, তবে কেন তোরা এরূপ মুক্তির প্রার্থনা করিতেছিস্।

আনন্দ ও জ্ঞানরহিত যে মুক্তি, তাহাতে সুখ কি আছে! যেহেতু পাষাণস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতে হয়। অতএব তোদের মতসিদ্ধ এইরূপ যে মুক্তি, সে মুক্তিই নয়।—যাহাতে দুঃখের লেশ মাত্র নাই, অথচ দিব্যাঙ্গনা-সম্ভোগজনিত যে সুখ, তাহারি নাম মুক্তি,—আগমশাস্ত্রে স্বয়ং মহাদেব এইরূপ মুক্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—এবং তিনি চিরকাল জীবন্মুক্ত হইয়া মহামায়া পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।—এইতো সাক্ষাৎ মুক্তি, বল্ দেখি, অমৃত হওয়া ভাল? না অমৃত ভোজন করা ভাল!

ভিক্ষুক।

ও মহাশয়! তোমার এই মোক্ষ শ্রদ্ধার যোগ্য নহে, যেহেতুক ইহা রাগিদিগের-সম্মত ধর্ম্ম।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ওরে কাপালিক!—যদি তুই বিরক্ত না হোস্,তবে কিছু বলি, ওরে! যে শরীরী, সে কিরূপে মুক্ত? যে ব্যক্তি বন্দী হইয়া কারাগার ভোগ করে, তাহাকে তুই কি প্রকারে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সাধুর ন্যায় কহিতেছিস্?

সোমসিদ্ধান্ত।

[ক্ষণকাল নীরব হইয়া মনে মনে বিবেচনা]

এই দুটো পশুর মন অতি অপবিত্র, ঘোরতর অশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, ভাল আমি শ্রদ্ধাকে আহ্বান করি, প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী শ্রদ্ধা এখন্ কোথায় আছেন্? তাঁহার কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ভ্রান্ত-দিগের ভ্রান্তি দূর হইবেনা।

[কাপালিনী-বেশধারিণী রাজসী-শ্রদ্ধা]

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

কেরে, বামা,-বারিদবরণী,
তরুণী ভালে ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী,আসিয়ে ধরণী,
করিছে দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ,
অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদননিধনকরণকারণ,
চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কাররবে, সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে, বিপক্ষ নাশিছে,
গ্রাসিছে বারণ, হয়। ১
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে,
ছলিছে ভুবনময়॥ ২
কেরে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হোয়ে শবাসনা, বামাবিবসনা,
আসবে মগণা রয়। ৩

হে নাথ আজ্ঞা করুন্! আমি কি করিব?

সোমসিদ্ধান্ত।

হে প্রিয়ে!—এই দুরহঙ্কৃত ভিক্ষুককে এখনি আলিঙ্গন কর।

রাজসীশ্রদ্ধা।

[ভিক্ষুককে স্পর্শ করিয়া]

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

দনুজদলনী দুর্গা, জননী যাহার রে।
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, কি ভয় তাহার রে?॥

মুখে বল দুর্গে দুর্গে, তরিবে এ ভব দুর্গে,
নাহি দুর্গানাম দুর্গে, কাল অধিকার রে। ১
কালীনামে কাল হর, কালী-রূপ ধ্যানে ধর,
দেহ,মন,কালী কর, কালী সর্ব্বসার রে।। ২
কালীভক্ত যেই জীব, শিব তারে দেন শিব,
আপনি করেন তাব, অশিব-সংহার রে। ৩
মুদিয়ে নয়নতারা, অন্তরে জাগাও তারা,
তারাকায়া প্রেমধারা,ফেলো অনিবার রে। ৪
তারা-গুণ কর গান, তারা বিনে নাই ত্রাণ,
তারানামামৃত-পান, কর একবার রে। ৫
তারানাম নাহি করে, ধিক্ ধিক্ সেই নরে,
বৃথা সে শরীর ধরে, বৃথা জন্ম তার রে। ৬
কালী-সহ ভাব কাল,কালেতে পলাবে কাল,
ইহকাল, পরকাল, সফল তোমার রে। ৭

হে ভিক্ষুক,—কালী বল, কালী বল,—ভ্রান্তি হর, ভক্তি কর, শ্রদ্ধা-রসে দ্রব হও। জয় শিব, জয় শিব, জয় কালী, জয় কালী।

ভিক্ষুক।

[কাপালিনী স্পর্শে লোমাঞ্চিত।]

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল ঐ।

হায় হায় হায়,একি, সুখের বিহার।
ধরি চরণে তোমার, ধরি চরণে তোমার।
ছেড়না ছেড়না ধনি, হৃদয় আমার॥
কারে আমি,আমি,কই,আমাতে-তো,আমি,নই
আমারে তোমায় দিয়ে, হয়েছি তোমার। ১
এ প্রকার সুখোদয়,হয়নি হবার নয়,
এমন্ সুখের ভোগ, কবে হবে কার।। ২
ঘুচিল মনের খেদ, এখন্ পেয়েছি ভেদ,
ক্ষণকাল বিচ্ছেদ, না-হয়, যেন আর। ৩
তোমারে হৃদয়ে ধরি, সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি,
তৃণ সম জ্ঞান করি, নিখিল সংসার। ৪

কি আনন্দ! কি আনন্দ! অদ্য আমি ধন্য হইলাম, এতদিনে আমার জন্ম সফল হইল, আমার কর্ম্ম সফল হইল।

আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! সোমসিদ্ধান্ত! তুমিই সাধু।—তোমার শ্রদ্ধার স্পর্শে আমি পবিত্র হইলাম, আমার মনের ভ্রান্তি দূর হইল, আমি একেবারে শপথ করিয়া বুদ্ধমত পরিত্যাগ করিলাম,—তুমি আমার গুরু হইলে, আমি তোমার শিষ্য হইলাম, এখনিই আমাকে পরমেশ্বর মহাভৈরবের মন্ত্র প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

[ক্রোধ পূর্ব্বক হাত নাড়িয়া]

ওরে ব্যলীক ভিক্ষুক! তুই কাপালিনীর স্পর্শে, ভ্রষ্ট হলি,—দূর হ,—তোর মুখ্ দেখ্তে নাই।

ভিক্ষুক।

ওরে হতভাগ্য ন্যাংটা! তুই কেবল পশু রৈলি, তুই ঘোর-পাপাত্মা-

পিশাচ,—তোর পাপের কপাল, কাপালিনীর আনন্দজনিত অধরামৃত লাভ কেন হইবে?

সোমসিদ্ধান্ত।

হে প্রিয়ে কাপালিনি! এই দুর্দ্দর্পে দর্পিত দিগম্বরকে বশীভূত কর।

কাপালিনী।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

কেবে বামা,—ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী, এ, সে, নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশি, করে শোভে অসি,
রূপমসী, চারু ভাস।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেলবে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি,
চরণে কৃত্তিবাস॥ ১
কেরে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহারে স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী,
দামিনীজড়িত-হাস। ২
কেরে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে,
করিছে তিমির নাশ। ৩
আহা, যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেলরে সর্ব্ব,
চরণসরোজে পড়িয়ে শর্ব্ব,
করিছে সর্ব্বনাশ। ৪
দেখি নিকট মরণ, কররে স্মরণ,
মরণ হরণ, অভয় চরণ,
নিবিড়-নবীননীরদবরণ,
মানসে কর প্রকাশ। ৫

[দিগম্বরকে ভুজলতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া]

রাগিণী বারোয়াঁ। তাল ঠুংরি।

তারাতত্ত্বরসে মজ।

মজ মজ মজ, তারাতত্ত্বরসে মজ।
ভজ ভজ ভজ ভজ, শিবকালী ভজ॥
হোযে মন মধুকর, আনন্দে ঝঙ্কার কর,
ধর ধর ধর দেহে, পাদপদ্মরজ।
দুর্গা যেই মুখে বটে, তার কি দুর্গতি ঘটে,
কাবে শঙ্কা, মাবো ডঙ্কা, চোড়ে ভক্তিগজ।
আর কি কালের ভয়, সে কাল কোথায় রয়,
মহাকাল কালী-মন্ত্রে, তুলে দেও ধ্বজ।
ভাবে হও গদগদ, তুচ্ছ হবে ব্রহ্মপদ,
করহ সম্পদ পদ, কালীপদকঞ্জ॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

সুখের আর পরিসীমা নাই।

গীত।

রাগিণী সুহিনীবাহার। তাল তেওট।

রমণীর শিরোমণি, রূপে মুনি মন হরে।
ত্রিভুবন-মনোলোভা ধরাতে না শোভা ধরে
শশধর ধরে শশ, কি তার রূপের যশ,
পরিপূর্ণ সুধারস চারু মুখসুধাকরে। ১

অধরে মধুরহাসি, ক্ষরে সুধা রাশি রাশি,
চেতন হরিল আসি, কুটিলকটাক্ষ শরে। ২
এ,যে, অতি রূপবতী, গতি জিনি গজপতি,
রতি ছেড়ে রতিপতি, রতিলোভে পায়ে ধরে ৩
কেশ-দ্বেষে জলধর, হইয়ে গগনচর,
বরষায় নিরন্তর, ডেকে ডেকে কেঁদে মরে। ৪
আর দেখ বিষধরী, কেশদ্বেষ-বিষ ধরি,
মাঝেমাঝে ফণা ধরি, রাগে ফোঁষ্ ফোঁষ্ করে। ৫
হেরি করপদ্মরাজে, নলিনী মলিনী লাজে,
কলঙ্ক-কণ্টক-সাজে, প্রবেশিল সরোবরে। ৬
খঞ্জন-গঞ্জনকর, রঞ্জন-নয়নবর,
অঞ্জন কি মনোহর, মন নিরঞ্জন করে। ৭
কটি মানে মানী মানী* নহে আর অভিমানী,
এ কটিরে ক্ষীণ মানি, অপমানে বনে চরে। ৮
বদনে রদন রাজে, উপমা না তাহে সাজে,
কনকমুকুর মাঝে, মুকুতা কি শোভা করে ? । ৯
সুরভি-বাসের বাসা, মরি কি সুন্দরনাসা,
নিশ্বাসে চপলা খেলে, শীতল সমীর সরে ১০
অধর-ললিত-রাগে, বিম্বফল কোথা লাগে,
রাগদেখে রাগেরাগে, রেগে শেষে গেলেমরে ১১
কুচ-কলিকার কাছে, কদম্ব কোথায় আছে,
নিহরি শিহরি শেষে, আপনি আপনি ঝরে। ১২
ললিত লাবণ্য কায়, চোলে যেতে গোলে যায়,
বিধি বুঝি হায় হায়, গড়েছে নবনী সরে। ১৩
পরশ "পরশ" প্রায়, অথচ সরস হায়,
হইল সুবর্ণ কায়, ঢল ঢল রসভরে। ১৪
স্বর্গ মিছে উপসর্গ, মানিনে স্বর্গের বর্গ,
কাপালিনী চতুর্ব্বর্গ, ধরিয়াছে নিজ করে। ১৫
ছাড়িলাম স্বাভিমত, মনোমত এই মত,
পেলেম পরম পথ, হায় হায়, হরে হরে। ১৬

*মানী—সিংহ।

হে মহাত্মন্!—হে শিবময়! হে সুখ--মোক্ষপ্রদায়ক--সোমসিদ্ধান্ত! আমি তোমার চরণ শরণ লইলাম, (আমাকে শীঘ্রই মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক শিষ্য করিয়া পশুপাশ হইতে পরিত্রাণ কর,) আর বিলম্ব বিধান হইল না। আমি আর সেই তামসী শ্রদ্ধার মুখাবলোকন করিবনা।—কাপালিনী স্পর্শে পবিত্র হইয়া অর্হৎমত একেবারেই পরিত্যাগ করিলাম।

করুণা এবং শান্তি।

করুণা।

সখি শান্তি!—এই দেখ, ইনি রাজসীশ্রদ্ধা, আমাদিগের জননী নহেন। আহা! এই রাজসী কি সুন্দরী! সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় রূপবতী।

সোমসিদ্ধান্ত।

হে প্রিয় ভিক্ষুক!—হে দিগম্বর! (তোমরা আপনাপন অপবিত্র-বেশ পরিহার পুরঃসর সুপবিত্র, সুমুখ্য কুলীনের বেশ ধারণ কর। এবং [illegible] য়ে এই আসনে উপবিষ্ট হও)

ভিক্ষুক এবং দিগম্বর।

হাঁ প্রভু!—আমরা এই দুইজনে পবিত্র হইয়া আসনে বসিলাম।

সোমসিদ্ধান্ত।

প্রথমে মহাদেবকে প্রণাম কর।

ভিক্ষুক এবং দিগম্বর ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম।

প্রণাম মন্ত্র।

পঞ্চচামরচ্ছন্দ।

শ্মশানভস্মলেপনং ভুজঙ্গভোগভূষণং।
পিনাক-শূলধারিণং, স্বভক্তপাপহারিণং।
শশাঙ্কখণ্ডশেখরং, হিমালয়াত্মজাবরং,
সমস্তলোকশঙ্করং। নমামি দেবশঙ্করং॥ ১

কালিকাকে প্রণাম কর।

প্রণাম মন্ত্র।

প্রমাণিকাছন্দ।

বিপক্ষপক্ষনাশিনীং, মহেশহৃদ্বিলাসিনীং।
নৃমুণ্ডজালমালিকাং, নমামি ভদ্রকালিকাং॥১

হে প্রিয়ে কাপালিনি! অদ্য বড় আনন্দের দিন, তোমার অনুকম্পায় ইহারা দুটি আমার শিষ্য হইল, তুমি পূজার আয়োজন কর, এবং [illegible] কর।

[illegible] হর হর জপিতে জপিতে।

আঙুল নাড়িয়া-হুঁ ঐ-যন্ত্র,—হুঁ-ঐ-পাত্র,হুঁ-ঐ-জপের মালা।

পুনর্ব্বার ঘাড় নাড়িয়া চক্ষের ভঙ্গিমায়।

হাঁ—এখানে এখানে,-হুঁ-রাখো, রাখো।

হর হর হর হর, বম বম বম।

কাপালিনী।

হে হৃদয়েশ!—সমুদয় প্রস্তুত। পঞ্চমকার—পানপাত্র পরিপূর্ণ।

সোমসিদ্ধান্ত।

যথা ভঙ্গিতে পানপাত্র ধারণ পূর্ব্বক নয়ন মুদিয়া ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র-জপ।

[এক চুমুক অগ্রে আপনি খাইয়া।]

লও বাপু লও, তোমরা এই প্রসাদ পাও—এই পাত্রপুরিত পরমামৃত সংসার স্বরূপ ব্যাধির মহৌষধ, এবং ভাব, রূপ, রসের সৃজন আর পশুপাশ ছেদনের কারণ এই কারণ। শিবের আনন্দকাননে আসিয়াছ, কেবল আনন্দ কর,—কালী গুণ গান কর—নামামৃত পান কর।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত এবং ভিক্ষুক।

বিমর্ষ হইয়া দুজনে চুপি চুপি, কাণাকাণি, ফুস্ ফুস্।

[দি।—প্রথমে নাকে হাত দিয়া মুখ বাঁকাইয়া।]

হুঁ বড় গন্ধ, ভর্ ভর্ কোরে গন্ধ ছুট্‌ছে।—হুঁ—কেমন্ কোরে খাব ?—আমাদের মতে সুরাপান বড় নিষেধ,—বড় নিন্দা, আগে কি জানি, যে, মদ খেতে হয় ? তা হোলে কি মন্ত্র নিই ?

[ভি।—ঘৃণা পূর্ব্বক বিকট-ভঙ্গিমায় শিহুবে উঠিয়া।]

একেতো মদ অপেয়, তাতে আবার কাপালিকের এঁটো করা, মুখের লাল, লাগা, দেখিইহো গা ঘিন্ ঘিন্ করে।—আমাকে মেরেই ফেলুক্, আর কেটেই ফেলুক্, আমিতো প্রাণ, গেলেও খেতে পার্ব্বনা।

সোমসিদ্ধান্ত।

[আড়্ চক্ষে চাহিয়া।]

আঃ, তোমরা দুজনে চুপি চুপি কি বলিতেছ ? আমি বুঝেছি। হাহাঃ কাপালিনি। এখনো এ দুজনের পশু শুদ্ধ দূর হয়নাই। তীর্থবাসিরা কহে, স্ত্রীমুখ সর্ব্বদাই শুচি, মনের বিকারে এঁটো বলিয়া অমৃতপানে ঘৃণা করে, তুমি প্রসাদ করিয়া স্বহস্তে প্রদান কর।

তামসীশ্রদ্ধা।

বটে, এমন্—অমৃত খেতে অরুচি, এখনো বিকার যায়নি।

[যথা নিয়মে দক্ষিণহস্তে পাত্র লইয়া এক ঢোঁক্ খাইয়া।]

আঃ কি ভ্রম ! কি ভ্রম ! হুঁ, এঁরাতো মন্দ নন, রামো বলেন, কাপড়ো তোলেন। হে ভক্তি তুমি অনুকূলা হও।

গীত।

কতদিনে জীব তুমি, শিব হবে আর ?।
এখনো রয়েছে মনে, বিষম-বিকার॥
এ কারণ, কি কারণ, সেই জানে সে কারণ,
কারণকারিণী-কালী, মনে জাগে যার।
হবে অভিমান-ক্ষুধা, এ সুধা কেমন্ সুধা,
যে খেয়েছে, তারে গিয়ে, সুধা একবার॥
বিষ্ খেয়ে রিষ্ করে, অমৃতে অরুচি ধরে,
কিসে সুখ, কিসে দুখ, করেনা বিচার।
সুরপ্রিয়া এই সুরা, অতিশয় সুমধুরা,
এমন্ মধুর মধু, কোথা আছে আর ?॥
সামান্যতো অন্ধ নয়, আলো দেখে অন্ধ হয়
অন্ধকারে অন্ধ [illegible] করে হাহাকার।
ভোগি জনে দেয় ভোগ, যোগি জনে [illegible]
ভোগের আধার, এ যে, যোগ [illegible]॥

চল চল পানপাত্রে, এ হৃৎ করিবামাত্রে,
পুলক প্রকাশে গাত্রে, আনন্দ অপার।
নিগমে নিগূঢ় উক্তি, সাক্ষাৎ জীবন-মুক্তি,
এখনি প্রমাণ পাবে, করি ব্যবহার॥
খায় যেই এই মদ*, নাহি টলে তার পদ,
পদে থেকে পায় পদ, নেসা কোথা তার?।
এ মদ না খায় যারা, মদের মাতাল তারা,
তাদের নেসার ঝোঁক, না হয় সংহার॥
কখনো না খায় মদ, খেয়ে মদ টলে পদ,
সে মদের [illegible]তার, নাম অহঙ্কার।
যারা ভালবাসে মদ, তারা নাহি করে মদ,
সদাই মনেতে মদ, স্বভাবে সঞ্চার।
যারা নাহি খায় মদ, তারা কয় মদ মদ,
মদ নয় এই মদ, মদের ব্যাপার।
পূর্ণসুখ-ষোলকলা, পুণ্য, পাপ, দেখে কলা,
কুলযোগি খায় কলা†, রেখে কুলাচার॥
কুলীনের শুদ্ধ কুল, কুলহীন অনুকূল,
আপনার তিনকুল, সে করে উদ্ধার।
লোকের কেমন ভুল, কুলের না জেনে মূল,
কুল কুল কোরে দেখে, অকুল পাথার॥
যেনা আসে এই কুলে, দাঁড়াবে সে কোন্ কুলে,
একুল, ওকুল তার, দুকুল আঁধার।
ভক্তিভাবে করি ভর, শিব কালী জপ কর,
সকলের মূল শ্রদ্ধা, সর্ব্বমূলাধার॥
এই শ্রদ্ধা যার মনে, আত্ম, পর, সে কি গণে,
এক ভাবে সমুদয়, করে একাকার।

*স্নান করি শ্রদ্ধা-জলে, শুচি সন্ধ্যা কুতূহলে,
তার কাছ, কোথা আছে, আচার বিচার॥
ব্রহ্মরূপ নিজে হয়, দেখে সব ব্রহ্মময়,
ব্রহ্মানন্দে মুগ্ধ রয়, জপিয়া ওঁকার।
অধোবায়ু করি ধ্বংস, সোহং, সোহং, হংস হংস
ওঁকারেতে, কুণ্ডলিনী, চালে সহস্রার॥
যে করে "অজপা" বোধ, সে পেয়েছে তত্ত্ব বো[ধ]
সশরীরে মুক্ত সেই, মৃত্যু নাই তার।
ভ্রমসিন্ধুপার হেতু, কুলাচার-শুদ্ধ-সেতু,
সে সেতুর ওপারেতে, তত্ত্ব-পারাবার॥
তাহার মাঝেতে চন্দ্র, জ্যোতির্ম্ময় তাহে যন্ত্র,
সেই ঘরে পরাৎপর, করেন বিহার।
মূল মাত্র এক আঁক, সেই আঁকে দিলে ফাঁক
এক আঁকে লাক লাক, হাজার হাজার॥
টানো সেই এক আঁক, ফাঁকেই থাকিবে ফা[ঁক]
কোথা কোটি, কোথা লাক, সব ফক্কিকার।
না জানিয়া বস্তু এক, ভ্রমে ধরে নানা ভেক,
শ্রদ্ধাজলে অভিষেক, শুদ্ধ সদাচার॥
চেঁচায়োনা ছেড়ে গলা, বাহিরে আচার কলা
মনের ভিতরে মলা, কর পরিষ্কার।
এই জল, এই ফল, কারে তুমি এঁটো বল,
এঁটো-ছাড়া খাবে তুমি, কি আছে তোমার!
বায়ু, বারি, বহ্নি, ধরা, সমুদয় এঁটো-করা,
কেবলি এঁটোর চেটো, এ তিন সংসার।
কত মদে মত্ত রয়, মাতালে মাতাল কয়,
এর চেয়ে নাহি আর, হাসির ব্যাপার॥
ছাড়িয়া সকল তত্ত্ব, তত্ত্ব রসে হও মত্ত,
খাও খাও নাচো, গাও, ইচ্ছে যত যার॥

---

* মদ।—মদ্য। দর্প। হর্ষ

† কলা।—বরাহমাংস কুলচক্রে এই মাং[স]

* সুরাপাত্রে চুম্বক মারিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক।

হে ভিক্ষুক !—লও লও, প্রসাদ পাও ।

ভিক্ষুক ।

[আহ্লাদে আইথানা হইয়া দেও দেও বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক অমনি চুমুক —রোমাঞ্চিত ।]

আরে এ, কি রে ! কি-রে !—হা বুদ্ধ ! হা বুদ্ধ ! তোমার দিব্য, তোমার দিব্য, আমি শরীর ধারণে এমত সুমধুর পরমামৃত কখনই পান করিনাই, আহা, সমস্ত শরীর তৃপ্ত হইল, আঘ্রাণে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত হইল ।

আবার এক চুমুক ।

[আহা অহং ব্রহ্ম । অহং ব্রহ্ম ।]

[ইসৎ নাচিয়া ।]

সুরাদেবি, তোর নামে, ভাবে গদগদ রে ।
শুঁড়ির আমানি দেখি, অমৃতের হৃদ রে ॥
পানপাত্র করে করি, তুচ্ছ ব্রহ্মপদ রে ।
বলিহারি, তোর গুণে, হায় হায় মদ রে ॥

দিগম্বর ।

ওরে ভিক্ষুক !—ও পেটুক !—কাপালিনীর অধরামৃত তুই একাই সকল খাবি, দে দে, আমায় দে ।

ভিক্ষুক ।

[হস্ত, নাড়াইয়া টলিতে টলিতে]

নেশে—নেশে নেশে নেশে, খা খা [illegible] সে, ধর ধ-ধ ধর্ ।

দিগম্বর ।

প্রথম চুমুকে—আঃ ।

দ্বিতীয় চুমুকে ষাঁড়ের ন্যায় প্রথমে নীচে, ঘাড় নাড়িয়া পরে উপরে,-“না”এই শব্দে ঘাড়নাড়িয়া সর্ব্বশেষে আবার নীচু পানেই মুখ করিলেন ।

প্রথম নীচু পানে মুখ । এই কামিনী, এই কামিনী, অর্থাৎ এই কাপালিনী কামিনী এবং এই সুরা কামিনী, ইহাই কি স্বর্গ,—ঊর্দ্ধে মুখ, অর্থাৎ উপরেই বুঝি স্বর্গ । সর্ব্বশেষে ঘাড় নাড়িয়া অধোদেশে মুখ,-না, উপরে স্বর্গ নয়—নীচেই স্বর্গ,—এই কামিনী, এই কামিনী, এই স্বর্গ, এই স্বর্গ, আর সমুদয় উপসর্গ ।

[illegible]—দেবতারা কি খায় ! ছাই খায় । তারা যে সুরা খায়, তাতেত কাপালিনীর অধরামৃতের সংশ্রব নাই ।—আহা—আহা ! এতদিন ভণ্ড এক গুরুর মতে ভ্রান্ত হইয়া এই সুখে মোক্ষ-সাধন স্বরূপা সুমধুর [illegible] বঞ্চিত ছিলাম ।

[পুনর্ব্বার পান করিয়া ।]

হে ভিক্ষুক ! আমার [illegible]

মন করছে। মুখে কথা এড়াচ্ছে। তাই আমি খানিকক্ষণ শয়ন করি।

ভিক্ষুক।

আমিও বড় অস্থির হয়েছি, পড়ি পড়ি, আমায় ধর-ধর,—এসো আমারা দুজনেই ঘুমুই!

[পপাত ধরণীতলে।]

সোমসিদ্ধান্ত।

হে প্রেয়সি,—হে হৃদয়রঞ্জিনি-কাপালিনি! অদ্য বিনামূল্যে এই দুটি দাস লাভ হইল, এসো আমরা নৃত্য করি, গান গাই।

সোমসিদ্ধান্ত এবং কাপালিনীর নৃত্য।

ডুগুড়্, ডুগুড়্ ডুম্ ডুম্ ডুম্। ডুডুম্ ডুডুম্। ডুম্ ডুম্ ডুম্। তিনাক্ ধাঁদা তিনাক্ ধাঁদা।—ধাঁ ধাঁ ধাঁ-তিতুড়্ তিতুড়্।-ধাঁ ধাঁ ধাঁ-তিতুড়্, তিতুড়্। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা, ধিন্তাক্তা তিন্তাক্তা, ঝিঝিড়্ ঘিসা, ঝিঝিড়্ ঘিসা! কেতাক্ কেতাক্,-ঝাঁ ঝাঁঃ। ধেই ধেই ধেই, তাধেই, তাধেই। ধিন্তাক্তা,-তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা।

[দুজনে গলাগলি ও হাত-ধরাধরি করিয়া।]

গীত।

আনন্দধামেতে সবে, আসিয়াছ ভাই রে।
কেবল আনন্দ কর, নিরানন্দ নাই রে॥
ক্ষুধা হয়ে সুধা দেবে, তৃপ্ত হোয়ে খাই রে।
আহা আহা, মরি মরি, বলিহারি যাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই, তাধেই।
ধেই ধেই ধেই। তাধেই, তাধেই।
ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা॥

[আর একদিগে মুখ করিয়া।]

গীত।

অন্নপূর্ণা অন্ন-রাঁধে, খেতে যেন পাই রে।
মায়ের প্রসাদ বিনে, কিছু নাহি চাই রে॥
নিজ ধামে বোসে থাকি, কোথাও না যাই রে।
নেচে কুঁদে, হেসে খেলে, কালীগুণ গাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই॥
ধিন্তাক্তা তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা।

[আর একদিগে মুখ করিয়া।]

গীত।

তারানাম বড় মিঠে, পুলি পেটে ছাই রে।
গানে, পানে, মুক্ত হবি, বলি তোরে ভাই রে॥
ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, মুখে তোলো ছাই রে।
আর না হইবে খেতে, জননীর মাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধিস্তাক্তা,তিস্তাক্তা। ধিস্তাক্তা,তিস্তাক্ত

[আর একদিগে মুখ করিয়া।]

গীত।

ভাবাতত্ত্ব-সাগরেতে, ভাল কোরে নাই রে।
এ সাগরে, জলচরে, নাহি করে থাই রে।
একেবারে ডুবে যাব, নাহি পাব থাই রে।
ডুবেছিতো ডুবে দেখি, পাতাল্ যদি পাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধিস্তাক্তা,তিস্তাক্তা। ধিস্তাক্তা তিস্তাক্ত

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ওরে ভিখারি! ওট্ ওট্, দেখ্ দেখ্। ঐ দেখ্। কর্ত্তা, গিন্নী নাচ্‌তেছে, গাইতেছে। এসো এই সঙ্গে আমরাও নাচি, আমরাও গাই।

[উভয়ে উঠিয়া অস্থিরচরণে নৃত্য।]

ক্ষণে কান্না। ক্ষণে হাসি।
একবার ওঠে, একবার পড়ে।

সোমসিদ্ধান্ত ও কাপালিনী পুনর্ব্বার পান পূর্ব্বক শিষ্যদিগে্য প্রসাদ দিয়া চারিজনে হাত-ছেক্‌লা-ছিক্‌লি করিয়া তালে তালে নৃত্য।

তিস্তাধিনা,তিস্তাধিনা। তিস্তাধিনা, তিস্তাধিনা। তাকুড়্ তাকুড়্, তিনিতা তাকুড়্। ধাঁকুড়্ ধাঁকুড় ধিঁনিতা ধাঁকুড়্। ধিনিতা ধাকুড়্। তিস্তাধিনা,তিস্তাধিনা। পোকালোনা, মণ্ডা ছানা, চিনির্ পানা, কোসে খানা। পাকুড়্ পাকুড়্, উচ্ছেকাঁকুড়্। ধিন্ ধিন্ ধিন্, বাজা খুড়ো। রান্না আছে পাঁটার্ মুড়ো। বম্ বম্ বম্, ববম্ ভোলা। সিদ্ধিগোলা, ভাজা ছোলা। তিস্তাধিনা, তিস্তাধিনা

নাচিতে নাচিতে তালে তালে গান।

গীত।

দুর্গাবাড়ী, দুর্গাপূজা, ভাল দেখি জাঁক্ রে।
মঙ্গলেতে মঙ্গলার, যাত্রি ঝাকে ঝাঁক্ রে॥
দামা বাজে, কাড়া বাজে, বাজে ঢোল্ ঢাক রে।
তুরী বাজে,ভেরী বাজে, বাজে ঘণ্টা শাঁক্ রে॥
রেখেছে ছাগল্ কেটে, রক্ত গায়ে মাখ্ রে।
বাবা রক্ত গায়ে মাখ্ রে।
কালী কালী কালী কালী, কালী বোলে ডাক্ রে
ডাকুরে, ডাকুরে, ডাকুরে,শ্যামানারে ডাকুরে ১

এখনো, রয়েছ কেন, হোয়ে তীর্থকাক্ রে।
যত পাব, তত খাও, মধুচক্র চাক্ রে॥

মুখে দিলে, বুদ্ধি বাড়ে, শুদ্ধি-টুকু চাক্‌রে।
কেন বাছা,থাকো কাঁচা,ভালকোরে পাক্‌রে
নিজে তুমি সিদ্ধ হবে, সিদ্ধ হবে বাক্‌রে।
বাবা সিদ্ধ হবে বাক্‌রে ॥
কালীকালীকালীকালী,কালী বোলে ডাক রে
ডাকরে,ডাকরে,ডাকরে,শ্যামামারেডাক্‌রে ॥২

মাচ আছে,মাংস আছে,আছে অম্ল শাক্‌রে।
বিচার কোরোনা কিছু, কে কোরেছে পাক্‌রে
সুধাতে পড়েছে মাচি, বস্ত্রদিয়ে ঢাঁক্‌রে।
রয়েছে মজার ভাজা, টুকি টুকি টাক্‌রে ॥
হুঁহুঁহুঁ হুঁ কুটো পড়ে,থালা দিয়ে ঢাক্‌রে।
বাবা থালা দিয়ে ঢাক্‌রে।
কালীকালীকালীকালী,কালী বোলে ডাক্‌রে।
ডাক্‌রে,ডাক্‌রে,ডাক্‌রে,শ্যামামারেডাক্‌রে৩

নিন্দাগারে মেথনাকো,সে যে,পঁচা পাঁক রে।
নিন্দাকারি যারা তারা,পুড়ে হবে খাক্‌রে ॥
শিব সম শাদা মনে, শাদা হোয়ে থাক্‌রে।
শাদার উপরে কালী, কিছু নাহি ফাক্‌রে ॥
ছেড়নাকো কটু কথা,নেড়নাকো নাক্‌রে।
বাবা নেড়নাকো নাক্‌রে ॥
কালীকালীকালীকালী,কালী বোলে ডাক্‌রে।
ডাকরে ডাকরে ডাকরে,শ্যামামারেডাকরে।৪

লাকে লাকে,থাকে থাকে,কেন বাঁধো থাকরে
চাতকের মত হোয়ে,উর্দ্ধেচেয়ে থাক্‌রে ॥
নবনীল কাদম্বিনী, শ্যামারূপ তাক্‌রে।
দেজল, দেজল, বোলে, উচ্চস্বরে ডাক্‌রে ॥
এখনি ঝরিবে বৃষ্টি, শুনে তোর হাঁক্‌রে।
বাবা শুনে তোর হাঁক্‌রে ॥

কালীকালীকালীকালী,কালীবোলে ডাক্‌রে
ডাক্‌রে,ডাক্‌রে,ডাক্‌রে,শ্যামামারেডাকরে৫

তারা-তত্ত্বে মত্ত হোয়ে, নেচে দেও পাক্‌রে
যত ভক্ত, অনুরক্ত, তারাগুণ গাক্‌রে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, শিকে তুলে রাখ্‌রে।
পবিত্র হৃদয় পটে,তারামূর্ত্তি আঁক্‌রে ॥
পড়িলে কুঁদের মুখে,কোথা রবে বাঁক্‌রে।
বাবা কোথা রবে বাঁক্‌রে।
কালীকালীকালীকালী,কালীবোলে ডাক্‌রে।
ডাকরে ডাকরে ডাকরে,শ্যামামারেডাকরে।৬

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

নৃত্য গীত।

ওমা—দিগম্বরি, নাচোগো, শ্যামা, রণমাজে।
পতির বুকেতে পদ, যোগিনী যোগায় মদ,
মাগোমা, দেখে, মরি লাজে ॥

মায়ের বসন নাই, বাপের ভুষণ ছাই,
কিবে ভঙ্গি মরি মরি, দিগম্বর দিগম্বরী,
এখন কাপোড়-পরা, আমারে কি আর সাজে।
ওমা-দিগম্বরি, নাচোগো, শ্যামা, রণমাজে ॥১

ভিতরেতে সাব শর্ম্ম, কে বুঝে নিগূঢ় মর্ম্ম,
মা বাপের এই ধর্ম্ম, পাগলের মত কর্ম্ম,
দেখে শুনে পাগল হয়েছি, আমি কাজে কাযে
ওমা-দিগম্বরি, নাচোগো, শ্যামা, রণমাজে ॥২

এ দুখ কাহারে কব, মুখে মাত্র নাহি রব,
ভবধব হলে শব, পদতলে পোড়ে ভব,

হায় হায়, আমার বুকেতে যেন, লাঠি বাজে।
ওমা-দিগম্বরি, নাচোগো, শ্যামা, রণমাজে ॥৩

কালীমূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া।

সেচ্ছাছন্দ।

তোমার দুটি চরণ সবে।
মা বাঞ্ছা করে সবে ॥
শুধু সন্তানে সম্ভবে। ছি ছি, ছেলেরে মা,
শুঁড়য়ে সে পদ, দাঁড়য়ে আছো শবে? ॥
এসে এই ভবে। আমার কি হবে।
তৃপ্ত হব কবে?
যদি রাঙ্গাপদে, ঠাঁই দিলেনা,
কার কাছে যাই তবে? ॥১

কাণখেয়ে হয়েছ কালী, আমার যে, হাড়কালী
কালী কালী বোলে কারে, ডাকি উচ্চরবে? ১
জনক হোলেন মড়া, তুমি হোলে মড়াচড়া,
আমার গলায় দড়া, কাজে কাজে তবে ॥
ওগো পাষাণের মেয়ে, মা আমার মাথাখেয়ে,
একবার দেখ চেয়ে, মেলে তিন আঁকি।
সেত নয় এ তনয়, ছাড়িবার এত নয়,
ভোগা দিয়ে ভগবতী, কারে দেবে ফাঁকি? ॥
মাতৃধনে অংশ গেলে, কার কাছে মা যাবো।
পিতৃধনেঅংশী হোলে,ছাইআছে তাইপাবো২

আর বের্‌য়োনা মা,বের্‌য়োনা মা,বের্‌য়োনা মা
অন্তরে পুরেছি তোমায়, বের্‌য়োনা মা ॥
মহামায়া কেন তুমি, এত মায়া ধর?।
বাজীকরের মেয়ের মত, বাজ কেন কর? ॥

এই দেখি মা আছো তুমি, মনের্ ঘর জুড়ে
আবার তুমি,শিক্‌লিকেটে,কোথা যাওমাউড়ে
ওমা, আর উড়োনা, আর উড়োনা ॥
আরবেরয়োনা মা,বেরয়োনা মা,বেরয়োনা মা
অন্তরে পূরেছি তোমায়, বের্‌য়োনা মা ॥

হর হর হর, ভোলামহেশ্বর, বধেছ ত্রিপুরাসুর
ভবানী ভবানী, ভাঁড়েমা ভবানী,
এইতো ভবানীপুর ॥
আর বেরয়োনা মা,বেরয়োনা মা,বেরয়োনা মা
অন্তরে পুরেছি তোমায়, বেরয়োনা মা ॥

ভিক্ষুক।

ঘোর নেসায়।

মা গঙ্গে—তুমি যদি হও ভঙ্গে।
তো ডুব্‌কি ডুব্‌কি যাই—চুম্‌কি চুম্‌কিখাই ॥

পরে কিঞ্চিৎ চেতন পাইয়া।
বক্তৃতা ছলে গীত।

দূর্ দুর্ দূর্ শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দূর্।
চিনির বলদ্ শুঁড়ি, দূর্ দুর্ দূর্ ॥
মর ব্যাটা লক্ষীছাড়া, মূর্খ নাই তোর বাড়া,
বেচে খাস্ সৃষ্টি ছাড়া, এমন মধুর।
নিস্ কিনা তত্ত্ব, মদ, যে মদে না থাকে মদ,
নিস্ কিনা ধন-মদ, হোয়ে অতি ক্রুর ॥
যে মদে বাড়ায় মদ, তারে লোকে বলে মদ,
অভিমান অহঙ্কার, মদ করে দুর ॥
এর ক্রম কতক্ষণ, নেসা বলে কোন্ জন,
শোক, তাপ নিবারণ, স্বভাবে অঙ্কুর।
দূর্ দুর্ দূর্ শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দূর্।
চিনির বলদ্ শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দূর্ ১ ॥

হ্যাদে শুঁড়ি আমি সোম, তুই ব্যাটা বড় সোম
নেসা দিতে নেসা দিস, করিয়া ভাণ্ডুর ॥
দিসশুধুজোলোজোলো,তবু-মুখতোলোতোলো
মলো মলো, যন্ত্রে তোর, কেবল পুকুর ॥
দানের না জান নাম, জোরে নেও দুনো দাম'
জাননা এখনি হবে, যেতে যমপুর।
কেবল চিনেছ টাকা, "ফাউ,, দিতে মুখ বাঁকা,
এক দিন মেরে দেবো. হাড় কোরে চূর ॥
দূর দূর দূর শুঁড়ি, দূর দূর দূর।
চিনির বলদ শুঁড়ি, দূর দূর দূর ॥২

সাধুর-তো ঋণী নই, রাজার না প্রজা হই,
কেবল কিঙ্কর আমি, আমার প্রভুর।
অমল আনন্দ হাট, গুরু-শিষ্য নাস্তি.পাট,
সমভাব সমুদয়, ঠাকুর, কুকুর ॥
অভিমান অহঙ্কার, কিছু মাত্র নাহি যার,
আমি তার, সে আমার, বাপের ঠাকুর।
নিজ বলে হই বলী, জোর কোরে ডেকে বলি
কোথা শূর, কোথা সুর, কোথায় অসুর ॥
জয় জয় কালী জয়, কারে নাহি করি ভয়,
ত্রিভুবন করি জয়, একা বাহাদুর।
মনের আনন্দে খাই, যথা তথা নিদ্রা যাই,
না চাই, বালিস, গদি. না চাই মাদুর ॥
কিছু নাই উপসর্গ, যেখানে সেখানে স্বর্গ,
করতলে চতুর্বর্গ, কোথা স্বর্গপুর।
বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ ধাম, কোথা সেই, মিছে নাম,
সেখানেতে পরিতোষ, কি আছে প্রচুর ॥
এই ধলি, এই ঝুলি, ইথে সব ঝুলোঝুলি,
হোলেপরে খোলাখুলি, নাহি থাকে ভুর।
দেবরাজে ডেকে সুধা, শচীতে কি আছে সুধা
কাপালিনী সোমবধূ, নিজে মধুপুর ॥
চাঁদের সে, সুধা, ছাই, তাতে এত মিষ্ট নাই,
কোথাও পাবেনা ভাই, খুঁজে তিন পুর।
ত্রিভুবন টলমল, মুখে হেসে খলখল,
হাতে কোরে দেয় জল, অতি সুমধুর ॥

ওরে তোরা, কেরে কেরে, বল বল, এরে এরে
দেরে দেরে, এনে দেরে, পায়ের নূপুর।
আমি খুব সুখে আছি, ধেই ধেই নাচি নাচি,
ধর ধর দিগম্বর, তুই ধর, সুর ॥
খেয়েছি অধিক সুধা, হয়েছে বিষম ক্ষুধা,
চাট করি, দেরে দেরে, দুটো চানাচুর।
নিলে আখ, এক পাপ, ভিখারির নাহি পাপ
ভিক্ষে কোরে নিয়ে আয়, ডালিম, আঙ্গুর ॥

আস্বাদনে মন হরে, সৌরভে আমোদ করে,
জিনিয়া বকুল ফুল, গন্ধ ভুর ভুর।
অতিশয় সুখময়, এমন কি আর হয়,
দক্ষিণে বাতাস বয়, ফুর ফুর ফুর ॥
পুষ্পকলি ছোটো ছোটো, মুখ যেন ওটো ওটো
ফুল সব ফোটো ফোটো ঝুর ঝুর ঝুর।
যে খায়, সে হয় কবি, রূপ জিনি রবি ছবি,
কার্ত্তিক ছাড়িয়া দেয়, আপন ময়ুর ॥
ঈশ্বরের কিবে লীলে, প্রেমে দ্রব হয় শিলে,
একফোঁটা মুখে দিলে, মজা ভরপুর।
দূর দূর দূর শুঁড়ি, দূর দূর দূর ॥
চিনির বলদ শুঁড়ি, দূর দূর দূর ॥

সোমসিদ্ধান্ত।

হে বাপু তোমরা স্থির হও,
এই কারণের কারণ জানো

[মুখের পান উভয়কেই প্রদান। দুইজনে প্রসাদ পাইয়া সুস্থচিত্তে] আঃ—কৃতার্থ হইলাম।

হে গুরো! হে আচার্য্য হে পরম-পূজ্য! আমারদিগের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে, এইক্ষণে অনায়াসেই অভিলষিত ফল ভোগ করিতে পারি।

সোমসিদ্ধান্ত।

ইহার আশ্চর্য্য কি পর্য্যন্ত তাহা দেখ। অভিলাষ মাত্রেই কোন বিষয়ের অভাব থাকে না। সুখসেব্য, সুখাদ্য, দিব্যাঙ্গনা-ভোগ, এতো সামান্য কথা, অক্লেশেই অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি হয়; সিদ্ধিযোগ হইয়া বশীকরণ সম্মোহন, স্তম্ভন, প্রক্ষোভণ, এবং উচ্চাটন ইত্যাদি অতি সহজেই সিদ্ধ করা যায়। সুতরাং ত্রিভুবনে এমত বস্তু কিছুই নাই আমরা এই বিদ্যার দ্বারা যাহা অকর্ষণ করিতে না পারি।

ভিক্ষুক।

এই সকল নিন্দক পাষণ্ডেরা নিন্দা করিতেছে, হাসিতেছে,-তুমি মদিরার যে যথার্থ গুণ তাহা প্রকাশ করিয়া দুরাত্মা দুর্জ্জনদিগের মনের ভ্রান্তি হরণ কর।

সোমসিদ্ধান্ত।

ওরে লোক সকল! তোরা কি কৌতুক দেখিতেছিস্? ভগবান্ ভবানীপতির অতি প্রিয় এই মনোহরা, সুমধুরা সুরা। শাস্ত্রকর্ত্তারা ইহার গুণ ও মহিমা প্রত্যক্ষ দর্শনপূর্ব্বক ভিন্নভিন্ন রূপে অভিধানে অভিধান প্রদান করিয়াছেন।

ওরে পশু শোন্-তোরা শোন্।
শোন্ শোন্। সুরার নাম।
মদিরা-সুরা। হলিপ্রিয়া। পরিশ্রুৎ।
বরুণাত্মজা। গন্ধোত্তমা। কাদম্বরী। প্রসন্না। পরিশ্রুতা। কশ্য;
মদ্য। মানিকা। কপিশী। গন্ধমাদনী। মাধ্বী। কত্তোয়। মদ।
মত্তা। কাপিশায়ন। বারুণী।
সীতা। চপলা। কামিনী। প্রিয়া।
মদগন্ধা। মাধ্বীক। মধু। সন্ধান।
আসব।অমৃতা। বীরা। মেধাবী।
মদনী। সুপ্রতিভা। মনোজ্ঞা।
বিধাতা। মোদিনী। হলী। গুণারিষ্ট। সরক। মধুলিকা। মদোৎকটা। মহানন্দা। সীধু।
মৈরেয়। বলবল্লভা। কারণ। তত্ত্ব। কৈত। মদিষ্টা। পরিপ্লুতা।
কল্প। স্বাতুরসা। [illegible]। হার-

হুর মার্দ্বীক। মদনা। দেবসৃষ্টা।
কাপিশ। অব্জিজা। অলি।
মণ্ডা। মধূল।

কামিনী ভোগ॥

গদগদ প্রেমভরে, লোয়ে প্রিয়া প্রিয়া।
মধুকালে, মধুমূলে, করে ক্রিয়া ক্রিয়া* ॥
মত্ত হোয়ে মধুকোষা, বৃষ্টি করে মধু।
মধুর আলাপ করি, সৃষ্টি করে মধু॥
দূর করে সব দুখ, সুখের সন্ধান।
অবসিক যারা তারা, কি জানে সন্ধান॥
কত পুণ্য হয়, হোলে, বারুণীরা‡ ভোগ।
তার কাছে, কোথা আছে, বারুণীর যোগ॥
অক্ষয়-বারুণী প্রতি, প্রীতি নাই যার।
করুক্ সে মাঠে গিয়া, বারুণী আহার॥
নানাগুণে গুণবতী, দেখিয়া চপলা।
গগনেতে অভিমানে, মরিছে চপলা॥
যে সময়ে নিজ প্রভা, প্রকাশে কামিনী।
সে সময়ে কোথা থাকে, কামের কামিনী॥
কামিনীর হার দিয়া, কামিনীর গলে।
কামিনী যদ্যপি দেও, তার করতলে॥
এক ঠাঁই দৃষ্টি করি, কামিনী কামিনী।
দাস হয়, ছেড়ে কাম, আপন কামিনী॥
কপাল প্রসন্ন যার, কোন কালে নয়।
প্রসন্না, প্রসন্না তারে, কখনো না হয়॥
ভক্তিভাবে হয় যেই, কাদম্বরী দাস।
কাদম্বরী এসে তার, কণ্ঠে করে বাস॥
কাদম্বরী কৃপা-বলে কথা যেই কয়।
শিক্ষা হেতু কাদম্বরী*, দাসী তার হয়॥
জগৎ হোয়েছে শুধু, কারন কারন।
কারন কারন শুধু যানেন কারন॥
কারন ধরিয়া যেই, না লয় কারন।
বৃথায় কারন তার, বৃথায় কারন॥
কারন না জেনে যেই, দোষে অকারন।
এখনি ধরিয়া তারে, করহ কারন॥
সাধু সাধু সাধু সেই, বিশ্বের কারন।
যাঁহার প্রসাদী এই, সুখের কারন॥
কারনের গুনে কর, কারণ কারণ।
ছেড়োনা কারণ† কেউ, ছেড়োনা কারণ॥
এই মহানন্দা যদি, মহানন্দা‡ হয়।
মহানন্দে ভাসে তবে, ত্রিভুবনময়॥
সার-তত্ত্ব আছে যার, তত্ত্বজ্ঞানী যেই।
তত্ত্বী হোয়ে এ তত্ত্বের, তত্ত্ব করে সেই॥
তত্ত্বের যে তত্ত্বী হয়, তত্ত্ব তার সার।
তত্ত্বের না লয় তত্ত্ব, সে হয় অসার॥
কত রস, কত গুণ, ধরেন্ বিধাতা।
সে কেবল একমাত্র, জানেন বিধাতা॥
এই কল্প§, কল্পতরু॥, আশ্রিত যে নয়।
কোন কল্পে, কোনরূপে, সুখী নাহি হয়॥

---

* ক্রিয়া—লীলা। পদার্থ। বিভুতি। বুধ। পণ্ডিত। গৌরবিত।
† মধুকোষ—কোকিল।
‡ বারুণী—সুরা। পশ্চিম দিক্। দূর্ব্বা।

* কাদম্বরী—মদিরা। কোকিলা। সরস্বতী।
† কারন—হেতু। বীজ। নিমিত্ত। প্রত্যয়। করণ। বধ। ইন্দ্রিয়। দেহ সাধন কর্ম্ম। কায়স্থ। বাদ্যভেদ। গীতভেদ।
‡ মহানন্দা—মদ্য। মহানন্দানদী। মালদহের নীচে যে নদী।
§ কল্প—বিধি। প্রলয়। বিকল্প। ন্যায়।
॥ কল্পতরু। শাস্ত্রবিশেষ। সুরা, ইত্যাদি।

যে জন হোয়েছে নত, মদনার পায়।
মদনা তাহাকে নিয়া, মদনা পড়ায় ॥
স্বাদুরসা, স্বাদুরসা, মোহিনী মদনী *।
এর কাছে কোথা আছে, সুরভি মদনী ॥
কিবা রূপ, কি লাবণ্য, ধোরেছে মাধুরী।
প্রেমহীন কি জানিবে, তাহার মাধুরী ॥
সে জন মেধাবী নয়, যে হয় মেধাবী।
মেধাবী + যে নয়, সেই, না লয় মেধাবী ॥
বলের বল্লভা দেবী, শ্রীবলবল্লভা।
মানুষ কোথায় আছে, দেবের দুর্ল্লভা ॥
সুখময়ী সুরূপসী, অতি সুমধুরা।
শিবদাত্রী সুরপ্রিয়া, নাম তাই সুরা ॥
সুরা (১) হোয়ে যে না করে, সুরার সেবন।
বৃথায় জীবন তার, বৃথায় জীবন ॥
হৃদয়েতে বিকসিতা, সদা এই সীতা।
দাসরথী সীতা লন, পরিহরি সীতা ॥
মথুরায়, দ্বারকায়, বৃন্দাবনে হলী।
পুলকে প্রমত্ত হো'য়ে, পান করে হলী ॥
হলিরে বলাই দাদা, ভালবেসে হলী।
কি জানে হলীর স্বাদ, নিজে যেই হলী (২) ॥
মত্তার মহিমা কেবা, স্বরূপে প্রকাশে।
মত্তাপানে মত্তা দেবী, দৈত্যকুল নাশে ॥
মণ্ডার মধুর রস, পেটে যার যায়।
শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়ে সেকি, মণ্ডা আর খায় ॥
যে জানে অলির গুণ, সেই রাখে পেটে।
অলির কি গুণ গুণ, অলির নিকটে ॥

করে করে মদ যেই, মদ * যায় তার।
একেবারে করে মদ, মন অধিকার ॥
সকলি বিপদযুক্ত, কেহ নাই পদে।
মদমত্ত যত লোক, নিন্দা করে মদে ॥
সুনিয়মে শুদ্ধ মনে, মদ খায় যারা।
মদ নাহি খায় তারা, মদ খায় তারা ॥
তোমার মাতাল মন, মাতিয়াছে মদে।
কেন বাপু মিছে তুমি, দ্বেষ কর মদে ॥
এই মদে, স্থির পদে, নাহি রাখে যারে।
সেতো নাহি মদ খায়, মদ খায় তারে ॥
অমৃত অমৃত হোয়ে, চারি যুগ আছে।
অমৃত যাহারে বল, মৃত এর কাছে ॥
দেবসৃষ্টা, দেবসৃষ্টা, নাম হোলো তাই।
ত্রিজগতে তুল্য তার, কিছু আর নাই ॥
বীর আর বীরভোগ্যা, হন এই বীরা (১)।
দয়া, জ্ঞান-প্রসবিনী, নাম তাই বীরা ॥
এ বীরা হইলে ভোগ, কেবা চায় বীরা।
তুচ্ছ করি বাসরের, বিদ্যাধরী বীরা ॥
শুভকরী এ বীরার, দ্বেষ করে যেই।
অবীরার দাস হোয়ে, বীরা থাক্ সেই ॥
মনোজ্ঞা (২) মনোজ্ঞা, সাধে, অভিধানে কয়।
মনোজ্ঞা ইহার কাছে, দাসী সম নয় ॥
অকারণে কারণের, মিছা পরিবাদ।
স্বার্থ হেতু, স্মার্ত্ত (৩) এত, কোরেছে প্রমাদ ॥

---

* মদনী—মদ্য। কস্তুরী।
\+ মেধাবী—সুরা। পণ্ডিত। শুকপক্ষী।
(১) সুরা—বলবল্লভা। ধনবান। মদ্য।
(২) হলী—মদ্য। বলদেব। ক্ষেত্রী। কৃষক।

* মদ—দর্প। হর্ষ। মত্ততা। মানিকা।
(১) বীরা—সুরা। পতিপুত্রবতী। রম্ভা। মদিরা।
(২) মনোজ্ঞা-মনঃশিলা। রাজপুত্রী। মদিরা।
(৩) স্মার্ত্ত—স্মৃতিসম্বন্ধীয়। স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ী। স্মৃতি শাস্ত্রোক্তকর্ম্ম।

স্বরূপ সম্বন্ধে যার, স্থির আছে স্মৃতি।
শ্রুতি তার সুখে থাক্, মানিবেনা স্মৃতি॥
বিধি বিধি * কোরেছেন, বিধি অনুসারে।
সে বিধি অবিধি আর, কে করিতে পারে॥
ক্রম ক্রমে, চারু ক্রমে, করে যেই বিধি।
"প্রসন্না," প্রসন্না তারে, অনুকূল বিধি॥
দেবভোগ্য সুরানিধি, করি এই বিধি।
আপনি মোহিনী-রূপ ধরিলেন বিধি॥
অতিশয় হিতকর, জানিয়া বিধাতা।
আপনার নামে নাম, রাখিল "বিধাতা"॥
কেমন বিপাক (১) হায়, না ভাবে বিপাক।
এমন বিপাক বস্তু, না করে বিপাক॥
ভ্রমে কয় খেলে পরে, যাইবে বিপাক।
ইথে কি বিপাক যায়, বাড়ায় বিপাক॥
সুখে সবে ভোগ কর, এই মহানিধি।
গুণ দেখে বিধি করি, জেতে আমি "বিধি"॥
অন্ধকারে আলো করে, রাত্রি করে দিবা।
এ জগতে এর চেয়ে, শুভকরী কিবা॥
ছলগ্রাহি খল যত, ছাড়ে তারা ছল॥
বোদ্ধা পায় বুদ্ধি, জ্ঞান, যোদ্ধা পায় বল।
যোগী পায় যোগ-বল, ভোগী পায় ভোগ॥
রোগির থাকেনা ইথে, কোন রূপ রোগ।
ছবির প্রভাস বাড়ে, রূপের নিলয়ে।
রবির প্রেয়সী ফুটে, কবির হৃদয়ে॥

কুরূপের কুরূপ, থাকে না কিছু আর।
বৃদ্ধের শরীরে হয়, যৌবন সঞ্চার॥
অতি মূক মুক যেই, ফুটে তার মুখ।
মুখপ্রিয়া দেবী * বরে, হয় সেই মুখ॥
অরসিক যে জন, সে হয় রসময়।
অভাবির মনে কত, ভাবের উদয়।
বধিরের কর্ণ ইনি, অন্ধের নয়ন।
অকরের কর ইনি, খঞ্জের চরণ॥
বাসব আসব পেলে, শচী দেন ছেড়ে।
কেশব ছাড়িয়া প্রিয়া, প্রিয়া লন কেড়ে॥
সদাশিব সদা শিব, পান নিশি দিবা।
শিবের অশিব নাই, নাহি চান শিবা॥
সমরূপে এক ভাব, স্বর্ণ আর ধূলি।
ভূপতির সিংহাসন, ভিখারির ঝুলি॥
কৃষির লাঙ্গল যন্ত্র, কুবেরের ধন।
ইন্দ্রের অমরাবতী, নিষাদের বন॥
বক্তা যদি হবে কেউ, ভোক্তা যদি হবে।
দোক্তার দোকানে আর, যেওনারে তবে॥
নিদয় লেঠেল নেসা, বেড়ায় ঘুরিয়া।
ডেঙ্গায় দেখিতে পেলে, ঠেঙ্গায় ধরিয়া॥
জনম সফল কর, ব্যয় কর বসু (১)।
ইচ্ছা করি ছুঁওনাকো, তাপকর বসু॥
কেবল সেবন কর, সুশীতল বসু।
হইবে দেহের বর্ণ, ঠিক যেন বসু॥
বীর হও, বীর হও, হোওনাকো পশু।
কিন্তু যেন দোষ ঘোটে, নাহি যায় অসু॥

---

* বিধি—ব্রহ্মা। ভাগ্য। ক্রম। বিধান। কাল। প্রকার। নিয়োগ। বিষ্ণু। কর্ম্ম। গজান্ন। বৈদ্য। যোগোপদেশক গ্রন্থ। ভারতকৃত-কোষ। ইত্যাদি।

(১) বিপাক—পচন। স্বেদ। পরিণাম। দুর্গতি। স্বাদু। জাতি। আয়ু। ভোগ।

* সুরার এই নাম নূতন স্থাপিত হইল।

(১) বসু—ধন। বকবৃক্ষ। অনল। রশ্মি। অষ্টবসু। শ্যাম। হাটক। জল।

এমধু মধুর অতি, রাখে পরিতোষে।
এ মধু*, মধুর হয়, ব্যবহার দোষে॥
অভিমান অহঙ্কার, দ্বেষবিনাশিনী।
স্বভাবেই শুচিরূপা, অশুচি হারিণী॥
ভোগ মোক্ষ-প্রদায়িনী, ভোগ মোক্ষ হরা।
একাকারময়ী দেবী, একাকারকরা॥
সুখের আধেয় ইনি, সুখের আধার।
নীরাকার হোয়ে যেন, নিত্য নিরাকার॥
নীরাকারে মূর্ত্তিময়ী, ভুবনভাবিনী।
মহানন্দা মহানন্দ, পদ প্রদায়িনী॥
পরমপদার্থপ্রদা, প্রনবরূপিণী।
শুদ্ধ শুদ্ধময়ী বরা, বিকারবারিণী॥
রোগ, শোক, তাপ আদি, সর্ব্ব-দুঃখনাশা।
নিজে কিন্তু বহুবিধ, বিপদের বাসা॥
আপনি বিপদ নন, দ্বিপদের স্থানে।
সে করে বিপদ, যেই, ব্যাভার না জানে॥
পরিমিত পরিমান, না থাকিলে পরে।
আপনার কার্য্য-দোষে, আপনিই মরে॥
ছাড়িয়া ঘরের কড়ি, ঢেলে দেও গলে।
দেখো দেখো, কেহ যেন, মাতাল না বলে॥
সাঁতার না জানে যেই, তার ঘটে দায়।
বাপের পুকুরে ডুবে, প্রাণে মোরে যায়॥
যদি না রাখিতে পার, স্থির পরিমাণ।
কেন তবে নষ্ট হও, করি বিষ-পান॥
ছাড় ছাড় ছাড় মিছা, সুখ-অভিলাষ।
ধন, মান, বুদ্ধি, বল, কেন কর নাশ॥
কখনো না সহ্য হয়, পর-পরিবাদ।
প্রমোদের কর্ম্মে কেন, ঘটাও প্রমাদ॥
যে বিধি, এ নিধি, তোরে, দিয়াছেন ভবে।
ত রে কর নিবেদন, নিবেদন হবে॥

* মধুর—অমৃত। এবং বিষ।

কমল জিনিয়া চারু, তোমার বদন।
শুনীর সন্তান যেন, না করে চুম্বন॥
পালঙ্কে হইবে স্থিত, যে দেহ তোমার।
সে দেহ না করে যেন, ধূলায় বিহার॥
যে মুখ প্রসব করে, অমিয় বচন।
সে মুখে না হয় যেন, বিষ-বরিষণ॥
যে কর রচনা করে, করে উপহার।
সে করে কাহারে যেন, করেনা প্রহার॥
কোরোনা অনিষ্ট করে, হোয়োনা সম্পদ।
পদে রাখ পদ, যদি, পাইয়াছ পদ॥
যে কানে শুনিছ তুমি, জ্ঞান উপদেশ।
সে কানে শুনোনা কারো, নিন্দা আর দ্বেষ॥
যে নয়নে হেরিতেছ, ভবের ব্যাপার।
সে নয়নে বিষদৃষ্টি, কোরোনা হে আর॥
লোচন পেয়েছ যদি, জ্বালো গৃহমনি*।
চিনে লও মহামনি, কোথা চিন্তামনি॥
আছে নেত্র যত তত্র, নেত্র মেলে রও।
পাত্র হোয়ে পাত্র লোয়ে, স্বত্র(১) কেন হও॥
পেয়েছ ইন্দ্রিয়রাজ, মহাশয় মন।
যে মন হইলে বশ, দেয় মহাধন॥
সে মন যদ্যপি থাকে, কারণের বশে।
কারণের কর্ত্তা হোয়ে, আর নাহি বসে।
আপনিই আপনার, হইলে অবশ।
কারন শাসিবে কিসে, হইয়া অবস॥
এক মদ, দুই মদ, তিন মদ, পেয়ে।
অবস(২) কিরূপ তাহা, দেখিলেনা চেয়ে॥

* গৃহমনি—প্রদীপদীপ। দীপক। জ্যোৎসা-বৃক্ষ। শিখাতরু। স্নেহাশ। নয়নোৎসব।
(১) স্বত্র—অন্ধ।
(২) অবস—সূর্য্য। রাজা।

এই মন মহোদয়, কারণের প্রতি।
কারণের পথে যদি, স্থির রাখে গতি।
তবে আর নাহি ভয় হয় জয়-লাভ।
অভাব না থাকে কিছু, ভাবে রয় ভাব॥
মনঃকরী, বশ করি, কররে কারণ।
কারন কারন কারে, করিনে বারণ॥
কি কারণ, এ কারণ বুঝিনে কারণ।
কারনের দোষে কভু, ভুলোনা কারন।
স্থূল কথা বলি এই, থাকে যেন কুল।
কারনে হইলে ভুল, হারাইবে মুল॥
কুলীন যদ্যপি হও, রাখ তবে কুল।
একুল, ওকুল, যেন, না যায় দুকুল॥
কুলে থেকে কুল রেখো, ভুলোনা অকুলে।
কুলীন মলিন হয়, না থাকিলে কুলে॥
রাখ রাখ যত্ন করি, কুলের আচার।
বেচোনা ভুলের হাটে, কুলের আচার॥
কুলীনের কর্ত্তা যাহে, হয় অনুকূল।
এরূপ করিয়া সদা, রক্ষা কর কুল॥
কুলাচার ধর্ম্ম বলি, রাখিলে কৌলিক্।
কুলীন হইয়া যেন, হো'ওনা মৌলিক্॥
কুলাচার রক্ষা করি, হও তুমি বীর।
বিগু যার বশে থাকে, সেই বীর বীর॥
তুমি যদি বীর হোয়ে, ধীর নাহি হবে।
বীরের বীরত্ব কোথা, বল তবে রবে?॥
খানা খানা, খানা, খানা, সাধ্ নাই হুড়ো।
খানায় পড়িয়া যেন, খোয়োনাকো ছুঁচো॥
শশী, পক্ষ, নেত্র, বেদ, বাণের বিধান।
পরিমিত পরিমাণ, উপায় প্রধান॥
অনিয়মে পাঁচের অতীত করে যেই।
পাঁচের অতীত ধন, নাহি পায় সেই॥
আঁচ ছাড়া পাঁচ ছাড়া, সুবিহিত নয়।
পাঁচভুতে, পাঁচ ভুতে খায় সমুদয়॥
এই পাঁচ পাঁচ পাঁচ, পঁচিশ* হোয়েছে।
কত পাঁচ, এই পাঁচ, ধরিয়া বোয়েছে॥
স্থূল† জ্ঞান সূক্ষ্ম জ্ঞান, জানিয়া কারণ।
কারনের প্রেম হেতু, করহ কারণ॥
পাঁচের ভবনে তিন, তিন ছাড়া নাই।
পাঁচ আর তিন বই, দেখিতে না পাই॥
ফলত এ সব তিন, পাঁচের অধীন।
দেহ‡ তত্ত্ব§ গুণ|| তাপ¶, হয় তিন তিন॥
তত্ত্বে তত্ত্বে তত্ত্ব রেখে, তত্ত্বপথে চল।
তত্ত্বরসে মত্ত হোয়ে, তত্ত্ব কথা বল॥
কর আর কার তত্ত্ব, সার তত্ত্ব ধর।
তত্ত্বের অতীত যেই, তার তত্ত্ব কর॥
এ তত্ত্বের তত্ত্বী হোতে, ইচ্ছা যদি হয়।
সেইরূপ কর্ম্ম কর, শাস্ত্রে যাহা কয়॥
ভক্তিভাবে যদি লও, জ্ঞানির আদেশ।
যাবে কষ্ট, তবে নষ্ট, হবেনাকো দেশ॥
গত নিশি বাঁচিয়াছ, যাঁর কৃপাবলে।
তাঁর হেতু এক পাত্র, লহ কুতুহলে॥
নিদ্রাদেবী নেত্রে আসি, করি অবস্থান।
দিবসের দুখ হোতে, করিবেন ত্রাণ॥
পাইবে বিমল সুখ, বিরতির সহ।
তাঁর হেতু, প্রেমভরে, এক পাত্র লহ॥
অন্যকার সব ক্লেশ, নাশের কারন।
হৃষ্ট হোয়ে এক পাত্র, কররে ধারন॥

---

* পঞ্চবিংশতি—তত্ত্ব।

† শরীরত্রয়। স্থূল। সূক্ষ্ম। কারণ জাগ্রৎ। স্বপ্ন। সুষুপ্তি। ইত্যাদি।

‡ শরীরত্রয় § তত্ত্বত্রয় || গুনত্রয় ¶ তাপত্রয়।

এই নিশি প্রভাত, হইবে পুনর্ব্বার।
থাকিবে তোমার দেহে, প্রাণের সঞ্চার॥
ভাবি ভাবি সুখ লাভ, বিভু ধ্যান কর।
থাকিয়া জ্ঞানের বশে, এক পাত্র ধর॥
ভাই. বন্ধু. জ্ঞাতি আদি, নিজ পরিবার।
জ্ঞানদাতা, হিতকারি, যত আছে আর॥
গরিমা গরল রাশি, রাখিয়া অন্তরে।
তাদের কল্যাণ চাও, সরল অন্তরে॥
জন্মভূমি জননীর, শিব হয় যাতে।
সর্ব্বশেষ একবার, পাত্র ধর হাতে॥
কিন্তু ভাই এই বলি, না হয় অধিক্।
পরিমিত পরিমাণ, থাকে যেন ঠিক্॥
পাইবে অধিক দুখ, অধিক লইলে।
হবে রব ধিক্ ধিক্. অধিক্ হইলে॥
কিছু নাই দোষ, ইথে, কিছু নাই দোষ।
যে লয় নিয়ম মত, সেই আশুতোষ॥
গুপ্তাদেবী গুপ্ত-ভাবে. হৃদে যেন রয়।
প্রকাশ না হয় যেন, প্রকাশ না হয়॥
এই প্রিয়া অতি প্রিয়া. রাখিয়া গোপনে।
যথাকালে প্রেমালাপ, করিবে যতনে॥
রসিক, প্রেমিক সাধু, সুজন যে জন।
কেবল সে জন পারে, করিতে গ্রহন॥
সহ্য-গুন, ধৈর্য্য-গুণ, কিছু নাই যার।
সে যেন কামিনী সহ, না করে বিহার॥
চপল, চপলা পেলে. স্থির নহে মনে।
চাসায় মদের স্বাদ, জানিবে কেমনে॥
পার হও, মিছে আশা, কর্ম্মনাশানদী।
তবে তুমি পাত্র লও, পাত্র হও যদি॥
পাত্র নিতে বিধি দিই, পাত্র যদি হও।
কদাচ নিওনা পাত্র, পাত্র যদি নও॥
সুচারু সোণার পাত্র, না লইলে করে।
সিংহীর স্তনের দুদ্, ধারন কে করে?॥
সুবোধ সুশীল সদা, থাকে পরিতোষে।
বস্তুর কুনাম সুধু, ব্যবহার দোষে॥
কিরাতের করতলে, যদি পড়ে হেম।
ধূলায় আছাড় মারে, নাহি জানে প্রেম॥
বানর পাইলে মনি, দাঁতে ফ্যালে কেটে।
ঘৃত নাহি পাক পায়, কুকুরের পেটে॥
উত্তম আধেয় থাকে, উত্তম আধারে।
বিষ্ঠা-ভোজী শূকর কি, ক্ষীর খেতে পারে?॥
করির বলের ক্রম. জানে শুধু হরি।
হরির বলের ক্রম, জানে শুধু, হরি॥
মেঘের কি গুন, তাহা জানে শুধু হরি।
হরির বিক্রম যত, জানে শুধু হরি॥
যা কর তা কর কিন্তু. মনে রাখ হরি।
দেখিতেছে সমুদয়, ছাড়িবেনা হরি॥
মুচী, শুচী, শুচী, মুচী, দোষ আর গুনে।
মুচী নিজে শুচি হয়, হিত যদি শুনে॥
মাত্র-গুন, মাত্রা দোষ, ওজনের দাঁড়ী।
চাঁড়াল ব্রাহ্মণ হয়, দ্বিজ হয় হাড়ী॥
স্বার্থ হেতু, স্মার্ত্ত, কিছু করেন নিষেধ।
বুঝিলে তাহার অর্থ, দূর হবে খেদ॥
অবোধ, অধীর দীন. শিশু যদি খায়।
না পাবে কুশল কিছু, ঘটাইবে দায়॥
কালাকাল স্থানাস্থান, রবেনা বিচার।
অতিরেক পানেতে, হইবে অপকার॥
কেবল বাড়িবে মনে. অধিক আবেশ।
অবিচারে, অত্যাচারে, পূর্ণ হবে দেশ॥
কারন 'অপেয়, বলে. এই সে কারণ।
এ বারন বাধা নহে, ছলের বারণ॥
অবোধ পামর যারা, তাদের বারণ।
একারণ জ্ঞানি আর, বলিরকারণ॥

পূর্ব্বকার মুনি, ঋষি, মহীপাল কত।
কালিদাস আদি করি, মহাকবি যত॥
জানিয়া নিগূঢ় তত্ত্ব, প্রফুল্ল অন্তর।
সকলেই কোরেছেন, তন্ত্রের আদর॥
সন্ধানের সন্ধান, লইয়া তাঁরা কত।
সন্ধানের প্রেমে তবে, হয়েছেন রত॥
শরীরের রোগ নাশে, বৃদ্ধি করে শিব।
এই হেতু গুণ তার, লিখেছেন শিব॥
নিগমে নিগূঢ় ভাব, নিদানে নির্দ্দেশ।
না জেনে স্বরূপ গুণ, দ্বেষি করে দ্বেষ॥
ভারতের স্বাধীনতা, ছিল যে সময়।
হায়, ছিল, সে সময়, কত সুখময়॥
ভূপতি, বিনয়, মিত্র, সেনা, সেনাপতি।
আচার্য্য, পণ্ডিত, কবি, ঋষি, যোগি যতি॥
করিতেন প্রিয়ালাপ, যথায় তথায়।
"মধুপর্ক,, আদি ভোগ, কথায় কথায়॥
বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, যশ, ধন আর মান।
সব অংশে হিন্দুগণ, ছিলেন প্রধান॥
এক ধর্ম্ম, এক বিদ্যা, ছিল সবাকার।
একরূপ রীতি নীতি, আচার বিচার॥
ছিলনাকো দ্বেষাদ্বেষ, সবাই সমান।
সুখে ভারতের গুণ, করিতেন গান॥
এখন্ স্বপন্‌বৎ, হেরি সমুদয়।
কি ছিল, কি হলো আহা! আবার কি হয়?॥
ভারতে ভারতী-মাতা, অতি প্রতিকূলা।
বিপুল বিলাপ ভোগ, করিছে বিপুলা॥
খেয়ে, হেগে, আঁচাইতে, ছোঁচাইতে হয়।
অদ্যাপিও যে জাতির সুগোচর নয়॥
তাহারা হইল সভ্য, একতার বলে।
আকাশে উড়িছে জীব, কৌশলের কলে॥
জলে কলে তরি চলে, দেখ দেখ চেয়ে।
বাষ্পরথ অপরূপ, সকলের চেয়ে॥
বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, আর বাহুবল।
তিন বলে করে জয়, সমুদয় স্থল॥
তাহারা হইলে রত, কাদম্বরী দ্বেষে।
যেতেন্ কি কাদম্বরী, তাহাদের দেশে॥
কাদম্বরী বলে পেয়ে, কাদম্বরী বর।
স্বাধীনতা ভোগ করে, যত শ্বেত নর॥
এক মতে, এক রথে, এক পথে চলে।
এক মন, এক পণ, এক কথা বলে॥
এই এক যত দিন, দুই নাহি হবে।
একভাবে, একরূপে, এক সুখে রবে॥
এ এক হইলে দুই, দূর হবে সব।
রহিবে হিঁদুর মত, শুধু এক রব॥
"আমরা হোয়েছি,, আর কহিতে কি হবে।
"আমরা ছিলাম,, এই ঘোষণাই রবে॥
অতএব অধিক কি, কব বল আর।
করিলাম সবিশেষ, সকল প্রচার॥
আপনার হিতাহিত, করিয়া বিচার।
বাধ্য হোয়ে সাধ্যমত, কর ব্যবহার॥
প্রণিধান কবি, যেন, উপদেশ ধরে।
যাহার অসাধ্য যাহা, তা যেন না করে॥
ভাঙিতে পর্ব্বত চূড়া, যদি থাকে বল।
বলেতে আনিতে পার, জলদের জল॥
জলনিধি সন্তরণে, শক্তি যদি হয়।
পাতাল প্রবেশে যদি, নাহি থাকে ভয়॥
যদ্যপি অনলে নাহি, দেহ হয় ক্ষয়।
এখনি করিয়া তাহা, লাভ কর জয়॥
যদ্যপি ভাঙিতে পার, ভুজঙ্গের দাঁত।
এখনি সাহসে দেও, তার মুখে হাত॥
যদ্যপি না পার, তবে, নিকটে যেওনা।
চেওনা চেওনা আর, ওদিকে চেওনা॥

খেওনা, খেওনা আর, খেওনা, খেওনা।
মহানন্দা নীরে আর, নেওনা নেওনা॥
কিন্তু তার অপযশ, গেওনা গেওনা।
নিজ-মতে ভ্রমপথে, ধেওনা ধেওনা॥
অমৃত সেবন আর, আমিষ ভোজন।
এই দুই উপাদেয়, ভোগের কারণ॥
উভয়ের সার গুণ, যেজন না বোঝে।
কর্জ্জ করি পরমত, দ্বেষী হোয়ে জোঝে॥
আপনি পড়িয়া ভ্রমে, দোষ শুধু খোঁজে।
তার গলে দড়ি দিয়া, বেঁধে রাখো গোঁজে॥
তাহার সহিত আর, করোনা বিচার।
করুক্ সে পশু হোয়ে, পশুর আচার॥
ফল, জল, অন্ন, মূল, কেন তারা খায়?।
তাহে কত জীব আছে, দেখিতে না পায়॥
বায়ুযোগে কত প্রাণি, উদরে পড়িছে।
এ সব জানিয়া মিছে, কথায় লড়িছে॥
তরু, শাখা, লতা আদি, করিছে ছেদন।
নিদয় হইয়া বধে, তাদের জীবন॥
জলে জীব, স্থলে জীব, ফলে জীব খায়।
তৃণ, লতা, যাহা খায়, জীব আছে তায়॥
নাশিতে সে সব জীব, দয়া নাহি হয়।
অহিংসা পরমধর্ম্ম, মুখে শুধু কয়॥
ভাতে, রসে, গুড়ে ফলে, ফলে, আর গাছে।
পরীক্ষা করিয়া দেখ, কত মদ আছে।
মজ্জার মধ্যে জীব, অশেষ প্রকার।
মানব রূপেতে যারা, করিছে বিহার॥
কেহ আর অনশনে, কাল নাহি হরে।
যেমন নিয়মে হোক্, জেমন * তো করে॥
শপথ করিয়া কেউ, বলুক আমায়।
"না করে আসব পান, আমিষ না খায়॥
নানা জীব, নানা ভাবে, তর্ক করে নানা।
কেহ না দেখিতে পায়, সকলেই কাণা॥
স্রষ্টার সৃজিত সব, অতি অপরূপ।
নয়নের দোষে দেখি, কুরূপ সুরূপ॥
তার সার দোষ গুণ, বুঝিবার নয়।
স্বরূপ না জেনে লোক, ভাল মন্দ কয়॥
আমি কারে ভাল বলি, মন্দ বলি কারে।
আমি তাহা কি বুঝিব, কে বুঝিতে পারে?॥
বুঝিতে যদ্যপি পারি, বোঝাবার নয়।
বস্তু-গুণ না বুঝিলে, বোঝা বোঝা হয়॥
সোজা হোলে বোঝা ভার, বাঁকা বোঝে কেবা।
এই বুঝি সোজাসুজি, রুচিমত সেবা॥
যাহে যার রুচি হয়, সেই তাহা কর।
সরল স্বভাব ধর, দ্বেষ পরিহর॥
রুচি মত কার্য্য করি, সদা হও শুচি।
রুচির বিভুর প্রেমে, থাকে যেন রুচি॥

দিগাম্বরসিদ্ধান্ত।

হে আচার্য্য! জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা-দ্বারা জ্ঞাত হইলাম,—আমরা সকলেই মহামোহের দাস, প্রভুর কার্য্য-উদ্ধারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছি।

ভিক্ষুক এবং সোমসিদ্ধান্ত।

তুমি যাহা জ্ঞাত হইয়াছ তাহাই যথার্থ বটে।

দিগাম্বর।

যাহাহউক, এইক্ষণে রাজকার্য্যের মন্ত্রণা কর।

*আহার।

সোমসিদ্ধান্ত।

ওরে দিগম্বর—বাপু তুমি যে বড় গণক দেখিতে পাই, ভাল ভাল, আমি মনে মনে একটা প্রশ্ন করিলাম. তুমি গণনা করিয়া বল দেখি।

ক্ষপণক।

হে মহাশয়। এ কোন্ বিচিত্র? আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনাপ্রভাবে এই স্থানে বসিয়া ত্রিলোকের সকল কথাই কহিতে পারি। বসুন্ বসুন্। এখনি বলব।

গণিতে বসিলেন।

আকাশে মুখ করিয়া।

নমঃ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যোনমঃ।

কাকা-কাকা, কাকাভা। কাকা কাকা কা।
মড়ার মুণ্ডে দিয়ে পা। ডেকে বলে, কেলে ম
কহত কালী, কহত শ্যামা।
কহত ভীমা, কহত বামা॥
কহত কহত, মা মাতঙ্গী।
কহত কহত, রণরঙ্গী॥
সত্য সত্য কহত বেটী।
পরাব তোরে রাঙ্গা চৈটি॥
সত্য কহত জোটে-বুড়ী।
খেতে দেব ভাজা মুড়ী॥
কাকা-কাকা, কা কা, কা,
ঝড়ে মরে কাকের ছা।
শুনে কবি আঁচাআঁচি।
হেন কালে কেন হাঁচি॥
কেলে বেটী ফাঁকে ফাঁকে।
মাভৈ মাভৈ মুখে হাঁকে॥
খড়ি পাতি আঁকে আঁকে।
টিক্‌টিকিটে কেন ডাকে॥
খড়ি পেতে পড়ে বাধা।
তায় দেখিনে কোন ধাঁধা॥

মহাশয় একটা ফুলের নাম করুন্‌তো।

সোমসিদ্ধান্ত।

"করবীর।"

ক্ষপণক।

করবীর, করবীর। বাঞ্ছাপূর্ণ কর বীর॥
গ্রহগন হও ধীর। শুনে গেঁথে করি স্থির॥
ছাড়া থাকে পৃথিবীর। স্বর্গফুড়ে যাও তীর॥
ঠেলে নীর জলধির। বাসুকির কাটো শির॥
কেলে বেটী চল চল। তলাতল রসাতল॥
চরাচর থর থর। সব ঠাঁই তন্ন কর॥

ঘাড় হেট করিয়া শিরঃকম্পান।

খড়িতে আঁক, পাড়িতে পাড়িতে।
মুখেতে বাক্ ঝাড়িতে ঝাড়িতে॥

২	৭	১৫	০	০	০
৯		১২	৮০	৭	

তনু ধনু সহোদর। লগ্ন মগ্ন পরস্পর।
সিংহ, কন্যা, বিছা, তুলো।
বিনা বাতে উড়ে ধূলো॥
মেষ, বৃষে ডাকে মেঘ।
সূর্য্য, সোম, ছাড়ে বেগ॥
বন্ধু, পুত্র, রিপু, জায়া।
সপ্তমের মাতা ছায়া॥
এক, তিন, পাঁচ, ছয়। একাদশে সর্ব্বজয়॥
চারাঙ্করে প্রশ্ন হয়। এটা বড় শুভ নয়॥

মড়ার মাথায় দিয়ে হাত।
বলতো বাবা, বৈদ্যনাথ॥
ওমা কালী দেও কুল।
গণনায় হোলে ভুল॥
তোর নামে কলঙ্ক রবে।
শঙ্কর শাশুড়ে হবে॥

দেখি দেখি।

ক অক্ষরে প্রশ্ন এটা, মিথুন রাশি কয়।
জীব, মূল, ধাতু, ধাতু। ধাতু, মূল, জীব।

ধাতু-ধাতু-ধাতু।—সোনা, রূপা, পিতল, কাঁশা, না-না।—ধাতু নয়, ধাতু নয়।

তবে কি? মূল, মূল-মূল। বিছানা, বালিস, কড়ী, দড়ী।—না না তা নয়, তা নয়।—তবে বুঝি জীব। জীব জীব-জীব। জীবের মধ্যে কি? কৃমি, কীট, কি পতঙ্গ। গো-অজ কি মাতঙ্গ। সিংহ, ব্যাঘ্র, কি কুরঙ্গ। উষ্ট্র, ঋক্ষ, কি তুরঙ্গ। তা নয় তা নয়। তবে কি মানুষ? মানুষের মধ্যে কি বিচারি? পুরুষ কিম্বা হবে নারী।

পুরুষ নয়, পুরুষ নয়।
বটে বটে, মেয়ে হয়॥
সে মেয়েটা কেমন ধারা।
সদাচারা কি কদাচারা॥
মিথুন লগ্নে প্রশ্ন হয়।
সেটা কিছু একা নয়॥
কার সঙ্গে কোথা রয়।
দিতে হবে পরিচয়॥
মড়ার মাথায় দিয়ে হাত।
বলতো বাবা বৈদ্যনাথ॥
হুঁ হুঁ হুঁ—স্থির করেছি।
ঠিক বটে ঠিক বটে।

তোমরা প্রশ্ন করেছ? সেই স্বাত্বিকী শ্রদ্ধা কোথায় এখন?

শান্তি।

করুণা—বুন্ শুন শুন, এই দিগম্বর সিদ্ধান্তদিগের মুখে আমারদের মঙ্গল আলাপ শুনা যাইতেছে, অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

করুণা।

হাঁ সই, এ বড় ভাল কথা।-এসো আমরা দুজনে অতি মনোযোগ পূর্ব্বক গোপনে সমুদয় শ্রবণ করি।

সোমসিদ্ধান্ত।

হাঁ বাপু সাবাস, সাবাস, সাবাস। তুমি ভাল গণক, জ্ঞানের ব্যাটা জ্ঞান বটে। ওহে জ্ঞান। বাবা-জ্ঞান, তুমি জ্ঞান, সেই সর্ব্বনাশী রাঁড়ী এবং নিষ্কামধর্ম্ম এখন কোথায় আছে?

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

২	৪	১৫	৯	৭২
২০		৭২	২৭	৩২

ভাল আবার একটা ফুলের নাম করুন্ তো।

ভিক্ষুক।

"বকুল।"

ক্ষপণক।

বকুল-বকুল-বকুল। বৃন্দাবন, গোকুল।
একে চন্দ্র, তিনে নেত্র,। কাশী আরকুরুক্ষেত্র।
চেরে আর তিনে সাত, জগন্নাথ, চন্দ্রনাথ॥
তারা, তিথিরাশি, বার। জ্বলামুখী, হরিদ্বার।
এসব্ তীর্থে নাহিবার। কোথা তবে আছে আর

দেখি দেখি।

অতল, বিতল, সুতল, তলাতল মহাতল, রসাতল, পাতাল, ইহার মধ্যেতো নাই।

ভুলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সপ্তলোক, এখানেওতো নাই।

জলে নাই, স্থলে নাই, পাতালে নাই, গিরি গহ্বরে নাই। বটে বটে।

ও মহাশয় স্থির করিলাম সেই মাগী এখন বিষ্ণুভক্তির সহিত কোন কোন মহাত্মার নির্ম্মলচিত্তে বাস করিতেছে--নিষ্কামধর্ম্মও তাহার সঙ্গেই রহিয়াছে।

যে লগ্নে প্রশ্ন করা। চিরজীবি হয় মরা॥
স্কন্ধগত আছে শনি। কার্য্যসিদ্ধি প্রমাদ গণি

শান্তি।

নাচিতে নাচিতে গীত।

মা আমার তো বেঁচে আছে।
সেই বিষ্ণুভক্তি দেবীর কাছে॥
নিষ্কাম যে মহাধর্ম্ম, তিনিও তাঁর পাছে পাছে

করুণা।

আহা! কি আহ্লাদ, কি আহ্লাদ, সখি, এরা আরো কি করে দেখা যাক্।

সোমসিদ্ধান্ত।

[বিষণ্ণ ভাবে গালে হাত দিয়া]

কি সর্ব্বনাশ এতদূর পর্য্যন্ত করিয়াছে? মহাত্মার মনে? বিষ্ণুভক্তির সঙ্গে? মর্ মর্ মর্—কালামুখী কান্টী-মাগীর কাণ্ডখানাতো খাটো নয়। ওরে বাপু—আমাদের মহারাজা মহামোহের যে ঘোরতর বিপদ দেখিতে পাই, বুঝি এতদিনে বা বিবেকের বাঞ্ছিত ফল সিদ্ধ হয়, কারণ সাত্ত্বিকী-শ্রদ্ধা ও নিষ্কামধর্ম্ম-বিষ্ণুভক্তির অনুগত হইয়া একত্রে যোগিদিগের হৃদয়ে বাস করিতেছে, তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া আনা বড় কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। তবে মন্ত্রের সাধন, বা শরীর পাতন্। বাহা হউক রাজাজ্ঞা পালন জন্য প্রাণ

পর্য্যন্ত পণ করিয়া চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে।—কাপালিনী—আমাকে সুরা দেও—সুরা দেও। আমি পূজা এবং জপ আরম্ভ করি। ও দিগম্বর ও ভিক্ষুক। বাপু তোমরা পান করিয়া স্থিরচিত্তে মন্ত্র জপো, হে প্রেয়সি! তুমি মহাদেবের ধ্যান করিয়া মহাদেবীর স্তব পাঠ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্না কর। আমরা সাত্বিকী-শ্রদ্ধার আকর্ষণের নিমিত্ত মহাভৈরবীকে প্রেরণ করি।

তদনন্তর ভিক্ষুক এবং দিগম্বর আসনে বসিয়া সোমসিদ্ধান্তের দত্ত মহাদেব এবং মহাদেবীর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

সোমসিদ্ধান্ত মহাভৈরবীর ধ্যান করিয়া আকর্ষণী-মন্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন।

রাজসীশ্রদ্ধা তন্ত্রশাস্ত্র-সম্মত মহাকালীর স্তব আরম্ভ করিলেন।

স্তব করিতেকরিতে দিব্যজ্ঞানের উদয়।

ত্রিপদী।

পরাপরঙ্করী পরা, পরামৃতপদাপরা,
পরমা-প্রকৃতি সর্ব্বসারা।
বিহরসি সহস্রারে, হ-ল-ক্ষ মণ্ডলাকারে,
শরচ্চন্দ্রাদিত্যানলাকারা॥

প্রণব পৃথক করা, বরা বরা ভয়ঙ্করা,
অসিকরা অসিতবরণী।
মূলাধারে সর্পাকারে, স্বয়ম্ভু হৃদয়াগারে,
সুপ্তা শ্যামা-শঙ্করঘরণী॥
সীধুপানে সদা সুখী, উচ্চপুচ্ছ অধোমুখী,
লোহিতাঙ্গী মুদ্রিতলোচনী।
মেরুদণ্ডে চতুর্দ্দলে, বিষতন্তু তন্ত্রে বলে,
জ্ঞানগম্যা কুলকুণ্ডলিনী॥
ইড়াদি পিঙ্গলাদ্বয়, সুষুম্না বিজ্ঞানালয়,
চিত্রিণী প্রভৃতি নাড়ী আছে।
তার মধ্যে 'ব্রহ্মনাড়ী', বিশেষ বিশ্রাম বাড়ী
ছেড়ে ব্রীড়া কর ক্রীড়া তাহে॥
ডাকিনী শক্তির সহ, গজ-পৃষ্ঠে পিতামহ,
আধারাখ্য সরোরুহরাজে।
পারিজাত শতশত, বেদ বিধি, নানা মত,
কত শোভা কর্ণিকার মাঝে॥
বাদি,—শান্ত, কামবীজ, বেদবর্ণে সরসীজ,
আদিচক্র ত্রিকোণ-আকার।
তদূর্দ্ধে কমল, ব-ল, ছয় বর্ণে ছয় দল,
স্বাধিষ্ঠান,—লিঙ্গ, নীরাধার॥
তার ঊর্দ্ধে দশদল, ডাদি-ফান্তানল স্থল,
মণিপুর, নাভি, নির্ব্বাপণ।
তদূর্দ্ধে হৃদয়স্থল, কাদি-ঠান্ত বারোদল,
অনাহত পদ্ম-সমীরণ॥
তথা কল্পতরুতলে, কমলকর্ণিকা-দলে,
গুপ্তভাবে জীবাত্মার বাস।
তার ঊর্দ্ধে ষোলদল ষোলস্বর, কণ্ঠস্থল,
বিশুদ্ধাখ্য, শব্দাধারাকাশ॥
ভ্রূ মধ্যে মনের ধাম, চিন্তামণিপুর নাম,
হ-ক্ষ, বর্ণে দুই দল যথা।
কলেবর রত্নাকর, গুরুবাক্যে করি ভর,
চিন্তামণী ভাব-চিন্তা তথা॥

প্রথমে গণনা ক্ষিতি, পৃথক পঙ্কজে স্থিতি,
ক্রমে দেবী সপ্তকুলাচলা।
অকারাদি-ক্ষকারান্ত, ইন্দু-বিন্দু-নাদ-প্রান্ত,
শব্দরূপা বৈখরী বগলা ॥
মূলাধারা সর্ব্বাধারা, আধেয় আধারাধারা,
নিরাধারা নিরাকারাকারা।
সূক্ষ্মসূত্রে গাঁথা ভাব, বিশ্বাসে বিশেষ লাভ,
গুপ্তভাব ব্যক্ত কর্‌কারা ॥
আজ্ঞাচক্রে জ্ঞানব্রহ্ম, জ্ঞানি-জ্ঞাত গূঢ়মর্ম্ম,
অজ্ঞানে কি তত্ত্ব তার পায়।
তারাতত্ত্বতারা যারা, তারা কি জানিবে তারা,
ভ্রমে ভ্রমে কুরঙ্গের প্রায় ॥
গুণত্রয়ী তত্ত্বত্রয়ী, সর্ব্বদা সর্ব্বদাময়ী,
মনোময়ী মানস বাসিনী।
গদ্য-পদ্যময়ী বরা, ত্রিতাপ তিমির হরা,
শিবশক্তি শঙ্কট নাশিনী ॥
আদ্যাসিদ্ধাসিদ্ধ বিদ্যা, অবিদ্যানাশিনী-বিদ্যা
বেদমাতা বীজপ্রসবিনী।
মহিমা না জানে ধাতা, মহেশ মহিলা মাতা,
মহামায়া মরালমোহিনী ॥
দুর্গা দুর্গহরা সদা, চিরঞ্জীবিপদপ্রদা,
পর্ব্বতেশপ্রিয়পুত্রী পরা।
নিখিল শরণ্যা ধন্যা, দেবারাধ্যা দক্ষ কন্যা,
দয়াময়ী দৈন্যদশাহরা ॥
ত্রিপুরা ত্র্যম্বকদারা, ত্রাণহেতু নাম তারা,
ত্রিলোচনী ত্রিলোক তারিণী।
কার্য্য ধার্য্য যাকে হয়, কারণ তাঁহারে কয়,
কালী সেই কারন কারিণী ॥
বিমলা কমলা মলা, করালাক্ষী কাম কলা,
কলুষ-কদম্ব বিমোচনী।
কালী কালাকালদাত্রী, কালকান্তা কাল রাত্রি,
কামরূপা করাল বদনী ॥
সোহংতত্ত্বে, তত্ত্বধরা, কপালপাশেষকরা,
সমাধি সম্বিধ স্বরূপিনী।
ককারে আকার ভূতা, কলি কালীগুণযুতা,
গিরিসুতা গিরিশ গৃহিনী ॥
চতুর বিংশতি তত্ত্ব, তমঃ-আর রজঃ সত্ত্ব,
ত্রিগুণে ত্রিবিন্দুরূপা তারা।
অনন্তা অনন্ত লীলা, ক্ষেমঙ্করী ক্ষমাশীলা,
বিশ্বময়ী বিষধরহারা ॥
নির্গমে লিখিত স্পষ্ট, অরন্যাদি মূর্ত্তি অষ্ট,
তারা অষ্ট তারা ছাড়া নয়।
নয় গ্রহ, দিক্ দশ, বায়ু পঞ্চ ছয় রস,
তারা, তিথি, তীর্থের আলয় ॥
সর্ব্বসহা, সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বের সর্ব্বস্ব-ধন,
সর্ব্বশক্তি শর্ব্বতত্ত্বাদেশে।
বিধিরূপে সৃষ্টিপর্ব্ব, হরিরূপে পাল সর্ব্ব,
শর্ব্বরূপে সর্ব্বনাশ শেষে ॥
নানারূপে রূপধর, নানারূপে মায়া কর,
কালীরূপে মত্তা রনমদে।
লীলা সব অসম্ভব, কত কব হতরব,
ভবধব শব তব পদে ॥
জলদে দামিনী ছটা, অপরূপ রূপচ্ছটা,
তিমিরে তিমির করে নাশ।
নীরবর হত দিশা, সূর্য শশী অমানিশা,
সমভাবে একত্র প্রকাশ ॥
গুণধরা ধরাধরা, শিশুশশধরধরা,
সুহাস মধুরাধরধরা।
ক্ষণে সূক্ষ্মা ক্ষণে স্থূলা, প্রতিকূলা অনুকূলা,
হীনামূলা জ্যেষ্ঠামূলা জরা ॥
বিশ্বত্রাসবিধায়িনী, বাণী-ব্রহ্মসনাতনী,
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মানন্দপ্রদা।

তব-ভাবে মহাহ্লাদে, তত্ত্বজ্ঞান-রসাস্বাদে,
পরমাত্মা পরিতুষ্ট সদা ॥
নীলাচল আদি স্থল, গঙ্গাজল স্নান ফল,
অবিকল শতদল পায়।
শ্রীনাথ পরম গুরু, ভাবদাতা কল্পতরু,
গুরু বিনা সন্ধান কে পায় ॥
সে মুখের উপদেশ, চর্ব্বিত চর্ব্বণ শেষ,
লেশ মাত্রে ক্লেশ উপশম।
তবে যে অবোধ নরে, অভিমানে তর্ক করে,
সে কেবল বুঝিবার ভ্রম ॥
শাস্ত্রে শাস্ত্রে তর্ক হয়, কত জনে কত কয়,
কিছু নয় সে সব বিচার।
জননী জনম ভুমি, ঈশের ঈশত্ব তুমি,
এক বস্তু সকলের সার ॥
তীর্থ-পর্য্যটন-শ্রম, কেবল মনের ভ্রম
ব্যতিক্রম আপন জীবনে।
প্রত্যয় পরম-ধন, সকলের মূল ধন,
সুখ, দুখ, পাপ, পুণ্য মনে ॥
এটা নয়, এটা নয়, কেহ কয় এই হয়,
এইরূপ দ্বন্দ্ব করে সব।
সুধীর সাধক সেই, সার মর্ম্ম পায় সেই,
ভাবে তার বদন নীরব ॥
ব্রহ্মনিরূপণ কথা, কুবিচার যথা তথা,
নিরাকার সাকার বিবাদ।
প্রেমে পূর্ণ কেহ নয়, চক্ষু থেকে অন্ধ হয়,
পরস্পর ঘটায় প্রমাদ ॥
যে, যা ভাবে তাহে কিবা, আমি ভাবি রাত্রি দিবা,
শিবা-শীতিকণ্ঠকুটুম্বিনী।
বিগত, মনের ভ্রম, উদয় অন্তরে মম,
তারারূপ নব কাদম্বিনী ॥
উদ্ধারের পাঁচ মত, ফলিতার্থ এক পথ,
ভ্রান্তি শান্তি হলে যায় খেদ।
শিব, রাধা, তারা রাম, বীজ ঐক্য ভিন্ন নাম,
শ্যামা, শ্যাম, আকারের ভেদ ॥
তুমি শ্যাম, তুমি শ্যামা, আকার আকারে বামা,
একাকারে একাকারে লয়।
যে পেয়েছে তত্ত্বমসি, সে কি দেখে বাঁশী অসি,
জীব নয় শিব সেই হয় ॥
কে বুঝে বিষম তথ্য, মন্মময় তনু পথ্য,
গণপতি বিশ্বধ্বান্তহারী।
অংশে অংশী হংস হংসী, দুষ্ট দৈত্য-দর্পধ্বংসী,
খড়্গ, শৃঙ্গ, চুড়া-বংশীধারী ॥
উপাসনা ভেদাভেদ, বিশেষ বলেছে বেদ,
মণিদ্বীপে একচিত্তে ধ্যান।
যথার্থ মনের ভাবে, সাধকে সাকার ভাবে,
দ্বেষ করে পামর অজ্ঞান ॥
তবেচ্ছায় হতাদেশ, যত লোকে করে দ্বেষ,
তুমি তার কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া।
জীবেরে কাচাও কাচ, কুহকে নাচাও নাচ,
নানা জনে নানা ভাব দিয়া ॥
কুমতি সুমতি দ্বয়, তোমা হতে হয় লয়,
মানুষের বৃথা করি দ্বেষ।
তুমি কৃপা কর যারে, সংসারে তরাও তারে,
ভব-আসা আশা কর শেষ ॥
তোমার পরম তত্ত্ব, কে পারে করিতে তত্ত্ব,
তারাতত্ত্ব জ্ঞানচক্ষু তারা।
আমি মা বিষয়ে মত্ত, নাহি জানি তব তত্ত্ব,
ভবদত্ত তত্ত্ববস্তু হারা ॥
নিশাগতাগত দিবা, সুপথ দেখাও শিবা,
বিজ্ঞান নির্ম্মল নেত্র দিয়া।
ক্ষম দোষ, ছাড় রোষ, কর গো মা পরিতোষ,
আশুতোষ, পাশুতোষপ্রিয়া ॥

নিয়েছ আমার চিত্ত, তার মাঝে রহি নিত্য,
উপদেশ করো দান সদা।
পাপ নত তোর হত, অবিরত সুখে রত
পরমেশ্বরামৃত পানে ॥
এই হয় অনুমান, এক ভাবে করি ধ্যান,
স্বর্গপাত বিপরীত ভাব।
সে এবে কোথায় যায় হৃদয়ে প্রকাশ পায়,
প্রেমিকের প্রেমের প্রভাব ॥
প্রকাশ নাহি বল, লোকে করে অপমান,
নিন্দুকের দুর্নাম কলঙ্ক।
সবের সুবেশর, থর থর কলেবর,
দুর দুর অন্তর আতঙ্ক ॥
আমাদের এক ভাব, স্বভাব সম্পর্কমতে
মন হয় সাগরের ভাই।
থাকি তবু এক সাথে, এক দিবসের তরে,
তার সঙ্গে দেখা মাত্র নাই ॥
প্রকৃতি প্রেয়সী সহ, থাকে মন অহরহ,
মায়ারূপ অন্ধকার ঘরে।
তার দুঃখ কিছু নয়, দুঃসময় অতিশয়,
সবে মেলে পুরী নষ্ট করে ॥

মাগো মা, — অনুকূল হও, মনের বাসনা পূর্ণ কর।

সকলে ভৈরবীকে প্রণাম করিয়া সোমসিদ্ধান্ত কাপালিনী, দিগম্বর সিদ্ধান্ত এবং ভিক্ষুক রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

শান্তি।

প্রিয় সখি করুণে! চল আমরা উভয়ে বিষ্ণুভক্তি দেবীর নিকট গমন করিয়া এই দুশ্চেষ্ট দুর্জ্জনদিগের সমুদায় ব্যাপার নিবেদন করি।

অনন্তর শান্তি এবং করুণা উভয়েই রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

Complete PP 140